উৎসর্গ

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মৌলিক

মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু—

অসংখ্য প্রণিপাত পূর্ব্বকং নিবেদনমেতৎ—

মহাত্মন্! এ পর্য্যন্ত আমার যে যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহই তাহার মূলীভূত। আমার যেরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহাতে আপনি যদি আমাকে তাদৃশ অনুগ্রহ না করিতেন, আমি কখনই এ উন্নতিটুকু লাভ করিতে পারিতাম না। আমি চিরকাল আপনার নিকট দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। সম্প্রতি সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনার নামে প্রচার করিলাম। যদিও ইহা আপনার নাম সংযোগের উপযুক্ত নহে, ভরসা করি, তথাপি স্বীয় ঔদার্য্যগুণে ইহাতে কদাচ বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না।

প্রণত

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

অষ্টাদশ বারের বিজ্ঞাপন।

মদগ্রজ ৺নন্দকুমার গুহ মহাশয় বিশেষ কারণাধীনে আদি "সদ্ভাব-শতক" গ্রন্থের অনেকাংশ বাদ রাখিয়াছিলেন ও কতকাংশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; তাহাতে মূল পুস্তকের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। চসার (Chaucer), স্পেনসার (Spenser), সেক্ষপিয়র (Shakespeare) প্রভৃতি কবিদিগের কবিতা আধুনিক ইংরাজী ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইলে যেমন কবিত্ব-শূন্য হইয়া পড়ে, তেমন "সদ্ভাব-শতকে" যে সকল অংশ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের কবিত্বের লোপ করা হইয়াছে। অনেক পাঠক আক্ষেপ করিয়া এই মর্ম্মে আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন। আমি অনেক যত্নে সম্পূর্ণ মূল পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া এই বারের সংস্করণে তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিলাম। কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৩১৩ সনের ২৯শে পৌষ তারিখে ৭২ বৎসর বয়সে স্বীয় জন্মভূমি সেনহাটী গ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বৈচিত্রময় জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৩১৪ সাল।
বৈশাখ।

প্রকাশক
শ্রীকামিনীকুমার গুহ।

সূচীপত্র

১। দুরাশা ১

২। উদ্বোধন ২

৩। মোহ ৩

৪। প্রভাতকালে মনুষ্যের প্রতি উপদেশ ৩

৫। কাল-শমন ৪

৬। মনের প্রতি উপদেশ ৫

৭। অনিত্যতা ৬

৮। প্রেম ৭

৯। রজনী ৭

১০। কমল ও অলি ৯

১১। ঈশ্বর প্রেম ১০

১২। যৌবন ১১

১৩। ঈশ্বরান্বেষণ ১২

১৪। ঈশ্বর-যোগ-লিপ্সা ১৩

১৫। বাম বদন ১৪

১৬। পবিত্র প্রেম ১৪

১৭। প্রকৃত বন্ধু ঈশ্বর ১৫

১৮। সকল একরূপ নয় ১৬

১৯। প্রার্থনা ১৭

২০। অনুতাপ ১৭

২১। পৃথিবীতে সুখী ও সুজন অতি বিরল .. ১৮

২২। প্রেমাকাঙ্ক্ষী ১৯

২৩। অনিত্যতা ১৯

২৪। পরলোক ২০

২৫। ভূপ ও ভিক্ষুক ২০

২৬। নিত্য সুখ কোথায় ২১

২৭। মত্ততা ২২

২৮। বিচ্ছেদ ও সম্মিলন পরস্পর অনুগামী ২২

২৯। সুরূপাভিমানীর প্রতি ২৩

৩০। পৃথিবী-পুষ্পবন ২৪

৩১। ঈশ্বর-স্পৃহা ২৫

৩২। বিমুগ্ধের প্রতি ২৬

৩৩। সুখী দুঃখীর দুঃখ বুঝে না ২

৩৪। গর্ব্বিত রাজার প্রতি ২৭

৩৫। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের আক্ষেপ ... ২৯

৩৬। আত্ম প্রতি দৃষ্টি ৩০

৩৭। ঈশ্বর বিরহে বিলাপ ৩১

৩৮। প্রেম ৩২

৩৯। ভবের খেলা ... ... [illegible]

৪০। সুচারু বিশ্ব ... ... ৩[illegible]

৪১। অন্যের দুঃখ দেখিয়া তোমার দুঃখ দূর হইবে ... ৩৫
৪২। প্রণয় ৩৬
৪৩। বৃক্ষ ৩৭
৪৪। পাপ—কেতকী ৩৮
৪৫। বর্ষা ৩৯
৪৬। ধনীর প্রতি ৪১
৪৭। ঈশ্বর-প্রেমিকের উক্তি ৪২
৪৮। মিলন-সুখ ৪৩
৪৯। বিবেক-শূন্যতা ৪৩
৫০। শরৎ-কাল ৪৪
৫১। শারদ তরঙ্গিণী ৪৫
৫২। প্রণয়-কানন ৪৭
৫৩। যৌবন অনিত্য ৪৮
৫৪। বৃথা কাল ক্ষেপণ জন্য খেদ ... ৪৯
৫৫। প্রণয়ের অস্থায়িত্ব ৫০
৫৬। জানিয়াও কেহ কিছু করে না ... ৫১
৫৭। জীবের প্রতি উপদেশ ৫১
৫৮। প্রকৃত সুখী ৫৩
৫৯। বৃদ্ধের প্রতি ৫৫
৬০। ঈশ্বরই আমার এক মাত্র লক্ষ্য ... ৫৬
৬১। মুমূর্ষু রাজার প্রতি ৫৭
৬২। মানব-দেহের নশ্বরতা ... ৬০

৬৩। প্রেম-বিরহ ৬১
৬৪। অর্থ ৬২
৬৫। ঈশ্বরের নিকট নিবেদন ৬৮
৬৬। শরীর-পঞ্জর-দুঃখ ৬৯
৬৭। মৃত্যুর প্রতি ধার্ম্মিকের উক্তি ... ৭০
৬৮। মনের প্রতি ৭১
৬৯। ঈশ্বর বিরহ ৭৬
৭০। প্রকৃত সুখ ৭৭
৭১। বসন্তকাল ৭৮
৭২। বন্ধু বিয়োগে প্রণয়ীর বিলাপ ... ৭৯
৭৩। উৎপত্তিস্থল মহত্ত্বের কারণ নয় ... ৮১
৭৪। নিদাঘ-নিশীথ ভ্রমণ ৮১
৭৫। উপদেশ ৮৭
৭৬। দুঃখ বিনা সুখ হয় না ... ৮৮
৭৭। কাল ৮৯
৭৮। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে উপদেশ ... ৯১
৭৯। বিশ্বের-শিল্প চাতুরী ৯৩
৮০। প্রেম ৯৬
৮১। ধন ও সন্তোষ... ... ... ৯৭
৮২। যুবকের প্রতি ৯৯
৮৩। ঈশ্বরের করুণা ১০১
৮৪। আকাশ ১০৩

৮৫। বায়ু ১০৪
৮৬। অস্থিরতা ১০৫
৮৭। ধার্ম্মিক ও পাপী ১০৫
৮৮। ঈশ্বর প্রেমিক ১০৭
৮৯। ্ত বিষয় কার্য্যে পরিণত কর ... ১০৭
৯০। বৃথা বস্তু ১০৮
৯১। প্রশ্নচ্ছলে উপদেশ ১০৮
৯২। ঈশ্বরের মূর্ত্তি ১০৯
৯৩। স্তোত্র ১০৯
৯৪। কীর্ত্তন ১১১
৯৫। লক্ষ্মী ও বাগ্‌দেবী ১১১
৯৬। উষা ১১৯
৯৭। রহস্য ১১৯
৯৮। নিদ্রা ১২০
৯৯। অধীনতা ১২৩
১০০। মানুষের পরিণাম ১২৬
১০১। রোগ-প্রতিকার ১২৯
১০২। সাধু ও নীচ ১৩০
১০৩। মানাপমান ১৩০
১০৪। অপব্যয়ের ফল ১৩০
১০৫। কুসঙ্গ ১৩১
১০৬। প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন ... ১৩১

১০৭। বাগ্মিতা ও রসনা-শাসন ১৪২
১০৮। চিন্তা করিয়া কথা বলা উচিত ... ১৪২
১০৯। নূতন সংসার প্রবিষ্টের প্রতি... ... ১৪২
১১০। নির্দ্দোষীর নির্ভয়তা ১১১
১১১। বৈকালিক ঝড় ১৪৩
১১২। ভিক্ষা ১৪৯
১১৩। উপদেশকের কদাচার দেখিতে নাই ... ১৪৯
১১৪। চিরসুখী নাই ১৫০
১১৫। আত্মশ্লাঘা ১৫১
১১৬। বাগাড়ম্বর ১৫১
১১৭। বাহ্যবেশ ১৫২
১১৮। আত্ম-দর্শ ১৫২
১১৯। অবশী বিদ্বান ১৫৩
১২০। নিরর্থক জীবন নাশ ১৫৩
১২১। সময় বিহঙ্গ ১৫৩
১২২। ইষ্ট চিন্তার ব্যাঘাত ১৫৪
১২৩। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল ১৫৪
১২৪। নিন্দক ১৫৫
১২৫। নির্জ্জনবাসী মুনি ১৫৫
১২৬। আত্ম ক্ষমতা চিন্তা ১৫৫
১২৭। নির্জ্জন ১৫৬
১২৮। ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ... ১৫৮

১২৯। শান্তি ১৫৮
১৩০। ঈশ্বর ভুলিবার বস্তু নহেন ... ১৫৯
১৩১। ঈশ্বরের মাতৃ-স্নেহ ১৫৯
১৩২। ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা ... ১৬০
১৩৩। দিবাকর ১৬০

অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	৭	দেখা	খেলা
৩০	১৩	তুমি	তুমি
৩১	৬	কোখায়	কোথায়
৩৮	১৩	মহত্ত	মহত্ত্ব
৪১	২০	দ্বার	দ্বারী
৪৫	৯	জীবিতেস্বরে	জীবিতেশ্বরে
৪৫	১৮	শারদাগমনে	শরদাগমনে
৪৬	১৩	মহাধ	মহাধ্বনি
৫৭	১৬	ভোমার	তোমার
৭০	১৩	তাহাদেয়	তাহাদের
১০৩	১২	লোহির	লোহিত
১০৪	৬	কভূ	কভু
১০৬	১৮	হৃদয়	হৃদয়
১১১	১৭	লক্ষ্মী	লক্ষ্মি
১২৭	৪	বারিধী	বারিধি
১৩৬	৬	দিন	দিন এখন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সদ্ভাব শতক।

দুরাশা।

নেত্র নাই, বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন !
কর্ণ নাই, চাই শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন !
নাসা নাই, আশা করি সুবাস গ্রহণে !
রসনা-বিহীন, সুধা বাসনা রসনে !
কর নাই, করীর বন্ধনে আকিঞ্চন !
অচল-লঙ্ঘনোৎসুক বিকল চরণ !
আতর সঞ্চিত নাই, বঞ্চিত সাঁতারে,
মানসে মনন যেতে পয়োনিধি পারে !
চরিত্র পবিত্র নয় পাপে রত মন,
বাসনা সকলে বলে ধার্ম্মিক সুজন !
অমূল্য কবিত্ব-রত্ন-বিহীন মানস,
অভিলাষ করিবারে ক্রয় কবি-যশ !
প্রেম নাই, প্রিয়লাভ আশা করি মনে !
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব ভবনে ?

—

উদ্বোধন।

প্রকাশে প্রকাশে যাঁর শশী বিভাকর ;
যাঁহার মহিমা-মঞ্চ নক্ষত্র-নিকর ;
ভীষণ বিশাল জলনিধি সর্ব্বক্ষণ,
যাঁহার গভীরভাব করে বিঘোষণ ;
শিখীর সুচিত্র পুচ্ছ, ফুল্ল পুষ্পচয়,
যাঁর শিল্প কৌশলের দেয় পরিচয় ;
সফল ভূরুহ দল শির করি নত,
যাঁর পদে প্রণিপাত করে অবিরত ;
অনুক্ষণ সমীরণ ভ্রমিয়া ভুবন,
যাঁহার সৌরভে করে মানস রঞ্জন ;
সে অমূল্য নিত্য নিধি লাভের কারণ,
প্রভূত অনিত্য ধন করি বিসর্জ্জন ;
কতশত মহাজন আকুল অন্তরে,
প্রেমভরে অহর্নিশ বনে বনেঃচরে।
আয় মন! চল যাই তাঁহাদের সনে,
অন্বেষণ করি সদা সে দুর্ল্লভ ধনে।
ত্যজিয়া অনিত্য প্রেম প্রেমে মজ তাঁর,
বনে বনে তাঁর তরে ভ্রম অনিবার।
রে ভ্রান্ত হাফেজ! বল কি কাজ কাননে?
ঘরে পায় প্রিয় দেখা প্রেমিক যে জনে।

মোহ।

যে দিলে করুণা করি যুগল নয়ন,
উচিত কি নয় তাঁর রূপ দরশন ?
যে দিলে করুণা করি রসনা ললিত,
কেন রে না গাও তাঁর মহিমার গীত ?
যে তোমায় প্রেম ক'রে দিলে প্রেমহেম,
উচিত কি নয় অরে তাঁরে করা প্রেম ?
যাদের ক্ষণিক প্রেম ক্ষণপ্রভা প্রায়,
তাদের প্রণয়-পঙ্কে লিপ্ত কর কায়।
যাঁহার সহিত নাই বিচ্ছেদ কখন,
মাখিলে না অঙ্গে তাঁর প্রণয়-চন্দন ?
ওরে রে হাফেজ ! কেন বিমুগ্ধ এমন ?
রতনের লোভে হও কূপেতে মগন !

প্রভাত কালে মনুষ্যের প্রতি উপদেশ।

তামসী হইল শেষ দিনেশ উদয়,
পরমেশ-গুণ গায় বিহঙ্গ নিচয়।
সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ ছলে,
মহেশ মহিমা ব্যক্ত করে মহীতলে।
শেফালিকা আদি কত পুষ্প তরুগণে,
সুখে দেয় পুষ্পাঞ্জলি বিভুর চরণে।

অনিল-দোদুল্যমান বিটপী নিকরে,
স্মরে সে পরমেশ্বরে শর্ শর্ স্বরে।
ঝর্ ঝর্ করিতেছে প্রেমাশ্রু পতন,
ভ্রমে ভাবে তুহিনের পাত নরগণ।
ত্রিলোক পুলকে করে লোকেশ-কীর্ত্তন,
তুমি কেন র'লে মন ঘুমে অচেতন?
উঠরে উঠরে মূঢ়! ধররে বচন,
স্মরণ কররে জেনে প্রাণেশ চরণ।
যাঁহার করুণা বলে পুলকিত মনে,
নির্ব্বিঘ্নে যাপিলে নিশি সুখদ শয়নে,
উচিত কি নয় জেগে তাঁর স্তুতি করা?
উষার সংবেশ কি রে এত মধুভরা?
এ উষা ত চিরকাল নাহি রবে মন!
তামসীতে আর কেবা করিবে রক্ষণ?
তাই বলি বার বার, ওরে মূঢ় মন!
সুখের প্রভাতে কর বিভুর স্মরণ।

——

কাল-শমন।

বটে বটে এ সংসার সুখের ভবন,
যখন যা হেরি তাহা নয়ন-রঞ্জন;
বটে বটে চারুরূপ শশধর ধরে,
নরমনঃ-কুমুদিনী ফুল্ল করে করে;

বটে বটে কমনীয় কুসুম নিচয়,
নয়নে হেরিলে মন বিমোহিত হয় ;
বটে বটে তনয়ের সুধাংশু বদন,
জনকের মনে করে সুধা বরষণ ;
বটে বটে প্রিয়তমা প্রেয়সীর স্বর,
শ্রবণে শ্রবণে হয় প্রফুল্ল অন্তর ;
হয় কি তাহাতে সুখ তাহার অন্তরে:
যে শুনে কালের ডাক "উঠরে উঠরে" ?

মনের প্রতি উপদেশ।

চল চল ওরে মন ! দ্রুত আয় আয়,
দিন যায় এল নিশা কি হবে উপায় ?
এসেছ দেখিতে মেলা দেখা হলো শেষ,
চল না চল না এবে আপনার দেশ ?
যা হয় কিনিতে মন ! এখনই কেন,
বিচেতন হয়ে খেলা দেখিতেছ কেন ?
হল না কিছুই কেনা যা কিনিতে এলে,
কি হবে খেলনা নিয়ে মিছে খেলা খেলে ?
এ খেলার শেষ নাই ওরে মূঢ় মন।
ভবের মেলায় এসে ভুলিলে গমন ?

ছিল যারা সাথী দেখ অই যায় তারা,
একাকী কাঁদিবে শেষে হ'য়ে পথহারা!
অতএব উঠ মন! চল নিজ দেশ,
ছাড়হ মায়ার খেলা, লহ উপদেশ।

অনিত্যতা।

হাসিতে খেলিতে যারে দেখিয়াছি কা'ল,
আজি দেখি কেশে তার ধরিয়াছে কাল।
কল্য যে বধেছে রণে অরাতিনিকর,
আজ দেখি তার হিমময় কলেবর!
কল্য যে ভূষিত ছিল রতন ভূষণে,
আজ দেখি তার দেহ লুণ্ঠিত ভূ-সনে।
কল্য ছিল নেত্র যার প্রেমাশ্রু পূর্ণিত,
আজ দেখি নেত্র তার শোকাশ্রু গলিত।
কল্য যে প্রেমিক ছিল সুখ সংমিলনে,
আজ দেখি দহে সেই বিরহ দহনে।
তাই বলি রে হাফেজ শুনহ বচন,
অনিত্য প্রেমেতে মুগ্ধ হ'ও না কখন।
নিত্য নিরাময় যিনি জগৎকারণ,
জনম যাঁহার নাই নাহিক মরণ;

সেই প্রেমাস্পদে প্রেম করহ স্থাপন,
হবে না হবে না আর বিরহ কখন।

প্রেম।

প্রেমিকের সুখ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রবণে
প্রেমাশ প্রবলা হয় অনেকের মনে,
কিন্তু তারা দুঃখ যদি ভাবে একক্ষণ,
তবে কি প্রেমার্থ কারো মত্ত হয় মন ?
ওরে প্রেমাকাঙ্ক্ষি-নব-যুবক সকল !
প্রেম প্রেম করে এত হ'ও না চঞ্চল।
বটে বটে বটে প্রেম সুখ-সুধাময়,
অনেকের ভাগ্যে কিন্তু বিষময় হয়।
আগে আত্ম-পরীক্ষা করহ সাবধানে,
পরেতে প্রবৃত্ত হও প্রেমসুরা পানে।
লভিতে ফণীর মণি যদি থাকে মন,
ভাব, সহ্য হবে কি না তাহার দংশন।

রজনী।

যে কালে রজনী, নিদ্রা স্বজনীর সনে
আবির্ভূতা হয় আসি অবনী ভবনে ;

যে কালে সুমন্দগতি করিয়া ধারণ
জুড়ায় জগৎ প্রাণ জগৎ-জীবন ;
যে কালেতে সীমাশূন্য আকাশমণ্ডল
অসংখ্য তারকাজালে হয় সমুজ্জ্বল ;
যে কালে বিরল, ক্ষুদ্র, জলধর দলে
অনতিবেগেতে ধায় গগন-মণ্ডলে ;
যে কালে যামিনীনাথ সুধাময় করে
ধরণীর তপ্ততনু সুশীতল করে ;
যে কালে নিরখি স্বীয় প্রিয় প্রাণেশ্বরে
কুমুদিনী প্রফুল্লিত হয় সরোবরে ;
যে কালে অমৃতপায়ী চকোর নিকরে
সুধা পিয়ে প্রিয়-গুণ গায় কলস্বরে ;
যে কালে রজনী পরি চন্দ্রিকা-বসন
স্বকান্তের সনে করে প্রিয় সম্ভাষণ ;
যে কালে প্রকৃতি করি ধীরতা ধারণ
ভাবুকের ভাবপুঞ্জ করে উদ্দীপন ;
যে কালে কোবিদকুল কল্পনার সনে
রত হয় নব নব সদ্ভাব চিন্তনে ;
ধিক্ ধিক্ বৃথা তার মানব জনন
এ কালে অলীকামোদে মত্ত যার মন !
ভবের ভবের ভাবে ভাবুক যে নয়,
নিদ্রায় বিমুগ্ধ সেই রহে এ সময়।

এ সময় ভক্তি-রস-প্রবণ-অন্তরে,
ধন্য সে, যে স্মরে সুখে অখিল-ঈশ্বরে।
বিবেক-আসনে হয়ে সমাসীন মন!
এ সময় স্মর না সে সংসার-শরণ?

——

কমল ও অলি।

একদা প্রভাতে, ভানুর প্রভাতে,
ফুটিলে কমল কলি।
এসে তার স্থানে, কি ভেবে কে জানে,
ধমকে কহিল অলি॥

শুন হে কমল! কেন বল বল,
এত অভিমান মনে?
দেখ কত শত, আছে তব মত,
বিকসি কুসুম বনে॥

শুনিয়া কমল, হেসে ঢল ঢল,
কি বল কি বল বলে।
করি অভিমান, হেরি তাই প্রাণ!
দহ মন বাক্যানলে?

এ তিন ভুবনে, কবে কোন্ জনে,
প্রিয়জনে কটু কয়।

প্রিয় বুকে প্রাণ! হানে বাক্যবান.
প্রেমিকের ধর্ম্ম নয়॥
যার সুখ মধু, প্রিয় প্রাণ-বঁধু,
প্রিয় প্রিয় বল যায়।
বৃথা রাগে ফুলে, প্রেম ধর্ম্ম ভুলে,
অপ্রিয় ব'ল না তায়।

ঈশ্বর-প্রেম।

যদ্যপি যতন, করে শত জন,
জীবন হরিতে ছলে।
তুমি সখা যার, বল হে তাহার,
কি ভয় জগতী তলে?
তব প্রেম-সুধা, পিয়ে ক্ষোভ ক্ষুধা,
যে জন হরিতে পারে।
বল প্রিয়! বল, জঠর অনল,
কি দুখ দিবে তাহারে॥
তব প্রেম ধনে, ধনী যে অধনে,
কে দীন তাহারে বলে?
প্রমত্ত সে নয়, প্রমত্ত যে হয়,
তব প্রেম-সুরা বলে॥

প্রণয়ের তানে, প্রেমগুণ গানে,
মানস মোহিত যার।
কোকিল নিস্বন, অখিল-গুঞ্জন,
হয় কি রঞ্জন তার ?

প্রেম কুতুহলে, তব প্রেম জলে,
যে জন দিয়েছে ঝাঁপ।
কহ প্রেমাধার ! কি করিবে তারঁ,
বিরহ তপন তাপ ?

যৌবন।

সকলেই কয়, অতি সুখময়,
সুখের যৌবনকাল।
হায় ! এ যৌবন, হইবে পতন,
রহিবে কি চিরকাল ?

জীবন কমল, করে টল টল,
চারু দেহ সরোবরে।
কি বিশ্বাস তায়, নিয়ত শুকায়,
কালরূপ রবি করে॥

স্নেহের আধার, প্রাণের কুমার,
প্রেমের প্রতিমা জায়া।

তাহাদের সহ, হইবে বিরহ,
যখন ত্যজিব কায়া॥
তাই বলি মন! নাই প্রয়োজন,
জীবন যৌবন মদে।
বিবেকের তরি, আরোহণ করি,
ভাস বিভু প্রেম-নদে॥

ঈশ্বরান্বেষণ।

শুন হে অনিল! বচন ধর,
সখার সমীপে গমন কর।
বহিয়া আনহ সৌরভ তাঁর,
তোষহ মানস নাসিকা দ্বার।
এই আশালতা রোপেছি মনে,
মিলন হইবে তাঁহার সনে।
সুফল ফলিবে কভু কি তায়?
অনিল যাইয়া সুধাও তায়।
রে হাফেজ! কেন এমত ভ্রান্ত?
পাঠাও তোমার আশুগ স্বান্ত,
সে যাইতে দ্রুত পারিবে যত,
বায়ু কি যাইতে পারিবে তত?

ঈশ্বর-যোগ-লিপ্সা।

সখা হে! তোমার মিলন-আশে
রয়েছে জীবন এ দেহ-বাসে।
বায়ুযোগে যদি তোমার ঘ্রাণ
প্রতিক্ষণ লাভ না হত প্রাণ!
তা হলে তোমার বিরহানলে,
এত দিন তনু যাইত জ্বলে;
বিরহে হৃদয় বিদীর্ণ হত,
বাতাহত-ছিন্ন কুসুম মত।
যদি তুমি দণ্ড প্রহার, প্রিয়!
পর পুষ্পাঘাত হতে তা প্রিয়।
তব দত্ত বিষ বিষ কে কহে?
পর দত্ত সুধা তুলনা নহে।
যদি কর শিরে আঘাত অসি,
পিছু না হটিব রহিব বসি।
তব হেতু যদি মরণ হয়,
বেঁচে উঠা, সেত মরণ নয়!
তব তরে আমি সহি যে দুখ,
দুখ নয়, এ ত বিমল সুখ!
হাফেজ এ দুখ সুখ না ভাবে,
আশা মনে, সুখ সময়ে পাবে।

বামাবদন।

একদা সুখদা এক প্রমদা বদন,
দরশন করি মম ঝরিল নয়ন।
হেসে কয় সে রূপসী সবিস্ময় মন,—
"এ কি দেখি মহাশয়! কহ এ কেমন?
বিষয়-বিরাগী তুমি ভুবনে প্রচার,
কি হেতু জন্মিল তব মানস-বিকার?
সামান্যা ললনারূপ করি বিলোকন,
উচিত না হয় তব অশ্রু বরষণ।"
হেসে কহিলাম "বালে! করহ শ্রবণ,
নেত্র ঝরে তব হেতু ভেবনা এমন।
যে শিল্পী রচিল অই সুধাংশু বদন,
তাঁহার স্মরণে ঝরে নয়নে জীবন।"

পবিত্র প্রেম।

প্রেম প্রেম ক'রে কেন ব্যাকুলিত মন?
জাননা যে প্রেম করা কঠিন কেমন?
হিমালয় শৃঙ্গে চড়া দুরূহ যেমন,
প্রেমপুরে পশা মন! কঠিন তেমন।
বটে বটে প্রেমপুর সুখের আলয়,

সকলের পক্ষে তাহা সুগম ত নয়।
পরম পবিত্র প্রেমপুরে প্রবেশিতে,
কত যে কণ্টক তাহা কে পারে কহিতে ?
সর্ব্বত্র স্থাপিত সেই প্রেমের আগার,
সকলের চক্ষু নাহি হেরে তার দ্বার।
রঞ্জিত বিবেকাঞ্জনে যাহার নয়ন,
সেই পায় সে পুরের দ্বার দরশন।
একাগ্রতা পাথেয় সঞ্চিত আছে যার,
গেলে সে যাইতে পারে প্রেমের আগার।
হাফেজ ! তোমার নাই সে সম্বল বল,
তবে প্রেমপুরে যেতে কি হেতু চঞ্চল ?

প্রকৃত বন্ধু ঈশ্বর।

ফুটেছে সরসী-নীরে কমল নিকর,
দেখিতে সে শোভা অহো কিবা মনোহর !
গুন্ গুন্ গুন্ রবে কত মধুকরে
মুঞ্জে মুঞ্জে গুঞ্জে গুঞ্জে মধু পান করে,
মুগ্ধ মন মধুপানে তাদের এমন,
বিষয়-সম্ভোগে মত্ত বিষয়ী যেমন।
কিন্তু হায় ! যবে শুষ্ক হবে কুঞ্জবন ?
আসিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন ?

আশাতে বঞ্চিত হলে আসিবে না আর,
করিবেনা আর সুখে মধুর ঝঙ্কার
সময়ে সাধিতে সাধ সবে বন্ধু হয়,
অসময়ে হায় হায়! কেহ কিছু নয়।
হাজেফের প্রিয় যেই অভিন্ন-হৃদয়,
সে করে সমান প্রেম সকল সময়।

সকল একরূপ নয়।

সকল কুসুমে নাই গন্ধ মনোহর,
সকল শুক্তিতে নাই মুক্তা চারুতর,
ফলে না সকল বৃক্ষে সুমধুর ফল,
সকল সরসী জলে ফুটে না কমল,
সকল নিশিতে শশী না হয় প্রকাশ,
সকল প্রসূনে অলি না করে বিলাস,
সকল সরসী-নীর সুবিমল নহে,
সর্ব্বস্থানে স্বর্ণখনি কখন না রহে;
করে না সকল নর প্রিয় অন্বেষণ;
প্রেমাম্বুতে মগ্ন নয় সকলের মন।

প্রার্থনা।

জীবিতেশ! মম দুখ কবে হবে শেষ?
করুণা করিয়া নাথ! কহ সবিশেষ।
আগত বিরহ, গত মিলন সময়,
আবার কি বিনিময় হবে প্রেমময়?
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদের আসার আশায়
জীবনের দেখা বুঝি শেষ হয়ে যায়।
কি করি কাহারে বলি মনের বেদন,
কে আছে মিলন সহ করে সংমিলন।
বিরহ-বারিধি-নীরে জীবনের তরি
ডুবিল ডুবিল আহা! প্রাণে মরি মরি।
কেঁদোনা হাফেজ, বল কি ফল রোদনে?
কমল কোথায় আছে কণ্টক বিহনে।

অনুতাপ।

শ্বেত হল শ্যাম কেশ, নিশ্বাস হতেছে শেষ
সুচির-মানস-সাধ, অদ্যাপি না পূরিল;
যতনে দুরাশা ভরে, ডুবিলাম রত্নাকরে,
যাতনা হইল সার, রতন না মিলিল!
সুবিমল হব ব'লে, পশিলাম প্রেম জলে,
অনিত্য প্রণয়-পঙ্কে গায় মলা পড়িল!

বিরহের হ্রদে পড়ি, প্রাণভয়ে কেঁপে মরি,
কৃপা করি করে কর, প্রিয় নাহি ধরিল!
আয়ু দিবা হ'ল গত, কাল নিশি সমাগত,
হৃদাকাশে বোধ-বিধু, সমুদিত নহিল!
প্রিয় প্রাণ যায় যায়, বুঝিতে না পারি হায়,
কি ছিলেম কি হলেম, মনে দেখ রহিল!

পৃথিবীতে সুখী ও সুজন অতি বিরল।

ভবক্ষেত্রে কোন দিনে, শ্রমজ যাতনা বিনে,
সুখের সুরস ফল, কেহ কবে পায়নি!
এসে এই অবনীতে, বিষয়ের বিপণিতে
অর্থ ছাড়া তত্ত্ব-সুধা, কেহ কভু চায়নি!
কোথা সে, যে এ বিপিনে, প্রিয়-পরমায়ু দিনে,
অসুখ-ভাস্কর-করে, তপ্ততনু হয়নি!
এমন সৌভাগ্য কার, দেহ করি অধিকার,
অলীক কলঙ্কভার, একবার বয়নি!
রসনা ধারণ করি, বিভু-গুণ পরিহরি,
কোথা সে, যে পরবাদ কখনই গায়নি!
সতত সন্দিগ্ধ হই, এমন সুজন কই,
ভীষণ কলুষ পথে যে কখন ধায়নি!

আসিয়া জগতী তলে, মোহিয়া মহীর ছলে,
মায়ার শৃঙ্খল গলে, স্বকরে কে পরেনি!
করিলাম অন্বেষণ, না পেলেম হেন জন,
যে জন জীবনধন, বৃথা ব্যয় করেনি!

প্রেমাকাঙ্ক্ষী।

পরিতৃপ্ত কর নাথ! প্রেমিকের মন,
নতুবা প্রণয়-ধন করহ গোপন।
বিরহীর দুঃখ হর প্রিয় দিয়ে তারে,
নতুবা প্রেমের খেলা রেখ না সংসারে।
মধুপ-মানস পূর্ণ কর দয়াময়!
নতুবা জগতে যেন কুসুম না রয়।
পতিতে উদ্ধার কর করিয়া ধারণ,
নতুবা ছাড়হ নাম পতিত-পাবন।

আনত্যতা।

গিরি প্রস্রবন পারে পাষাণ উপরে,
লিখেছিল এই নীতিবাক্য কোননরে—

"কত শত শত পান্থ তৃষ্ণাকুল মনে
এসেছিল এই স্থানে সলিল কারণে ;
এখন তাদের চিহ্ন কিছু নাহি আর ;
আমি গেলে চিহ্ন কিছু রবে না আমার।"

পরলোক।

যে দেশ বিদ্বেষ রাগ অহঙ্কার হীন,
যে দেশ বিমল সুখে পূর্ণ চিরদিন,
যে দেশ মায়ার জালে আচ্ছাদিত নয়,
যে দেশে করাল কালে নাহি কিছু ভয়,
যে দেশে বিষয়-ভানু শরীর দহে না,
যে দেশে করিলে বাস বাসনা রহে না,
যে দেশে বিরাজে তব প্রাণপ্রিয় জন,
সে দেশে হাফেজ! কবে করিবে গমন?

ভূপ ও ভিক্ষুক।

সত্য সত্য সত্য বটে ওহে নৃপবর!
তোমায় আমায় আছে অনেক অন্তর।
স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কেতে তোমার শয়ন,
আমি করি বৃক্ষমূলে যামিনী যাপন।

তোমার অরুচি হয় দধি দুগ্ধ সরে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি আমি মুষ্টিভিক্ষা তরে।
পরিধান কর তুমি বিচিত্র বসন,
আমি করি তরুত্বকে তনু আচ্ছাদন।
যখন নয়ন দুটি মুদিব, মুদিবে,
সে সময় এ বিভিন্ন কিছু না রহিবে।
করে যদি এক ঠাঁই উভয়ের দেহ,
কে ছিল দরিদ্র, ভূপ, চিনিবে না কেহ।

— —

নিত্য সুখ কোথায় ?

স্থির সুখ নহে কিছু সাম্রাজ্য প্রলাভে,
স্থির সুখ নহে কিছু ভামিনীর ভাবে,
স্থির সুখ নহে কিছু বিষয় বিভবে,
স্থির সুখ নহে কিছু কুলের গৌরবে,
স্থির সুখ নহে কিছু হর্ম্ম্য নিকেতনে,
স্থির সুখ নহে কিছু বিপিন বিজনে,
স্থির সুখ নহে কিছু রাজানুকম্পায়,
স্থির সুখ নহে কিছু এই বসুধায় ;
স্থির সুখ একমাত্র প্রেমিকের মনে,
আর আছে প্রাণেশের নিত্য নিকেতনে।

———

মত্তত।।

জাল পেতে বংশীরব করে মৃগাবিৎ,
টলিল কুরঙ্গ চিত হইল চকিত।
ছুটিল প্রমত্ত প্রায় লক্ষ্য করি স্বর,
ফুটিল হৃদয়ে শর বাগুড়া ভিতর ;
ঝলকে ঝলকে উঠে শোণিত বদনে,
নয়ন উলটি প্রাণ ত্যজে সেই ক্ষণে।
রে হাফেজ! মত্ত হ'য়ে কোথা যাও ধেয়ে ?
মত্ততায় কি ঘটায় দেখ দেখি চেয়ে।

বিচ্ছেদ ও সম্মিলন পরস্পর অনুগামী।

ক্রমে ক্রমে গত দিবা আগত তামসী,
কি হেতু উদিত নয় নিশানাথ শশী ?
বিধুর বদন-বিধু অনবলোকনে
বিধুর চকোর চায় চঞ্চল নয়নে ;
সরসী সদন হ'তে কুমুদ নিকরে
প্রতিক্ষণ প্রিয় আশা প্রতীক্ষণ করে ;
রজনী না হেরি স্বীয় প্রিয় আগমন,
পরিয়াছে শোক-চিহ্ন তিমির-বসন।
কোথায় চকোর-প্রিয়! কর দান কর,
প্রেমাধীন চকোরের সুধা-ক্ষুধা হর ;

কর করে কুমুদে করিয়া আলিঙ্গন
প্রফুল্লিত কর তার বিষণ্ণ বদন ;
আরোহিয়া যামিনীর হৃদয়-আসন
রজনী-রঞ্জন! কর রজনী রঞ্জন।
হাফেজ! কি হেতু এত বিকল হৃদয় ;
সকল নিশিতে শশী উদিত কি হয়?

সুরূপাভিমানীর প্রতি।

একদা শ্মশান মাঝে করিতে ভ্রমণ
করিলাম এক শব-শির বিলোকন ;
গলিত হয়েছে মাংস কিছু নাহি আর,
রয়েছে পতিত হয়ে অস্থি মাত্র সার।
তার অভ্যন্তরে বায়ু করিয়া প্রবেশ
সর্ সর্ স্বরে দেয় এই উপদেশ—
"হে সুরূপ-অভিমানী মানব সকল!
একবার চেয়ে দেখ এ মুখমণ্ডল ;
কোথা সে ললিত নেত্র বিলাস ঘূর্ণিত!
কোথায় তারকা সেই কটাক্ষ-পূর্ণিত!
কোথায় কোমল গণ্ড গোলাপ-গঞ্জিত!
কোথায় আরক্তাধর বিম্ব-বিনিন্দিত!
কোথায় সে মুক্তারাজী সদৃশ দশন!
সমুদয় করিয়াছে কৃতান্ত চর্ব্বণ!

অস্থিময় অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহা !
আর কিছুকাল পরে মাটী হবে তাহা !"
তাই বলি এ সকল করিয়া চিন্তন,
স্বরূপের অভিমান দেও বিসর্জ্জন।

পৃথিবী—পুষ্পবন।

এ ভব ভবন কুসুমবন,
কুসুম স্বরূপ মনুজগণ ;
পরমায়ু-বৃক্ষে পরম সুখে
হেলিছে দুলিছে প্রফুল্ল মুখে ;
হ'লে মৃত্যুরূপ হেমন্তাগত
মলিন হইবে কুসুম যত ;
আবার নূতন শোভিবে বন
এই ত ভবের স্বভাব মন !

ঈশ্বর-স্পৃহা।

যাঁর দরশন প্রলোভ তরে
আশুগ পবন ভুবনে চরে,
বিধু বিভাকর গগনোপরে
যাঁহার কারণ ভ্রমণ করে,

উচু করি শির বিটপিচয়
দেখিতে যাঁহারে নিয়ত রয়,
যাঁর দরশন পাইবে ব'লে
নদ-নদী স্রোত সুখর চলে,
হাজেফ তাঁহারে দেখিতে চায়।
কোথা গেলে তাঁরে পাইব হায়!
সুখময় সখে! তোমার সঙ্গ,
স্মরণ করিয়া শিহরে অঙ্গ।
যে সময় হও হৃদে উদয়,
মরি সে সময় কি সুখ হয়!
কিন্তু যবে তব বিরহরোগ,
দেহ-গেহ মাঝে করে হে ভোগ,
সে সময়ে এই বিনোদ ভব
দুখে পরিপূর্ণ নেহারি ভব!
কিছুতেই সুখ না হয় মনে,
দহে দেহ দুখ-দাব-দহনে।
এ সময়ে হ'য়ে বিরহে ভ্রান্ত
কত মন্দ তোমা বলি হে কান্ত!
মূঢ় মন চাহে কেবল সুখ,
সহিতে বিমুখ বিরহ দুখ।

বিমুগ্ধের প্রতি।

অল্পে অল্পে নিরন্তরে কাল-বিভাকর করে
দ্রব হয় জীবন-তুষার ;
যবে জ্ঞান-নেত্রে চাই, তখনি দেখিতে পাই,
অবশেষে অল্প আছে আর।

মরণ নিকট অতি, তথাপি রে মূঢ়মতি,
মোহ ঘুমে রলি অচেতন ;
জাগ জাগ একবার, কি হেতু বিলম্ব আর,
গম্যস্থানে করহ গমন।

রঞ্জিত প্রভাতরাগ, তামসীর শেষভাগ,
পান্থজন-গমন সময়,
ঘুমে রয় যে তখন, গম্যস্থানে সে কখন
সময়ে উত্তীর্ণ নাহি হয়।

আয়ু-নিশি প্রায় ভোর, গমন সময় তোর,
নিদ্রা ত্যজি উঠ পান্থ মন !
এবে না শুনিলে ভাষ, সে নিত্য-সুখদ-বাস
যাইতে না পারিবে কখন।

সুখী দুঃখীর দুঃখ বুঝে না।

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

যতদিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম;
ঈষৎ হাসিবে শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।

গর্ব্বিত রাজার প্রতি।

ভো রাজন্! গর্ব্ব পরিহর;
স্মর স্মর পূর্ব্ব ভূপগণ কাহিনী।
তব রূপ নরেশ কত
শাসিত সাগরাম্বরা ধরা;
সম্পদ-মদ-মত্ততায়,
ভাবিত তৃণ তুল্য অখিল বিশ্বপুর;
সে সব ভূপ কোথায়?
কই বা সে পদ-মদ-মত্ততা?
সে ক্রোধ-রাগ-রঞ্জিত-

লোচন; যাহা বর্ষিত অগ্নিকণা
দীন অধীন জনপ্রতি;
সে আর্ত্তনাদ শ্রবণ-বধিরা
শ্রুতি; সে কর্কশভাষিণী
কোমল রসনা; পর পীড়নোদ্যত
সে করযুগল কোথা হে?
মৃত্তিকায় ইদানীং পরিণত।
কোন-চিহ্ন-যথা সলিলে
লুপ্ত-মেঘ-বিম্ব-নাহি ভবমণ্ডলে।
এই যে মম পদ-রেণু,
ছিল ভূপ-শির অংশ একদিন।
ধন জন যৌবন সম্পদ
রাজ্য প্রভুত্ব জীবন বিম্ব সম।
এ অনিত্য ভবমণ্ডলে,
কিছু নিত্য নহে কিছু নিত্য নহে।
অন্য কর-পল্লব হইতে
তব করযুগলাগত, এরাজ্য; পুনঃ
কিছুকাল পরে নিশ্চয়
হবে অন্যদীয় হস্তগামী।

পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের আক্ষেপ।

নয়নরঞ্জন চারুতর,
এই যে কনকময় শোভন পিঞ্জর,
দেখিতে সুখধাম বটে,
শমন ভবনোপম মম নিকটে!
রজত কনকপাত্র স্থিত,
এই যে সুস্বাদু ফল-নিকর ললিত,
অমৃত পূরিত ভাবে পরে,
তীব্র গরল বোধ মম অন্তরে!
ধন্য স্বাধীন দ্বিজ!
কি সুখমধু পূর্ণ তব চিত্ত সরসিজ!
সুখময় তব তরুকোটর!
সুধাময় তব তিক্ত ফলনিকর!
হায়! সেদিন কি পাব?
সদা আনন্দে উড়িয়া বেড়াব!
সুখে তরু বিটপে বসিব!
পঞ্চম তানে ললিত গাইব!
ভো মঞ্জু কুঞ্জ কানন!
তব সুখময়ী মূরতি করি দরশন,
কবে নয়ন জুড়াইবে!
কবে শৃঙ্খলবন্ধন ঘুচিবে!

আত্ম প্রতি দৃষ্টি।

একদিন ভ্রমণের ছলে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম নির্ঝরের তীরে।
মনোহর সে নির্ঝর নিরমল জল,
নিরন্তর ঝরিতেছে করি কল কল।
ভেসে যায় স্রোতে কত তৃণ অনিবার,
এই দেখি এই আছে এই নাই আর।
অনুক্ষণ কুল কুল ধ্বনি শুনা যায়,
যেন সেই তৃণদলে কহিছে আমায়—
"আমাদের গতি তুমি কি কর ঈক্ষণ?
ক্ষণেক স্বকীয় গতি ভাবনা সুজন!
ভাসি এ নির্ঝর-নীরে আমরা যেমন,
সময়ের স্রোতে তুমি ভাসিছ তেমন।
কোথা ছিলে কোথা এলে দেখহ ভাবিয়া,
এখনো সুস্থির নও যেতেছ ভাসিয়া।
প্রথমে বালক ছিলে সুকুমার অতি,
এখন তরুণ বেশ মোহন মূরতি;
কালে হবে কাল কেশ তুষার বরণ,
গলিত হইবে চর্ম্ম স্খলিত দশন।
পরে কোথা ভেসে যাবে কে বলিতে পারে?
আত্মপ্রতি দৃষ্টি নাই বাখানি তোমারে।"

ঈশ্বর বিরহে বিলাপ।

দেশে দেশে প্রিয়তমে করি অন্বেষণ,
না পেলেম কোন স্থানে তাঁর দরশন।
তাঁর সংমিলন সুখ লাভ হেতু মন,
সদা উচাটন মম সদা উচাটন।
হায় রে কোথায় সেই প্রাণ প্রিয়জন ?
কোন্ পথে কোথা আমি করিব গমন ?
আজ কাল করি শেষ হইল জীবন !
বিরহ বেদনা শেষ নহে কি কারণ ?
অখিল ভুবন তাঁরে দয়াময় কয়,
আমার কপালে কেন হইল নিদয় ?
মনস্তাপে যত ডাকি না করে শ্রবণ,
সাধে কি শ্রবণ-হীন বলে জগজ্জন।
কবে নাথ প্রেমাধীনে হইয়া সদয়,
বিরহ-বেদনা মম করিবে বিলয় ?
কবে নাথ ! মম চিত্ত-আসনে বসিবে ?
প্রেমময় ! প্রেমাঞ্জলি গ্রহণ করিবে ?
সর্ব্বস্থানে আছ তুমি বলে সর্ব্বজনে,
তবে কেন আমি কভু না হেরি নয়নে।
হাফেজ ! এ চর্ম্মচক্ষে কি হেরিবে তাঁরে ?
বিকাশ জ্ঞানের আঁখি পাবে দেখিবারে।

প্রেম।

আরূঢ় মস্তকোপরি হইল তপন,
উগ্রতর ভয়ঙ্কর সতেজ লপন।

নিরন্তর খরকর বরষণ করে,
ধরিল কালিমা রাগ কুসুম-নিকরে।

কেবল নলিনী-নীরে প্রসন্ন বদন,
আমোদে দয়িত মুখ করে বিলোকন ;

প্রিয়-কর ভব-হিতকর ভেবে মনে,
সহিছে প্রখর তাপ সহাস্য আননে।

প্রিয় প্রতি কিছুমাত্র না করে বিরাগ,
প্রকাশে উল্লাসে আরো প্রেম-অনুরাগ।

শুনহে হাফেজ! শুন ধরহ বচন,
তুমি তব প্রিয়-প্রেমে মজহ এমন!

প্রেমিক পতঙ্গ-প্রেম, প্রেম বটে সেই,
প্রাণ ছাড়ে প্রিয় হেতু মুখে বাক্য নেই!

অলির প্রণয় নাহি প্রেম ব'লে গণি,
শুধু তার সারমাত্র গুন্ গুন্ ধ্বনি!

ভবের খেলা।

কেহ ভবে হাস্যমুখে সুখভোগ করে,
দুখের অনল কারো বুকের ভিতরে!
কেহ ভ্রমে আরোহণ করি করী হয়,
বহিয়া পরের বোঝা কেহ ক্ষীণ হয়!
কারো পাতে পয়ঃ মধু অপমান পায়,
কেহ ধরে পর পদে পেটের জ্বালায়!
কেহ করে সুকোমল শয়নে শয়ন,
কেহ করে তরুতলে যামিনী যাপন!
নবসুত-আস্য হেরি কেহ হাস্যবান,
কাহারো হৃদয়ে বিদ্ধ পুত্র-শোক-বাণ!
সরলতা মধু পূর্ণ কারো মন-পদ্ম,
কাহারো হৃদয় শুধু খলতার সদ্ম!
দীনের দারুণ দুঃখ কেহ দূর করে,
কলে বলে ছলে কেহ পর ধন হরে!
ধর্ম্ম পথে কেহ সদা চালায় চরণ,
পাপের বিপিনে কেহ করে বিচরণ!
কারো চিদাকাশে সদা বোধেন্দু বিকাশে,
অমানিশা-তমোমদ কারো চিত্তে নাশে!
মনে মনোময়ে কেহ হেরে নিরন্তর,
ভুলিয়ে রয়েছে কেহ আপন অন্তর!

নানা লোক নানারূপ এ কিরূপ ভাই ?
হায় রে ভবের খেলা বলিহারি যাই!

সুচারু বিশ্ব।

মরি কিবা শোভাময় এ ভবভবন,
যখন যে দিকে চাই জুড়ায় নয়ন।
দিবানিশি রবি শশী প্রকাশি গগনে,
ভুবন উজ্জ্বল করে বিমল কিরণে!
স্থলজ কুসুমজালে শোভা করে স্থল,
কমলে শোভিত কিবা সরসী কমল।
শ্যামল বিটপিদল কিবা শোভা ধরে!
লতার ললিতরূপ আঁখি মুগ্ধ করে।
বারিধির ভীমরূপ শোভার ভাণ্ডার,
হেরিয়া না হয় মন বিমোহিত কার ?
যে করেছে কোন দিন গিরি আরোহণ,
সে জানে ভূধর শোভা বিচিত্র কেমন!
কোন স্থানে বেগবতী স্রোতস্বতীগণ,
অধোমুখে খরবেগে বহে প্রতিক্ষণ!
স্থানে স্থানে কত শত কন্দরনিকরে,
অহহ! স্বভাব কিবা চারু শোভা ধরে!

কোন স্থানে চরিতেছে মাতঙ্গের দল।
কোন স্থানে ক্রীড়া করে কুরঙ্গ সকল।
এইরূপ জগতের শোভা সমুদয়
ভাবি ভাবরসে ভাসে ভাবুক নিচয়।
এ সব স্বভাব শোভা, রচিত যাঁহার,
হাফেজ! মজনা কেন প্রেমরসে তাঁর।

অন্যের দুঃখ দেখিয়া তোমার দুঃখ দূর হইবে।

একদা ছিল না "জুতো" চরণ যুগলে,
দহিল হৃদয়বন, সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে,
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি তথা এক জন পদ নাই তার,
অমনি "জুতোর" খেদ ঘুচিল আমার।
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন,
আপন অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ?
"হায়! আমি এলেম একি ঘোর কাননে,
নিশির আঁধারে পথ, না দেখি নয়নে!
শীতের দাপটে কাঁপে থর থর কায়,
নাই তায় গায় কিছু, উহু প্রাণ যায়!"

এইরূপে পথহারা পান্থ এক জন
নিশিতে করিতেছিল কাননে রোদন।
এমন সময় তারে এমন সময়,
জলদ গম্ভীর নাদে ডেকে কেহ কয়,—
"হে পথিক! চুপ কর, করো না রোদন,
একবার এসে মোরে কর দরশন।
বটে তুমি শীতে অতি যাতনা পেতেছ,
কিন্তু তবু মৃত্তিকার উপরি রয়েছ।
পড়িয়াছি আমি এই কূপের ভিতরে,
রহিয়াছি দুটি চাক ধরিয়া দুকরে;
গলাবধি জলে ডোবা সকল শরীর,
রাখিয়াছি কোন রূপে উচু করি শির!
দেও তুমি ঈশ্বরের—কৃতজ্ঞ অন্তরে,
—ধন্যবাদ, পড়নি যে কূপের ভিতরে।"

প্রণয়।

প্রণয় পয়োধি মন! বড় ভয়ঙ্কর,
ভাবনা তরঙ্গ তার অতি উচ্চতর।
বিরহ সমীরে সদা করে সঞ্চালন;
কত তনু-তরি হয় নিমেষে মগন।

ভালরূপ পরীক্ষা করহ আপনারে,
পরে সুখে ডুব দাও প্রেম পারাবারে।
কমল তুলিতে যদি করহ বাসনা।
ভাব, সহ্য হবে কি না কণ্টক যাতনা

বৃক্ষ।

এই যে বিটপি-শ্রেণী হেরি সারি সারি,—
কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি!
কেহ বা সরল সাধু-হৃদয় যেমন,
ফল-ভরে নত কেহ গুণীর মতন।
এদের স্বভাব ভাল মানবের চেয়ে,
ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্ঞানচক্ষে চেয়ে।
যখন মানবকুল ধনবান্ হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
বিঘূর্ণিত কালরূপ চক্রের ঘূর্ণনে,
দারুণ দীনতাগ্রস্থ হয় যেই ক্ষণে;
ঘৃণা লজ্জা মান আদি ত্যজি সমুদয়,
যাহার তাহার কাছে নতশির হয়।
কিন্তু ফলশালী হ'লে এই তরুগণ,
অহঙ্কারে উচ্চশির না করে কখন।

ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত।
কঠিন অপ্রিয় ভাষা করিলে শ্রবণ,
রক্তজবা-রাগ ধরে মনুজ-লোচন।
ইহাদের শিরোপরি লোষ্ট্র-নিক্ষেপণে,
সুফল প্রদান করে বিনম্র-বদনে।
যদি কেহ দহি দুঃখ-বিভাকর করে,
ছায়াপ্রাপ্তি আশে যায় বান্ধব গোচরে,
সে তারে আশ্রয় দান না করে কখন ;
নিদয় এমন নর নিদয় এমন!
কিন্তু এই সুমহৎ শাখী সমুদয়,
সন্তাপিত শত্রু মিত্র সবার আশ্রয়।
হাফেজ! করিবে যদি মহত্ত্ব প্রলাভ,
তরুর সমান কর আপন স্বভাব।

পাপ-কেতকী।

একদিন ধীরে ধীরে মনের উল্লাসে,
উপনীত কেতকী কুসুমশ্রেণী পাশে।
হেরিলাম কত শত শত মধুকর,
সুসৌরভে হয়ে তারা বিমুগ্ধ অন্তর,
মধুপূর্ণ কমল করিয়া পরিহার,
মধু আশে কেতকীতে করিছে বিহার ;

কিন্তু মধু কোথা পাবে সে কেতকীফুলে ?
শুধু হয় ছিন্নপক্ষ কণ্টকের হুলে।
তথাপি সে বিমূঢ় অবোধ অলিগণ,
উড়িয়া কমলদলে না করে গমন।
ভাবিলাম এইরূপ মানব সকল,
ত্যজি পরিমলপূর্ণ তত্ত্ব-শতদল ;
সুখ-সুধা আশে সদা প্রফুল্ল অন্তরে,
বিষয় কেতকীবনে অনুক্ষণ চরে।
কোথা পাবে সে অমিয় ব্যর্থ আকিঞ্চন,
সার দুঃখ কণ্টকের যাতনা ভীষণ।
তবু তত্ত্ব-সরসিজে না করে বিহার,
ধিক্ রে মানব তোরে ধিক্ শতবার।

বর্ষা।

নিদাঘ হইল গত, সরস বরষাগত,
নবীন নীরদ-জালে, নভোদেহ ঢাকিল ;
ঢালে জল মেঘদল, ধরাতল সুশীতল
চাতক-পিপাসানল, নির্ব্বাপিত হইল।
বিরহ নিদাঘ-দায় মিলন জীবনাশায়
মানস-চাতক মম, ক্ষোভানলে দহিল ;
কেন সে প্রাণেশ-ঘন, মিলনাম্বু বরষণ,
নাহি করে হায় হায়, কোথায় সে রহিল ?

নবোদিত ঘনগণ, করি প্রিয় সম্ভাষণ,
বারিদানে কলাপীর, মনস্তাপ ঘুচালো ;
মম প্রিয় জলধর, করিয়া মোহন স্বর,
মানস-শিখীকে মম আজ নাহি নাচালো !

প্রেমাধীনা নদীগণে, তুষি সুখসংমিলনে,
রত্নাকর জলনিধি, হৃদয়েতে ধরিল ;
মম আশা-স্রোতস্বতী বিরহে বিশীর্ণা অতি,
আজো প্রিয় পয়োনিধি, স্পর্শ নাহি করিল !

ফুটিল কেতকীফুল, সৌরভেতে বনাকুল ;
মধুলোভে অলিকুল, ছুটোছুটি ছুটিল ;
মানস-মধুপ মোর, যে মধুপানাশে ভোর,
সে অম্লান পুষ্পকলি,আজো নাহি ফুটিল।

সঘনে বারিদচয়, বারি বর্ষি এ সময়,
পুষ্করের ক্ষীণ দেহ, পরিপুষ্ট করিল ;
মম বাঞ্ছা জলাশয়, ক্ষীণ দেহ সদা রয়,
সাফল্য সলিলে তাহা, আজো নাহি ভরিল !

ধনীর প্রতি।

একদা নগর মাঝে করিতে ভ্রমণ,
হেরিলাম সৌধ এক সুচারু গঠন।
দৃঢ় উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত চারি ভিতে,
চেষ্টিত হলেও কেহ না পারে লঙ্ঘিতে।
দীর্ঘ তার বহির্দ্বার, লৌহের কবাট,
দ্বারবান বসিয়াছে করি ঘোর ঠাট।
মধ্যে তার শিখর সমান সৌধকায়,
শিল্প চাতুর্য্যেতে কিবা চারু শোভা পায়!
ভিতরে অর্থের আছে বিভূতি যে সব,
দীন ভাবে বুঝি হবে ইন্দ্রের বিভব!
সৌধবাসি-ধনাঢ্যকে করি সম্বোধন,
চিন্তা করি মন মম কহিল তখন,—
"ওহে রম্য-হর্ম্ম্যবাসী ধনাঢ্য প্রধান!
ধনী বলে করো নাকো মনে অভিমান।
এ ধন ত চিরদিন কভু তব নয়,
রাখিতে নারিবে ধন নিধন সময়।
এই যে ভবন তব শোভার ভাণ্ডার,
এতেই ত্যজিবে তব প্রাণ দেহাগার।
যে দ্বারে রেখেছ তুমি দ্বার বসাইয়া,
আসিবে কালের দূত এই দ্বার দিয়া।

বলবান প্রতীহারী এই যে তোমার,
নারিবে করিতে বল নিকটে তাহার।
রাখ তুমি দ্বারে দিয়া লোহার অর্গল,
সে কালে অর্গলে নাহি হবে কিছু ফল।
পৃথিবীর লোক যদি একত্রিত হয়,
রাখিতে নারিবে তবু মরণ সময়।
ত্যজিয়া এ শ্রমার্জ্জিত বিপুল বিভবে,
সে সময় তোমায় একাই যেতে হবে।
এ সকল হৃদয়েতে করি বিচিন্তন,
ধর্ম্ম-ধনার্জ্জনে ধনী দেহ দেহ মন।"

ঈশ্বর-প্রেমিকের উক্তি।

তব ফুল্ল মুখ প্রিয় যে নয়নে
ক্ষণ মাত্র করে কভু লোকন হে;
মুনি-মুগ্ধকরী রমণী নিকরে,
কি গুণে হরিবে বল তার মনঃ?
বিষয়ের বিষাক্ত রসে কি রসে?
প্রণয়ামৃত পূর্ণ অনুক্ষণ যে!
তব ভাব বিমোহিত যার মনঃ,
তৃণ তুল্য গণে ভব সম্পদ সে।
প্রিয় হে! বিরহে তব যেই দহে,
মরণে বল দেখি কি তার ভয়?

মিলন সুখ।

শরতের শশী কত শোভাময়,
বুঝিবেক কি তা বল অন্ধজনে ?
অলি-গুঞ্জন কেমন রঞ্জন হে !
শ্রুতি-শক্তি-বিহীন জনে কি বোঝে ?
বদনে রসনার অভাব হ'লে,
বল কে বুঝিবে কত মিষ্ট সুধা ?
যদি নাহি রহে অনুরাগ মনে,
মিলনে সুখ কেমন কে বুঝিবে ?

বিবেক-শূন্যতা।

কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পাদতলে !
কত কাচ শিরের বিভূষণ রে !
কত ভূমিপ-আসন যোগ্য জন,
উটজে করিছে দিন যাপন রে !
কত নির্দ্দয়চিত্ত অবোধজনে,
অবমানিত, উচ্চ বিচারপদ !

শরৎকাল।

শরতের সুপ্রকাশে, বরষা বিক্রম নাশে,
দশদিকে দশদিক্, সুনির্ম্মল হইল।
মরি মরি হায় হায়, খেদে প্রাণ যায় যায়,
আমার হৃদয়ে কেন, মলিনতা রহিল?

আকাশের অশ্রুজল, বহিত যা অনর্গল,
গেল তাহা, মম অশ্রু নিবারিত নহিল!
বিমান-হৃদয় স্থল, নিবিল চপলানল,
মম হৃদে বিরহাগ্নি, কেন নাহি নিবিল?

বরষার দীর্ঘশ্বাস, অনুরূপ যে বাতাস,
বহিত প্রবল তাহা শরতেতে ঘুচিল;
প্রিয়জন অসংযোগে, বিষম বিরহ রোগে,
মম দীর্ঘশ্বাস আরো, প্রবলতা ধরিল।

জলদ কাতর-স্বর, শরতেতে সমন্তর,
মম আর্ত্তনাদ আরো, এ সময়ে বাড়িল।
শরতে পুলকে পূর্ণা, অবনী কর্দ্দমশূন্যা,
আমার হৃদয়-ক্ষেত্র আঁখিনীরে ভাসিল!

শারদীয় শশধর, ধরি পূর্ণ কলেবর,
গগন-হৃদয়াসনে, সমাসীন হইল;
পিয়া তার কর-সুধা, চকোরের গেল ক্ষুধা,
ক্ষোভানলে আর তার, হৃদয় না দহিল!

মম হৃদাকাশোপর, প্রাণেশ-পীযূষাকর,
এ কি দায়, আজো কেন সমুদিত নহিল ?
কাতর চকোর-মন, হায় হায় কি কারণ,
প্রিয়প্রেমসুধা পানে, প্রবঞ্চিত রহিল !

হেরি প্রিয় প্রাণেশ্বরে নিশি চারু শোভা ধরে,
কুমুদিনী সরোবরে, প্রেমভরে ফুটিল ;
খুলিল মুখের বাস, মৃদু হাস সুপ্রকাশ,
হৃদয়ে সুখের সিন্ধু, উথলিয়া উঠিল।

না হেরি জীবিতেস্বরে মম চিত্ত সরোবরে,
আশা-কুমুদিনী কুল, প্রফুল্লিত নহিল !
এ যাতনা বলি কায়, বরষা শরৎ যায়,
আজো মম মনোদুঃখ, মনেতেই রহিল !

শারদ তরঙ্গিণী।

একদিন এ সময় তরঙ্গিণী তীরে,
চলিলাম, চিন্তাকুল চিতে ধীরে ধীরে।
তটিনীর তটোপরি সিকতা-আসনে,
বসিলাম, ভাবময়ী কল্পনার সনে।
তরঙ্গিণী তনু তনু শারদাগমনে,
নিরখি নয়নে আমি নিরখি নয়নে ;

সুধালেম "অয়ি কলস্বরা স্রোতস্বতি!
আজ কেন তোমা হেরি দীনা ক্ষীণা অতি?
বরষার সময়জ প্রভাবনিচয়,
কেন কেন কেন আজ দৃশ্য নাহি হয়?
তরঙ্গিণি! কোথা তব তরঙ্গের রঙ্গ,
হেরি যাহা, পোতারোহী পাইত আতঙ্ক?
যে সকল লহরী, করিয়া ঘোর স্বন,
তরণীর হৃদয় করিত বিদারণ,
কোথা তাহা? কোথা সেই দ্রুতগামী নীর,
চলিত যা মদগর্ব্বে অতিক্রমি তীর?
কূলস্থ বিহঙ্গাশ্রয়-মহীরুহগণ
করিত তাদের কোপে মূল উন্মূলন!
অয়ি ধুনি! কোথা তব সেই মহাধ্বনি!
ভয় জন্মাইত মনে, যার প্রতিধ্বনি?"
শুনিয়া আমার ভাষ অতি কলস্বরে,
তরঙ্গিণী উত্তর করিলা তদন্তরে,—
"শুন হে ভাবুক! এই জানিবে নিশ্চয়,
চির দিন এক দশা কাহারো না রয়।"

——

প্রণয়-কানন।

অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রণয় কানন,
অশেষ আতঙ্ক-তরু পরশে গগন।
শাখা প্রশাখায় তারা গহন এমন,
প্রবেশে না মাঝে জ্ঞান-তপন-কিরণ।
হতাশা-কণ্টকীলতা বেষ্টিত তথায়,
পায় পায় বিদ্ধ হয় প্রেমিকের পায়।
বিষম বিরহ-ব্যাঘ্র বিকট বদন,
নিয়ত এ বনে করে ভীষণ গর্জ্জন।
নিনাদে তাহার হায়! নিনাদে তাহার,
কত প্রেমিকের প্রাণ, ত্যজে দেহাগার।
প্রিয়-প্রেম-সুখ-মৃগ, এ প্রেম-গহনে,
হরে প্রেমাকাঙ্ক্ষী-মন, মোহন নর্ত্তনে।
করিতে গ্রহণ তারে অনেকেই ধায়,
বিরহ শার্দ্দূল গ্রাসে শেষে মারা যায়।
যে প্রেমিক সাহস মাতঙ্গোপরি চড়ি
সহিষ্ণুতা দৃঢ় বর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আবরি,
নির্ভয়ে প্রবেশে প্রেম-বিপিন মাঝার,
নিরাশা-কণ্টক নাহি ফুটে দেহে তার;
বিরহ-শার্দ্দূল নারে গ্রাসিবারে তায়,
প্রিয় প্রেম সুখ-মৃগ ধরিতে সে পায়।

হাফেজ! যদ্যপি পার এরূপ করিতে,
প্রিয়-প্রেম-সুখ-মৃগ, পারিবে ধরিতে।

যৌবন অনিত্য!

বিগত প্রদোষে প্রমোদ মনে,
চলিলাম আমি বন ভ্রমণে।
শুধু চিন্তাপর মনের সঙ্গে,
পশিলাম বনে সাধু প্রসঙ্গে।
কাননে পতিত পদ যে কালে,
রবি অস্তাচলে চলে সে কালে।
পরেছে পশ্চিম আরক্ত বাস,
ধরেছে তপন লোহিত ভাস।
মধ্যাহ্নের মত সে প্রভাকরে,
খরতর আর প্রভা না করে।
তখন কহিল মম এ মন,—
"কেন রবি! ক্ষীণকর এমন?
কিছুকাল হ'ল তোমার মুখ
হেরিতে নয়ন পাইত দুখ।
জীব জন্তু তব তাপেতে তাপে;
তাপিলে অবনী ঘোর প্রতাপে।

এখন কোথায় তব সে তাপ !
পথিকের প্রাণে দিতে যে তাপ
এমন সময় বিহঙ্গ-গণ,
চলিল করিয়া কল নিস্বন ;
সে স্বর যেমন আমারে কয়—
"ভূতের ব্যাপার এরূপ হয়।
এই যে তপন অস্তেতে যায়,
উদিত হইয়ে এ পুনরায়,
পুন ইহা খর কর ধরিয়া
দহিবে ধরার কঠিন হিয়া।
কিন্তু তব এই যৌবন রবি,
লুকালে বারেক আপন ছবি,
আবার উদিত হবে না কভু,
আপনার দশা ভাব না তবু !"

—

বৃথা কাল-ক্ষেপণ জন্য খেদ।

জননী জঠর ছেড়ে এসে এই ভবে,
হেসে খেলে ফিরে শেষ ভাবিনে কি হবে।
কখন না শুনিলাম সাধুর বচন,
কখন না চালিলাম সুপথে চরণ।
কখন না করিলাম সাধু সহ বাস,
কখন না পূরিলাম দীন অভিলাষ।

কখন না পরিলাম বিবেক-অঞ্জন,
কখন না জানিলাম প্রণয় কেমন।
কখন না ভাবিলাম কেন আসা ভবে,
কখন না স্মরিলাম জীবনবল্লভে।
মিছে কাল হরিলাম হ'য়ে অচেতন,
কি হবে হাফেজ! আর কাঁদিলে এখন।

প্রণয়ের অস্থায়িত্ব।

সহস্র কুসুম কলি ফুটিল কাননে,
গুঞ্জ রব কেন নাই অলির আননে?
শশীর মোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ গগনে,
সুধা পানে বিরত চকোর কি কারণে?
সুখের বসন্তকাল উদয় হইল,
কোকিলের কুহুধ্বনি কোথা লুকাইল?
কি জানি কি হেতু আর চাতক নিচয়,
জল দেরে জল দেরে জলদে না কয়?
না হেরি মানসে কারো প্রণয়ের লেশ,
হায় সে প্রেমের খেলা, কবে হ'ল শেষ?
প্রেম আলাপন নাই কাহারো বদনে,
আর না আদরে কেহ প্রিয়তম জনে।
মগন প্রণয়-নীরে মন কারো নয়,
কোথায় প্রণয়ী, হায় কি হ'ল প্রণয়।

জানিয়াও কেহ কিছু করে না।

কে না জানে এ সংসার অতিথি ভবন ?
কে না জানে পথে দেখা সহিত স্বজন ?
কে না জানে ভবের সম্পদ স্থায়ী নয় ?
কে না জানে বিষয়ের সুখ বিষময় ?
কে না জানে পাপপথ বিষম ভীষণ ?
কে না জানে পুণ্যধাম আনন্দ-সদন ?
কে না জানে নিত্যসুখ আশার তর্পণ
পারে না হইতে ইহ সংসারে কখন ?
কে না জানে মোহাবৃত অন্তর-আকাশে,
তত্ত্বসুখ সুধাকর কর না প্রকাশে ?
কে না জানে প্রেমে মগ্ন না করিলে মন
কখন না হয় লাভ প্রিয় সম্মিলন ?
তবে কেন কার্য্য করে বিপরীত তার ?
ধিক্ রে মানব, তোরে ধিক্ শতবার !

জীবের প্রতি উপদেশ।

যাঁহার সমীর জীব ! তালবৃন্ত প্রায়
সুশীতল করে তব সন্তাপিত কায় ;
যাঁহার করুণা নীররূপে অনুক্ষণ
নির্ব্বাণ করিছে তব তৃষা-হুতাশন ;

যাঁহার আদেশক্রমে কাদম্বিনীগণ
দান করি পয়োধারা ধাত্রীর মতন,
ধরণীর শস্যরূপ সুসন্তানগণে
পালন করিছে শুধু তোমার কারণে ;
যাঁর কৃপা বিরচিত মহীরুহদল,
সহ্য করি শীতাতপ যাতনা সকল,
প্রসবিছে নানারূপ ফল প্রতিক্ষণ,
শুধু তব রসনার তৃপ্তির কারণ !
বিনোদ বিপিনরূপ নাট্যশালে যাঁর,
অভিনেতা কোকিল কুরঙ্গ অনিবার,
গায়ক নর্ত্তক সম গায় নৃত্য ক'রে,
তোমার শ্রবণ আঁখি তুষিবার তরে ;
যাঁহার আদেশ করি মস্তকে ধারণ,
ঋতুশ্রেণী সৈরিন্ধ্রীর সম অনুক্ষণ,
সাজাইছে প্রকৃতির অঙ্গ সুশোভন,
কেবল করিতে তব লোচন-রঞ্জন ;
ভুল না ভুল না তাঁরে ভুল না কখন,
প্রেম পুষ্পে কর তাঁরে সতত অর্চ্চন।
হে জীব ! সামান্য ধন দেয় যেই জন,
তার প্রতি এমন কৃতজ্ঞ তব মন।
কিন্তু যে করিল দান অমূল্য জীবন,
কৃতজ্ঞ তাঁহার প্রতি নহ কি কারণ।

কিঞ্চিৎ দুঃখের নাশ সুখের বর্দ্ধন,
করে যারা করিয়া করুণা বিতরণ ;
তাহাদের ভক্তি ভাবে গদগদ মন,
রসনায় কর কত গুণানুকীর্ত্তন।
কিন্তু যাঁর নিরপেক্ষ করুণার তরে,
জীবন রয়েছে তব জননী জঠরে।
পরম আনন্দে যাঁর করুণা কারণ,
করিযাছ সুকুমার শৈশব যাপন।
যাঁহার করুণা হেতু যৌবনে এখন,
করিছ বিবিধ সুখ-রস আস্বাদন।
দেহপুর পরিহরি করিলে প্রয়াণ,
দয়া করি করে যেই নিত্য সুখদান।
কেন তাঁর ভক্তি ভাবে মগ্ন নয় মন,
কেন তাঁর গুণগানে বিমুখ এমন।

প্রকৃত সুখী।

স্থূলদর্শী অবিবেকী বিষয়ি-নিকর,
নিরানন্দ দীন মোরে ভাবে নিরন্তর।
বাহ্যাসক্ত তাহাদের সামান্য নয়ন,
মানসিক সুখ-মুখ না হেরে কখন।

এই যে বৃক্ষের পত্র নয়ন-রঞ্জন,
এই যে নবীন দূর্ব্বা শ্যামল বরণ,
এই যে পুষ্পিত চারু লতিকা-নিচয়,
এই যে বিবিধ রম্য পুষ্প সমুদয়,
এই যে সুগন্ধ মন্দগামী সমীরণ,
এই যে সুকণ্ঠ নানা বিহঙ্গমগণ
এই যে কুরঙ্গদল কেলি-লীলাপর,
এই যে সুচিত্র-পুচ্ছ কলাপিনিকর,
এই যে মুকুতা-নিভ তুহিন-কণিকা,
এই যে চন্দ্রিকা ভব-ভবন-রঞ্জিকা,
এই যে যামিনীনাথ গগন-ভূষণ,
এই যে নক্ষত্রমালা উজ্জ্বলবরণ,—
সকলেই সমভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ,
আমার হৃদয়-সুখ করিছে সাধন ;
গভীর কাননে কিংবা বিজন প্রান্তরে,
তটিনীর তীরে কিংবা শিখরে গহ্বরে,
যখন যেখানে করি সময় যাপন,
সুখামৃত-পানে নই বঞ্চিত কখন ;
যে সুখ-রতনে পূর্ণ আমার এ মন,
রাজার ভাণ্ডারে নাই সে সুখ-রতন।

বৃদ্ধের প্রতি।

অহে বৃদ্ধ ! কি কারণ, করিতেছ ধন ধন,
উপস্থিত নিধন-সময় ;
এখনি ত্যজিবে যাহা, কেন উপার্জ্জনে তাহা,
এত তুমি উৎসুক-হৃদয় ?

মহামূল্য আয়ুধন, করিতেছ বিবর্ত্তন,
এ কালের অশনীয় সনে
পরত্রের ভোগ্য যাহা, কি হেতু সঞ্চয়ে তাহা,
সযতন না হও এখনে ?

ঐহিকের ভক্ষ্যচয়, না করিলে সুসঞ্চয়,
নাহি হবে ক্ষতি কদাচন ;
অবশ্য সযত্ন মনে, ভক্ষ্য তব প্রতিক্ষণে,
যোগাইবে প্রিয় পুত্রগণ !

কিন্তু যদি এই বেলা, আপনি করহ হেলা,
পারত্রিক-সুভক্ষ্য-সঞ্চয়ে ;
যখন ত্যজিবে কায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
কে পাঠাবে ভক্ষ্য সে সময়ে ?

তাই বলি বাক্য ধর, আপনি সঞ্চয় কর,
পারত্রিক ভোগ্য আপনার,
এখনো সময় আছে, সুবীজ রোপিলে পাছে,
হবে লাভ সুফল তোমার।

এখনো তোমার অক্ষি, খায় নাই পশু পক্ষী,
ফেল অনুতাপ অশ্রুকণা ;
এখনো রসনা আছে, কাতরে বিভুর কাছে,
কর পাপ-ক্ষমার প্রার্থনা।

এখনো শ্রবণদ্বয়, করে নাই কীটে ক্ষয়,
তত্ত্বকথা করহ শ্রবণ ;
এখনো তোমার কায়, মিশে নাই মৃত্তিকায়,
কর কাজ কায়ার মতন।

ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

সেই ফুলে নিরন্তর, মম মন মধুকর,
মধুপানে উৎসুক-হৃদয় ;
ফুল্ল যেই সর্ব্বক্ষণে, সময়ের বিবর্ত্তনে,
পরিম্লান কভু নাহি হয়।

সেই ধন অন্বেষণে, ভ্রমি আমি বনে বনে,
সজল নয়নে অনুক্ষণ ;
সম্বন্ধ বন্ধন যার, বদ্ধ রহে অনিবার,
নাহি ঘুচে হলেও নিধন।

সেই সুখময় পথে, চড়িয়া মানস-রথে
নিয়ত হতেছি অগ্রসর ;
যার প্রান্তে সুনিশ্চিত, সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত,
নিত্য সুখধাম মনোহর।

সেই প্রেম-সিন্ধু-জলে, আত্মমন কুতূহলে,
সত্য সত্য করেছি মগন,
সদা সেই স্থির রয়, বিচ্ছেদ-তরঙ্গ-ভয়,
যার মাঝে নাহি কদাচন।

সেই সর্ব্ব বরণীয়, ত্রিজগত-শরণীয়,
সম্রাটের আমি হে কিঙ্কর।
যাহার চরণতলে, নিখিল নৃপতিদলে,
নোয়ায় মুকুট নিরন্তর !

——

মুমূর্ষু রাজার প্রতি।

বটে বটে হে রাজন্ ! সুখী তুমি সর্ব্বক্ষণ,
অসুখের লেশ নাহি মনে ;
এক দিন সুনিশ্চিত, দহিবে তোমার চিত,
এইরূপ ভাবনা-দহনে—

"কেন আজ, হায় হায়! অবশ হতেছে কায়
বুঝি এই চরম সময়;
পরমায়ু দিন গেল, ঘোর কালরাত্রি এল,
ভবযাত্রা এই শেষ হয়।

এই যে ইন্দ্রিয়গণ, যাহে সদা সর্ব্বক্ষণ,
কত সুখ করেছি সাধন!
গত হলে কতক্ষণ, হবে তারা অচেতন,
সাধিতে নারিবে প্রয়োজন।

এ(ই) যে কায়া সুশোভন, সুখে যারে অনুক্ষণ,
সাজাতেম বিবিধ ভূষণে;
কিছু কাল পরে হায়! শব হবে সেই কায়,
মিশিবেক মৃত্তিকার সনে।

এই যে প্রভূত ধন, করিতে যা উপার্জ্জন,
পরমায়ু করিলাম ক্ষয়;
হায় হায়! এইক্ষণ, পড়ে রবে সেই ধন,
শূন্য হস্তে যাইবে নিশ্চয়।

এ(ই) যে সৌধ মনোহর, দৃঢ় উচ্চ কলেবর,
মম চারু শয়ন ভবন;
করি তাহা পরিহার, দুই হাত মৃত্তিকার,
নিম্নে হবে শুইতে এখন।

কোমল শয়নপরে, শয়নে যে কলেবরে,
অনুভব হইত বেদন ;
কালে সে শরীরময়, কণ্টকী ভূরুহচয়,
করিবেক মূল সংস্থাপন।

এ(ই) যে রাজ্য সুবিস্তার, একমাত্র আমি যার,
আছিলাম অধীশ প্রধান ;
এবে তাহা পড়ে রবে, সে রাজ্যে যাইতে হবে,
রাজা প্রজা যথায় সমান।

হেন কালরাত্রি ঘোর, সম্মুখেতে ছিল মোর,
করি নাই চিন্তা একবার ;
মৃত্যু পরে কি হইবে, পরিত্রাণ কে করিবে,
আশ্রয় লইব এবে কার ?"

অতএব নৃপবর ! প্রমত্ততা পরিহর,
উপদেশ করহ শ্রবণ ;
চরমের চিন্তা যাহা, এখনি চিন্তহ তাহা,
নিশ্চিন্ত থেক না একক্ষণ।

মানব দেহের নশ্বরতা।

জান না কি নর! অস্থির পঞ্জর,
তব এই কলেবর;
প্রফুল্ল অন্তরে, তাহে বাস করে,
প্রাণপক্ষী নিরন্তর।
ত্যজিয়া পঞ্জর, সে বিহঙ্গবর,
উড়ে গেলে একবার;
জেন এই সার, পিঞ্জর-মাঝার,
পশিবে না পুনর্ব্বার।
কি নিশ্চয় তার, কতদিন আর,
রহিবে পঞ্জর-কায়;
উড়িবে যখন, নারিবে তখন
নয়নে হেরিতে তায়।
আছে যতক্ষণ, ধরহ বচন,
সময় সার্থক কর;
সাবধান হও, কখন না রও,
ভবিষ্যতে করি ভর।
করিব বলিয়া, রহিলে বসিয়া,
করা কভু নাহি হয়;
করণীয় যাহা, আশু কর তাহা,
বিলম্ব উচিত নয়।

প্রিয়-বিরহ।

বিনা প্রিয়জন, রম্য উপবন,
কণ্টক কানন প্রায় ;
পুষ্পে বিরচন, কোমল শয়ন,
তৃণশয্যা তুলনায় ;
সুভক্ষ্যনিচয়, বিষময় হয়,
লুকায় সুতার তার ;
নিরখি নয়নে, দিবসে তখনে,
তমপূর্ণ ত্রিসংসার।
কিন্তু যে সময়, প্রিয় সঙ্গে রয়,
বন উপবন হয় ;
দূর্ব্বাদলচয়, সুখশয্যা হয়,
পুষ্পশয্যা তুল্য নয় ;
পর্ণ বিরচিত, উটজ নিশ্চিত,
সৌধসম শোভা ধরে ;
তিক্ত ফলচয়, হয় সুধাময়,
অহো কি তৃপ্তি বিতরে !
ঘোর তমস্বিনী, যে অমা যামিনী,
সেই পৌর্ণমাসী হয় ;
দুঃখ ঘটে যায়, সুখবোধ তায়,
অসুখ লেশ না রয়।

অর্থ।

অরে অর্থ! কিবা তোর মোহ চমৎকার!
করেছিস্ মুগ্ধ তুই অখিল সংসার।
কি বালক কি যুবক কিবা বৃদ্ধগণ,
মোহিত মায়ায় তোর সকলেরি মন।
এই যে কৃষক করে ভূমি করষণ,
সহন করিছে খর তপনকিরণ;
এই যে বণিক্ জন্মভূমি পরিহরি,
পরিজন-স্নেহের বন্ধন ছেদ করি,
বাণিজ্য-তরণীপরে করি আরোহণ,
গভীর-সাগর-নীরে হতেছে মগন;
এই যে কিঙ্করগণ সভয় অন্তরে,
অনুক্ষণ পালন প্রভুর আজ্ঞা করে;
এই যে নৃশংসচিত্ত দস্যু দুরাচার,
করিছে নৃ-শোনিতাক্ত অসি আপনার;
এই যে ভীষণতর সমর-সাগর,
বহিছে রক্তের স্রোত যাহে খরতর;—
এ সকল অরে অর্থ! শুধু তোর তরে,
আর কে এমন আছে এরূপ যে করে?
উপেক্ষিয়া সুখময় পরমার্থ ধন,
তোর তরে দেয় নরে আয়ু বিসর্জ্জন।

সহস্র দাসের প্রভু কিঙ্কর তোমার,
আছে আর এমন প্রভুত্ব পদ কার ?
ত্রিভুবন-মোহিনীর হর তুমি মন,
মোহন মূরতি আর কাহার এমন ?
বাজাইয়া মধুর মুরলী কুঞ্জে কালা,
ভুলাইত গোকুলের যত কুলবালা।
কুহু রব মধুকালে কুহু কুহু স্বরে,
প্রণয়ী জনের মন বিমোহিত করে।
কুরঙ্গ বাঁশীর রবে মাতোয়ারা হয় ;
শঙ্খনাদে উল্লাসিত শঙ্কর হৃদয় ;
কিন্তু সুমধুর রবে, রে অর্থ ! তোমার,
একেবারে মুগ্ধ হয় অখিল সংসার !
কি করিলা দাশরথি প্রিয়া-অন্বেষণ ;
প্রিয় অন্বেষিলা কিবা ব্রজগোপীগণ ;
করে লোকে অন্বেষণ তোমার যেমন ;
করে নাই কেহ কার তত অন্বেষণ।
গভীর সাগর গর্ভে, ভূমির ভিতরে,
দুর্গম গহন বনে, শিখরে, গহ্বরে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি করি পরিহার,
অন্বেষণ তব লোকে করে অনিবার।
হয় হউক বিপদ যতই ভয়ঙ্কর,
তাদের নিকটে তাহা অতি তুচ্ছতর !

সাগরের তরঙ্গ হিংস্রক যাদোগণ,
ভূগর্ভের নানাবিধ উৎপাত ঘটন,
গিরিশৃঙ্গে শার্দ্দূল কেশরী বিষধর,
শঙ্কিত করিতে নারে তাদের অন্তর!
হেলে সর্ব্ব বিপদ সহিত করে রণ,
এমনি উৎসুক তারা তোমার কারণ!
বটে বটে বটে অতি প্রিয় পুত্র-প্রাণ,
কিন্তু প্রিয়তর তুমি, নহে নহে আন্।
নতুবা কি হেতু সেই তনয়ের সহ,
বিনিময় করে তব, দেখি অহরহ!
কেন কেন সৈন্যগণ, উৎসাহিত মনে,
জীবন আহুতি দেয়, সমর-দহনে
পুত্র-প্রাণ হতে তোরে প্রিয় ভাবে যাই,
দেখিতেছি এমন অদ্ভুত ভাব তাই।
হায়! যে পরম-ধন সংসারের সার,
তার চেয়ে করে লোকে আদর তোমার!
ধর্ম্মার্জ্জনে পলেক অনেকে রত নয়,
করিছে তোমার তরে পরমায়ু ক্ষয়!
যদিও বা ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে কোন জনে,
সেই শুধু অহে অর্থ! তোমার কারণে!
তোমারে উপেক্ষা করি আদরে ধরম,
এ জগতে তেমন ধার্ম্মিক আছে কম।

এই যে পথিক, মাখা ভস্মে কলেবর,
গলায় হাড়ের মালা ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর,
দীর্ঘ জটাভার শিরে উর্দ্ধনেত্রে চলে,
"বম্ বম্ মহাদেব" ঘন ঘন বলে,
সত্য সত্য অহে অর্থ! জানিবে নিশ্চয়,
তুমিই ইহার ইষ্ট, অন্য কেহ নয়!
শঙ্করের ভক্ত এরে ভ্রান্ত লোকে কয়,
ফলে এ তোমার ভক্ত নাহিক সংশয়।
বাহ্য ধার্ম্মিকতা হেন দেখায়ে অনেকে,
ঘুরিতেছে তব তরে নানারূপ ভেকে।
হায় রে! যে দয়া নর-হৃদয়-ভূষণ,
সেও উপেক্ষিত অর্থ! তোমার কারণ!
তোমার দুর্দ্দম লোভে নিদয় অন্তরে,
কত না প্রবলে হায়! ব্যভিচার করে,
বলে দুর্ব্বলের ভগ্ন কুটীরে পশিয়া,
হাসিয়া মুখের গ্রাস লইছে কাড়িয়া!
কত জনে প্রলোভনে ভুলিয়া তোমার,
রঞ্জিতেছে নর রক্তে [illegible]
তিলেক গৌরব [illegible]
রে অর্থ! সাবা[illegible] তোরে শত শত বার!
বটে বটে স্বাধীন[illegible]প্রিয় অতিশয়,
সেহ এবে তোর কা[illegible]কিন্তু কিছু নয়।

যেমন দুর্দ্দশা তার হয়েছে এখন,
যখন স্মরণ করি কেঁদে উঠে মন,
প্রাণদানে পূর্ব্বে যারে রাখিতে গৌরবে,
হাটে ঘাটে এবে তারে বেচিতেছে সবে।
এই যে প্রবাসিগণ প্রবাসে রহিয়া,
স্বজন-বিরহে মরে দহিয়া দহিয়া,
শোণিত-শোষিণী নানা যাতনা সহিয়া
শুকায় শরীর "আজ্ঞা" বহিয়া বহিয়া,
রে অর্থ! কাহার তরে? কার তরে আর,
কেবল তোমারি তরে, অহো চমৎকার!
ভাল ভাল ভাল তোর মায়ার কৌশল,
ভাল করেছিস্ তুই সংসার পাগল!
কিন্তু লোভ পরিশূন্য আমার এ মন;
তোমার ও মোহে মুগ্ধ নহে কদাচন।
যে পরম অর্থ-প্রেমে মুগ্ধ মমান্তর,
তাহায় তোমায় আছে অনেক অন্তর।
কিঞ্চিৎ ঐহিক সুখ কর তুমি দান,
[illegible] করে সংবিধান;
[illegible]পর্য্যন্ত রহে [illegible]মার,
ম[illegible] সম্বন্ধ তাহার।
হ'তে পারে তব লাভ-[illegible] বিফল,
সে অর্থ প্রলাভ [illegible] সদা সফল।

এ জগতে করে যেই তোমায় অর্জ্জন,
পারে বটে সৌধে বাস করিতে সে জন ;
কিন্তু যে সঞ্চয় সেই পরমার্থ করে,
দেব-প্রার্থনীয় ধাম লভে মৃত্যু পরে।
যে ভৃঙ্গ স্বর্গীয় পুষ্পে করিছে বিহার,
মর্ত্ত্য ফুলে কি গুণে ভুলাবে মন তার ?
যে মরাল কেলি করে মানঃসরোবরে,
কূপজলে কেলির বাসনা সে কি করে ?
যে চাতক নাহি জানে বিনা জলধর,
কে কবে দেখেছ তারে পুকুর ভিতর ?
পরম অর্থের প্রেমে মুগ্ধ যার মন,
মজিবে সে তোর প্রেমে কিসের কারণ ?
প্রভেদ সে অর্থ সনে বিস্তর তোমার,
উপমার স্থল নহে স্বর্গ মর্ত্ত্য তার।
কিন্তু সেই পরমার্থ লাভ যেই করে,
দেবতার প্রিয় ধাম লভে মৃত্যুপরে।

ঈশ্বরের নিকট নিবেদন।

তব অন্বেষণে হে প্রাণধন!
শেখরে শেখরে করি ভ্রমণ,
উচ্চৈঃস্বরে শুধু তোমাকে ডাকি,
ঝর ঝর ঝরে নিয়ত আঁখি;
মম দুঃখে হ'য়ে দুঃখিতান্তর,
সকরুণ স্বরে কাঁদে শেখর,
নিয়ত নির্ঝর-নয়নে নীর
খরতর বেগে হয় বাহির,
দুখের অনল অন্তরে জ্বলে,
ভ্রমে দাবানল সকলে বলে,
দুঃখে পরিয়াছে কাল বসন,
কটি মেঘাবৃত নহে কখন;
যাহার শরীর পাষাণময়,
মম দুঃখে সেহ দুঃখিত হয়।
কেন হে তোমার কোমল মন,
[illegible] কখন?
এই যে প্রফুল্ল [illegible]গণ,
অলি-[illegible]দ করি [illegible]বণ,
কৃপা ক'রে করি [illegible] প্রদান,
তুষিল [illegible]স প্রাণ;
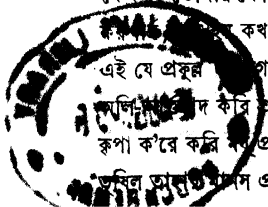
মম আর্ত্তনাদ শুনি শ্রবণে
কেন তব দয়া না হয় মনে ?
সহস্র সহস্র প্রেমিক যার,
এত কি কাঠিন্য উচিত তার।
রে হাফেজ ! ভ্রান্ত কেন এমন ?
তব প্রিয় নহে কঠিন মন,
তবে যে এখন কাঠিন্য করে,
শুধু তব প্রেম পরীক্ষা তরে।

শরীর-পঞ্জর-দুঃখ।

শরীর-পঞ্জর-দুঃখ আর নাহি সয়,
বিষয়-বিষের ফলে দহিছে হৃদয় !
কবে এ যাতনা হ'তে পাব পরিত্রাণ ?
কবে এ পঞ্জর ত্যজি করিব পয়াণ ?
হয়েছে উজ্জ্বল তনু ম্লান পাপ-মলে,
কবে পাখালিব তাহা সেই নিত্য জলে ?
কবে ত্যজি ভব-বন উড়ে ফুল্ল মনে,
যে বনের পক্ষী আমি যাব সেই বনে ?
মোক্ষফল ভোগে হবে সুতৃপ্ত হৃদয়,
হায় রে ! সে দিন কবে হইবে উদয় ?

ধার্ম্মিকের মৃত্যুর প্রতি উক্তি।

ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন,
অনিত্য-সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ;
যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে,
চিরবাসস্থান ব'লে ভাবে মনে মনে;
পাপরূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন,
করি আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ;
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়,
প্রাণ! প্রিয়তম! প্রেমে মুগ্ধ যারা নয়।
হেরিলে নয়নে এই ভ্রূকুটি তোমার,
তাহাদেয় হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রূভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।
যে অম্লান কুসুমের মধু পান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে!
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত;

কোন রূপে তোমায় করিলে অতিক্রম,
যাইব আনন্দে যথা সেই প্রিয়তম।

মনের প্রতি।

কোন্ রূপে এত, ও মন! আমার,
মজিলি মজিলি মজিলি রে!
চরমের এর, বল কি ভাবনা,
করিলি করিলি করিলি রে!

নিয়ত এরূপ নিশ্চয় এমন,
রবে না রবে না রবে না রে!
জেনে শুনে সব, বিরাগী এতে কি,
হবে না হবে না হবে না রে!

যাহার সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল ভব,
ভানুকরে যথা চন্দ্রমারে,
রূপান্তর যার, কভুনা ঘটে
নাই নাই যার উপমা রে;

হায় হায় কেন ও পামর মন!
কও না কও না কও না রে!
সে সৌন্দর্য্য-মাঝে, মগন নিয়ত,
রও না রও না রও না রে!

প্রবৃত্তি-প্রেয়সী সনে, কোথা যাও মন,
নিবৃত্তির প্রেম-পাশ, করিয়া ছেদন।
জানি এই উভয়েই গেহিনী তোমার,
তবে কেন বল বল এমন ব্যভার?
যা বলে প্রবৃত্তি যবে, কর তা তখন,
নিবৃত্তির বাক্যে কেন বধির এমন?
সহিয়া কতই কষ্ট, কতই যাতনা,
পুরাইছ প্রবৃত্তির মনের বাসনা;
অভাগিনী নিবৃত্তির, হেলায় হেলায়,
একটি মনের সাধ না পূরাও হায়!
কোন্ গুণে হ'লে এত প্রবৃত্তির দাস?
কোন্ দোষে ছাড়িলে নিবৃত্তি-সহবাস?
হায়! কি তোমার ভ্রম, দেবী পরিহরি,
মজিলে রাক্ষসী-প্রেমে চরম পাশরি!
যে দুর্দ্দশা সে রাক্ষসী করেছে তোমার,
কে না তাহা নিরখিয়া করে হাহাকার?
ছিল তব কলেবর নিরমল অতি,
হায়! এবে সে ভাব নাহিক এক রতি।
জলদ-মালার সঙ্গ হ'লে সংঘটন,
বিমল আকাশ হয় সমল যেমন;
প্রবৃত্তির সংসর্গেতে তোমার তেমন,
হয়েছে উজ্জ্বল তনু মলিন কেমন!

দেখ চেয়ে কত উর্দ্ধে করিতে বসতি,
কত নিম্নে আনিয়াছে প্রবৃত্তি দুর্ম্মতি!
যে নক্ষত্র ধরাতলে হয় নিপতিত,
তাহা হ'তে নিম্নে তুমি পড়েছ নিশ্চিত;
দেখা যায় ধরাতলে নক্ষত্র-নিবাস,
তব বাস দর্শনের বিফল প্রয়াস!
দেখ দেখি ভেবে মনে হয় কি না হয়,
সে উন্নত স্থান আহা! কত সুখময়?
চারিদিকে সন্তোষ-উদ্যান মনোহর
সুখরূপ পুষ্পদামে পূর্ণ কলেবর।
বিবেক-বিহঙ্গ সদা মধুর গাইছে,
পবিত্রতা-নির্ঝরিণী নিয়ত বহিছে।
মধ্যস্থলে নিরমল শান্তি-সরোবর,
ভক্তিরূপ প্রফুল্ল পদ্মিনী শোভাকর।
উজ্জ্বল সকল স্থল জ্ঞান-চন্দ্র-করে,
এ চন্দ্র ও পদ্মিনীরে মুদিত না করে,
কিন্তু তুমি এখন প্রবৃত্তি-প্রিয়া-সনে,
ভ্রমিতেছ যেই স্থানে প্রমোদিত মনে,
নাই আর এ জগতে কুস্থান এমন,
রৌরব ইহার কাছে বৈকুণ্ঠ ভবন!
দিবানিশি আচ্ছাদিত অজ্ঞান আঁধারে,
মোহরূপ পুরীষ-গহ্বর ধারে ধারে।

দুঃখরূপ কৃমি তায় কিলিবিলি করে ;
অশান্তির উষ্ণ বায়ু নিয়ত সঞ্চরে ;
কিন্তু কি আশ্চর্য্য কিছু বুঝিতে না পারি,
যে নারী আনিল হেথা দাস তুমি তারি !
সদা তার প্রণয়-মদিরা-পানে ভোর,
ধন্য রে রাক্ষসী তোর কুহুকের জোর !
হে মন ! শুনহ আছে সময় এখন,
হেন রাক্ষসীর মায়া করহ ছেদন।
ঐ দেখ দূর থেকে নিবৃত্তি-সুন্দরী,
ডাকিছে তোমায় প্রিয় সম্ভাষণ করি।
মরি মরি কিবা এর মধুর আকার,
না জুড়ায় দরশনে নয়ন কাহার ?
সরলতা উদারতা অলঙ্কার প্রায়,
অহ সর্ব্বশরীরে কেমন শোভা পায় !
নিয়ত প্রসন্ন, নাই বিষন্নতা-লেশ,
মুনিজন-মনোহর অমায়িক বেশ।
যাও মন! এঁর কাছে, শুন এঁর কথা,
নিশ্চয় হইবে তবে মঙ্গল সর্ব্বথা।
শরীরে তোমার নাই সেই পূর্ব্ব বল,
প্রবৃত্তির আজ্ঞা বয়ে হয়েছে দুর্ব্বল !
পূর্ব্বে ভব-সিন্ধুর প্রখর স্রোত-জলে,
প্রতিকূল গতি হেলে করিয়াছ বলে,

নাই নাই নাই এবে শকতি এমন,
প্রবৃত্তির প্রতিকূলে করহ গমন।
কিন্তু যদি যতন করহ অনিবার,
পাবে পাবে পূর্ব্ব বল, পাবে পুনর্ব্বার।

অরে রে বিমূঢ় চঞ্চল মন!
কোন্ রূপে মত্ত হলি এমন?
ওরূপ এরূপ সদা না রবে,
কালেতে নিশ্চয় বিরূপ হবে।
সৌন্দর্য্য- সাগরে যে প্রিয় হয়,
কখন এরূপ ওরূপ নয়।
জ্যোতির্ম্ময় ভানু-আভা যেমন,
করে সমুজ্জ্বল বিধুবদন,
সৌন্দর্য্য-ছটায় যার তেমন,
স্বভাব সুন্দর হের এমন,
প্রেমোৎফুল্ল মনে মেলি নয়ন,
তাহার সৌন্দর্য্য কর ঈক্ষণ।
হাফেজ! হেরিবে সে রূপ তার,
আছে কি তেমন আঁখি তোমার;

—

ঈশ্বর-বিরহ।

ওহে প্রাণধন! তোমা বিহনে,
নিয়ত যে দুঃখ আমার মনে;
তব সুখময় মিলন তরে,
যত উৎসকতা মম অন্তরে;
তব প্রেমামৃত করিতে পান,
তৃষ্ণার্ত্ত যেমন আমার প্রাণ;
সে সব বলিয়া জানাব কত,
বলিবার শক্তি নাই হে তত।
হাফেজ! কি কাজ বলিয়া তাহা?
তব প্রিয় জানে অনুক্ত যাহা।
আর কত প্রিয় বিরহানল,
দহিবে আমার হৃদয়স্থল?
হায়, কত আর তার কারণে,
কেঁদে কেঁদে সদা ভ্রমিব বনে?
আর কত দিন ধৈরয ধ'রে,
রাখিব জীবন এ কলেবরে?
প্রাণেশ বিরহ উচ্চ শেখর,
আমি ক্ষুদ্রতর তৃণ শোসর;
কিরূপে সহিব তাহার ভার,
বুঝি প্রাণ যায় মম এবার।

হাফেজ ! হবে কি [illegible]
জীবনেশ-তরে যাবে জীবন।

প্রকৃত সুখ।

কত সুখ স্বাদপূর্ণ সুভোগ-অশনে,
কত সুখ সুবিচিত্র বসন ভূষণে,
কত সুখ নৃপতির রম্য নিকেতনে,
কত সুখ কিঙ্করীর চামর-ব্যজনে,
প্রিয়তম প্রেমসুখে প্রবঞ্চিত যারা,
অই সব তুচ্ছসুখ সুখ ভাবে তারা ;
যে সুখ প্রাণেশ প্রেমে বিতরে আমারে,
সাম্রাজ্যে সম্রাটে কি সে সুখ দিতে পারে ?
গান করি বিভুগুণ বিহঙ্গ-নিকরে,
যেই সুখামৃত সিঞ্চে আমার অন্তরে ;
নরেন্দ্রের সুগায়ক কালবাতগণ,
পারে কি করিতে তত শ্রবণ-রঞ্জন ?
সামান্য তরুর পত্র করি দরশন,
যেমন আনন্দরসে রসে মোর মন ;
সুচিত্র সৌধের চারু দৃশ্যে সে প্রকার,
ভূপের কি হয় মনে সুখের সঞ্চার

বসন্ত কাল।

দুরন্ত হেমন্ত শেষ, ধরিয়া বিনোদবেশ,
মধুর বসন্ত ঋতু, ধরাতলে আইল ;
দুখের হেমন্ত হায় ! কেন মম নাহি যায়,
সুখের বসন্তাগম, কেন বা না হইল ?

সংমিলন সমাচারে, অলিকুলে তুষিবারে,
দূত প্রায় দক্ষিণের প্রভঞ্জন ধাইল ;
সে প্রাণেশ সহ মম, কবে কবে সমাগম,
সুখের সে বার্ত্তা আজো, কেহই না আনিল।

সুখদ সুধার সদ্ম, কুমুদ কহ্লার পদ্ম,
সরিৎ-সরসী-জলে বিকসিত হইল ;
মম আশা-সরোজিনী, নিরন্তর বিনোদিনী,
আজিও মানস-সরে প্রস্ফুটিত নহিল।

বনে বনে কুতুহলে গুঞ্জে গুঞ্জে পুষ্পদলে,
মধুপানে মধুকর, প্রাণ মম তুষিল ;
মম মন-মধুকরে, সংযোগ-কুসুমোপরে,
মধুপানে হায় ! কেন, প্রবঞ্চিত রহিল ?

প্রিয়বন্ধু-আগমনে, কোকিল সানন্দ মনে,
সহকারে বসি অই, কুহুধ্বনি করিল ;
বিনে প্রাণপ্রিয় জন, মম আলাতন মন,
গগন প্রাঙ্গণ ব্যর্থ, হা হা রবে ভরিল !

কুজ্ঝটিকা হ'ল নাশ, দিনমুখ সুপ্রকাশ,
যামিনীতে চন্দ্রিকার মলিনতা ঘুচিল ;
হায় ! হায় ! কি কারণ, অদ্যাপি আমার মন,
কুচিন্তা-কুয়াসা-জালে, পরিম্লান রহিল ?

যত মহীরুহগণ, নব পত্রে সুশোভন,
তাদের দুখের দিন, বিবর্ত্তিত হইল ;
প্রাণেশ বিরহ কাল, সমভাব চিরকাল,
হায় ! হায় ! অন্য ভাব, আজিও না ধরিল।

বন্ধু বিয়োগে প্রণয়ীর বিলাপ।

গত দিন যেই প্রিয়জন-ফুল্ল-
বদন-সরোজ, সুললিত-বাণী-
মধুময়——হেরি, লভিল বিশুদ্ধ
সুখ মম চিত্ত মধুকর ; অদ্য
নিরখি বিশুষ্ক, বিগলিত তাহা,
কি বিষম শোক-দহন দহে রে !
অহ ! অহ ! যেই নয়ন সুচারু-
কমল পলাশে ! মধুকর কৈলে
দশন-নিবেশ, বিঁধিত মনেতে
সম দুখ-শেল, খরতর ; সেই
প্রিয়তম-নেত্রে, বলিভুক্-চঞ্চু,

নিরখি নিবিষ্ট, কত ধরি ধৈর্য্য!
মরি মরি যার বিরহ তিলেক
কভু সহিবারে, মম মন নারে,
অহ! অহ। তার বিরহ অনন্ত,
খরতর তাপ, সহিব কিরূপে?
শুন মন এবে, বিফল বিলাপ,
অচির পীরিতি-পরিণতি হেন!
সুখময় রাত্রি, অবসিত হোলে,
কুমুদ বিষাদে, হয় মুদিতাক্ষী,
নিশি-উপনীতা, রবি গত অস্তে,
নিরখি, সরোজ-বদন বিষণ্ণ;
মধু-ঋতু-অন্তে কুহুরব-সজ্ঞে
বিরহ-বিষাদে কুহুরব ছাড়ে;
ঘন ঘনজালে, বিধু যদি ঢাকে,
চকিয়া চকোরে, অসুখিত থাকে;
নিরখি পয়োদে শিখিকুল রঙ্গে,
উচু করি পুচ্ছ, গিরিপর নাচে;
খরতর বাতে জলদ লুকালে,
হয় শিখি-সজ্ঘ মন-সুখভঙ্গ।
বলি অতএব, পরিহর শোক,
মজ মজ নিত্য প্রণয় অমিয়ে।

উৎপত্তি-স্থল মহত্ত্বের কারণ নয়।

কত কত বন্য কুসুম সুগন্ধি ;
উপবন-পুষ্প সুরভি-বিহীন ;
কত কত নীচ তরু-ফল তোষে
মধুর রসেতে ; কত কত তুঙ্গ-
শির সুবিশাল বিটপিসমূহ,
ফল-রস-শূন্য, জন-গণ-হেয় !
কত কত তুচ্ছ-স্থল পরিদীপ্ত,
মণির বিমুগ্ধ নিরমল ভাসে ;
কত কত রম্য নৃপ-পুর হৈতে
অহ ! শুধু কাচ-কিরণ বিকাশে !

নিদাঘ-নিশীথ-ভ্রমণ।

একদা নিদাঘ কালে নিশীথ-সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে।
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন,
ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধু-জলে মন।

উত্তাল-তরঙ্গময়-সাগর-সমান,
কোলাহল-পূর্ণ ছিল যেই জনস্থান ;
নির্ব্বাত-তড়াগ সম হয়েছে এখন,
স্তব্ধীভূত সুগম্ভীর শান্ত-দরশন।
তরুপরে ঝিল্লি শুধু ঝিঁ ঝিঁ রব ক'রে,
সুধার সু-ধার ঢালে শ্রবণ বিবরে।
ভুবনব্যাপিনী চারু চন্দ্রিকার ভাস,
বোধ হয় প্রকৃতির আস্য ভরা হাস।
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে,
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে।
টুপ্ টাপ্ পড়িছে শিশির-বিন্দুচয়,
প্রকৃতির সুখ-অশ্রু অনুভূত হয়।
চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে,
সমুজ্জ্বল অগণন তারকা সঙ্কাশে।
যেন নীল চন্দ্রাতপ ঝক্ ঝক্ জ্বলে,
হীরকের কাজ তায় করা সুকৌশলে।
সুধাকর সুধা-কর মানস মোহন,
হাস্যমুখে তোষে নিশি-প্রেয়সীর মন ;
কেলি, কুতূহলচ্ছলে থাকিয়া থাকিয়া,
লুকায় মেঘের আড়ে ধাইয়া যাইয়া।
পতির প্রফুল্ল মুখ না হেরি নয়নে,
পাণ্ডুরাগ নিশি সতী [illegible] ক্ষণে ক্ষণে।

নিরখি এ রস রঙ্গ লীলা কাদম্বিনী,
থেকে থেকে মৃদু হাসে যেন সে সঙ্গিনী।
অনন্তর প্রমোদ-অন্তরে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে;
বিকসিত কামিনী-কুসুম তরুতলে,
বসিলাম চিন্তাসখী সহ কুতূহলে,
মনোরমা সে তটিনী নয়ন-রঞ্জিনী,
নিরমল-নীরময়ী মৃদুলগামিনী।
মন্দ-মন্দ-বায়ু-ভরে মন্দ মন্দ হেলে,
বিধুর উজ্জ্বল আভা তার হৃদে খেলে;
চক্‌মক্ ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ জ্বলে।
বোধ হয় প্রকৃতি করেছে হল জলে।
কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল,
কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল।
আম জাম নারিকেল গুবাক তেঁতুল,
নানাজাতি তরুদলে শোভে দুই কুল!
শশি-করে তাহাদের স্নেহময় কায়,
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে হায়।
কোথায় মাধবী-সহ জড়িত হইয়া,
সহকার নদী'পরে পড়েছে বাঁকিয়া।
যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে,
মুখ দেখে কান্তাকান্ত পুলকিত মনে;

কোথাও বাঁশের ঝাড় বাঁকিয়া পড়েছে,
কোথাও তেঁতুল ডাল হেলিয়া রয়েছে।
শোভিছে তাদের ছায়া সলিল-ভিতরে,
ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে সমীরণ-ভরে।
থেকে থেকে গুপ্ গাপ্ করে মৎস্যগণ,
সে রব শ্রবণে হয় মোহিত শ্রবণ।
সারি সারি তরণী দু-ধারে শোভা পায়,
দাঁড়ী মাঝী আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায়।
কেহ বা জাগিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।

এইরূপে প্রকৃতির রূপ দরশনে,
অহো! কি বিমল সুখ উপজিল মনে।
শিহরিল কলেবর পুলকে পূরিল,
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল।
মনে মনে কহিলাম—অয়ি সুপ্রকৃতে!
শোভনে! বিচিত্র-চারু-ভূষণ-ভূষিতে!
মরি মরি কিবা তব মোহিনী মূরতি,
নিরখি নয়নে হল জড়প্রায় মতি!
অপরূপ তব রূপ একরূপ নয়,
নব নব রূপ ধর সময় সময়।—
যখন প্রাবিট্ কালে জলদের দল,
নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগন-মণ্ডল;

ঝম ঝম রবে হর্ষে বর্ষে নব নীর,
মাঝে মাঝে ভীম-রবে গরজে গভীর ;
থেকে থেকে জ্যোতির্ম্ময়ী চপলা চমকে,
ভুবন উজ্জ্বল করে রূপের ঠমকে ;
কদম্ব কেতকী আদি কুসুমনিকরে,
ফুটিয়া কানন-কায় অলঙ্কৃত করে ;
তখন তোমার চারুরূপ দরশনে
বল বল নাহি হয় মুগ্ধ কোন্ জনে ?
সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন,
নব পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন ;
ফুল্ল ফুল দুর্ব্বাদল চারু আভরণে,
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্য বদনে ;
বিহঙ্গ-নিনাদ-চ্ছলে গাও সুললিত ;
তখন না হয় কার মানস মোহিত ?
এইরূপ যে সময় যেই রূপ ধর,
তাতেই তখন ভব-জন-মন হর।
সাধে কি গো, কত মহা মহা কবিবর,
উপেক্ষিয়া নগরের শোভা মনোহর,
গভীর অরণ্যে ঘন শ্যামল প্রান্তরে,
ভীষণ বিজন গিরি-শিখরে গহ্বরে,
হেরিবারে তোমার এ রূপ বিমোহন,
অনুক্ষণ স্তব্ধভাবে করেন ভ্রমণ ?

সাধে কি গো, সুকোমল শয্যা পরিহরি,
তটিনীর তীরে তাঁরা আগমন করি,
তরুতলে ধরাসনে কুতূহলে বসি,
তব-রূপ দরশনে কাটান তামসী ?
সাধে কি গো, কবিদের সুখময় মন,
সম্পদের প্রেমরসে মজে না কখন ?
ভুলিয়া তোমার রূপলাবণ্য লোকনে,
কল্পনা-সঙ্গিনী-সঙ্গে বঞ্চে রঙ্গমনে ?
সাধে কি গো, কবিদের সফল নয়ন,
তুচ্ছ ভাবে অট্টালিকা, স্তম্ভ সুশোভন,
সামান্য তরুর পাতা করি দরশন,
মুহুর্মুহু পুলকাশ্রু করে বরিষণ ?
ধিক্ সে মানবগণে ধিক্ ধিক্ ধিক্ !
তোমা চেয়ে শিল্পে যারা বাখানে অধিক ;
হেরিতে কৃত্রিম শোভা ব্যগ্রচিত্তে ধায়
তোমার সৌন্দর্য্যপানে ফিরিয়া না চায় ;
কৃত্রিম কুসুম দৃশ্যে প্রসক্তহৃদয়,
স্বভাবজ ফুল্ল ফুলে অনুরক্ত নয়।
মনুষ্য নির্ম্মিত রম্য হর্ম্ম্যের ভিতরে,
বদ্ধ থাকে চিরকাল প্রফুল্ল অন্তরে,
মাঝে মাঝে নিবারিতে আমোদের বাই,
নাচায় গা(ও)য়ায় এনে কাশ্মিরের বাই।

উদ্যান বিপিন গিরি করিয়া ভ্রমণ,
তোমার বিচিত্র রূপ হেরে না কখন।
বনবাসী বিহঙ্গের মধুময় গান,
শ্রবণ করিয়া কভু না জুড়ায় প্রাণ।
বিফল তাদের জন্ম বিফল জীবন,
কখন না দেখে তারা সুখের বদন।
ধন্য ধন্য সেই সুচতুর শিল্পকর!
যে রচিল তোমার এ তনু মনোহর।
বিচিত্র কৌশল তাঁর অনন্ত শকতি,
বারেক ভাবিলে হয় অবসন্না মতি।
বল গো শোভনে অয়ে প্রকৃতি-সুন্দরি!
কে রচিল তোমার এ কান্তি সুখকরী?
কোথা সেই রচয়িতা সর্ব্বগুণাধার?
কোথা গেলে পাব আমি দরশন তাঁর?
তাঁর কৃপা সিন্ধু-নীরে হয়েছি মগন,
মিলিবে কি ক'রে সেই অমূল্য রতন?

উপদেশ।

এক দিন স্ববাসের স্নেহের বন্ধন,
ছেদ করি চলিলাম, করিতে ভ্রমণ।
যাইতে যাইতে হেরি এক গিরিবর,
তুষার-মণ্ডিত-শৃঙ্গ অতি উচ্চতর;

দীর্ঘতা এমন তার দীর্ঘতা এমন,
বোধ হয় যেন ভেদ করেছে গগন।
কহিলাম তখন--"হে উত্তুঙ্গ শিখর!
ভাল তুমি পাইয়াছ দীর্ঘ কলেবর।"
পর্ব্বত-শরীরে লাগি মম এই ধ্বনি,
প্রতিধ্বনি-চ্ছলে গিরি কহিল অমনি;
"বৃহৎ যেমন হের শরীর আমার,
তব পদ-লগ্ন-রেণু-অণু সে প্রকার।
শুধু ঊর্দ্ধদিকে কর নয়ন চালন,
একবার নিম্ন ভাগ কর বিলোকন।"

দুঃখ বিনা সুখ হয় না

কি কারণ, দীন! তব মলিন বদন?
যতন করহ লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ! ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
মনে ভেবে বিষম-ইন্দ্রিয়-রিপু-ভয়,
হাফেজ! বিমুখ কেন করিতে প্রণয়?

কাল।

কে করে গোষ্পদে ঘোর জলধি দুস্তর ?
কে করে জলধি-তনু গোষ্পদ সোসর ?
মহারণ্যে পরিণত কে করে নগর ?
কে করে মানব-পূর্ণ বন ভয়ঙ্কর ?
কে করে মার্ত্তণ্ড-খর-কর ম্রিয়মাণ ?
কে করে তিমিরাচ্ছন্ন বসুধা বয়ান ?
কে করে শেখর শিরে বজ্র সম্প্রহার ?
অয়ে কাল। তোমা ভিন্ন কেহ নহে আর !
যে খর নখরাঙ্কুশে কেশরী ভীষণ,
অবহেলে করী-কুম্ভ করে বিদারণ ;
চূর্ণ হয় সে নখর তোমার দশনে,
বিমিশ্রিত হয় ক্ষুদ্র বালুকার সনে ;
যে ভুজঙ্গ করি বিষ-দশন প্রহার,
পলকে করিতে পারে জীবন সংহার ;
শরীর শিহরে যারে করিলে স্মরণ,
তাহাকেও দন্তে তুমি করহ চর্ব্বণ।
এই যে সম্মুখে ভগ্ন নৃপ-নিকেতন,
তোমার সুকীর্ত্তি কলা করিছে ঘোষণ।
সুমধুর মৃদঙ্গ নূপুর কলধ্বনি,
ধ্বনিত হইত যথা দিবস রজনী।

হায় হায় এক্ষণ সে পুরীর ভিতরে,
করিছে কর্কশ রব শ্বাপদ-নিকরে!
প্রভাতে প্রমোদবালা সুকোমল করে,
নোয়াইয়া যে সকল লতিকা আদরে,
বিকচ-কুসুমচয় করিত চয়ন;
শাখামৃগে ছিন্ন তাহা করিছে এখন।
নিরন্তর প্রফুল্লিত প্রসূন-মালায়,
সাজাইত যে তোরণ যত্নে হায় হায়!
কণ্টকী লতায় তাহা আবৃত এখন;
হেরি অশ্রু নাহি ফেলে কাহার নয়ন?
যেই মনোহর দৃশ্য গবাক্ষ-নিকর,
শোভিত প্রমদা-ফুল্লমুখে নিরন্তর;
এবে তাহা লূতাতন্তুজালে আচ্ছাদিত;
নিরখি না হয় কার হৃদি বিদারিত?
যোষার কুঙ্কুমলিপ্ত-চরণ-লাঞ্ছন,
হায় যে সোপান-শ্রেণী করিত শোভন,
সদ্যোহত-মৃগ-রক্ত প্রলিপ্ত চরণে,
করিছে রঞ্জিত তাহা শার্দ্দূলে এক্ষণে।
এইরূপ কত কত সৌধ সুচিত্রিত,
অয়ে কাল! তোর দন্তে হয়েছে চূর্ণিত!
কত কত বীর-চূড়ামণি যোদ্ধৃদলে,
করেছিস্ দগ্ধ তুই জঠর অনলে।

সাধিস্ মানব-সুখে বাদ নিরন্তর,
বল বল করেছে কি ক্ষতি তোর নর?
বিষয়ীর বিষয়ের সুখভোগ হর,
যুবকে যৌবনসুখে প্রবঞ্চিত কর,
প্রেমিকে বঞ্চিত কর মিলন সুখেতে,
বুঝি তোর এ সকল সহে না চক্ষেতে।
হরণ করিয়া প্রাণপ্রিয়তম জনে,
কত দিতেছিস্ দুখ প্রেমিকের মনে;
কর কর কর তুমি যাহা ইচ্ছা হয়
আমি তোর কিছুমাত্র নাহি করি ভয়।
যেই সুখভোগে মত্ত আমার এ মন,
কি সাধ্য সে সুখ তোর করিতে ভঞ্জন?
যেই প্রিয়-প্রেমে মুগ্ধ আমার অন্তর,
অধিকার নাই তোর তাহার উপর।

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে উপদেশ।

কার না উপজে ভয় কুকার্য্য করিতে?
দূরে ভ্রমে যার মন ঈশ্বর হইতে।
বল বল বৃথা সুখে মত্ত কার মন?
সার-সুখ-রসাস্বাদ না পায় যে জন।

অনৃত কথনে বল কে উৎসুক হয় ?
সত্যের মহিমা যেই অবগত নয়।
সকলি অনিত্য ধন করিছে অর্জ্জন,
নিত্য ধন লাভে নাই কাহার যতন।
সকলি ভ্রমিছে পাপ-কণ্টক-কাননে,
ভ্রমেও ভ্রমে না কেহ পুণ্য-উপবনে।
সকলি অনিত্য ধনে মুগ্ধ অনুক্ষণ,
প্রাণেশের প্রেমে প্রেমী নহে কোন জন।
সকলি পশুর প্রায় ভরিছে উদর,
স্মরে না কে যোগাইছে ভক্ষ্য নিরন্তর।
সকলি কাটায় কাল বিষয় চিন্তায়,
যেই দিল সে বিষয় চিন্তে নাকো তায়।
তুচ্ছ প্রেম অনুরোধে প্রাণ পরিহরে,
বিষয় ত্যজিতে নারে সে প্রাণেশ তরে।
দেখে শুনে খেদানলে দহি অনিবার,
হায় এ কি মানবের রীতি চমৎকার !
কে পারে বিপদ সহ করিতে সমর ?
যার চিত্ত-সহকারী ধৈর্য্য নিরন্তর।
কে পারে দারিদ্র্য হেলে করিতে সহন ?
অবস্থার অস্থায়িত্ব জানে যেই জন।
কে পারে কুবৃত্তিদলে করিতে দমন ?
বিবেক-বৈরাগ্যবলে বলী যার মন !

কে পারে বিষয়লিপ্সা করিতে সংহার ?
ইন্দ্রিয়নিকর রহে বশীভূত যার।
বল বল কিরূপে পবিত্র হয় মন ?
মনোময়ে মনপুরে করিলে স্থাপন !
বল বল সফল কিরূপে হয় প্রা
প্রাণেশের তরে তাহা যদি করে দান ;
বল কার এ জগতে বিফল জনন ?
ধর্ম্মহীন, পাপে রত নিয়ত যে জন।
জেনে শুনে কু-পথে কে চালায় চরণ ?
ঈশ্বরের ভক্তিশূন্য হয় যার মন।
বিশ্বাস না হয় বল পরকালে কার ?
আপনার প্রতি নাই বিশ্বাস যাহার।

বিশ্বের শিল্পচাতুরী।

হে নাথ ! কি শিল্প-চাতুরী তব,
কার সাধ্য ভবে বর্ণে সে সব।
যখন বিশ্বের যে দিকে চাই,
কতই কৌশল দেখিতে পাই।
প্রকৃতির মনোমোহন কায়,
যে শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশে হায় !

এ জগতে নাই তুলনা তার ;
তব সম শিল্পী কে আছে আর ?
এই যে সুনীল গগনতল,
শোভা পায় যায় জ্যোতিষ্কদল,
ফুল্ল-ইন্দীবর-নিকর-ময়,
নীলাম্বুধি-সম প্রতীত হয় ;
এই যে বিধুর মোহন কায়,
নয়ন জুড়ায় হেরিলে যায়,
যাহার সুচারু বিমল ভাস,
করেছে উজ্জ্বল এ বিশ্ববাস ;
এই যে বালার্ক আরক্তকায়,
প্রফুল্ল পঙ্কজ নিরখি যায়,
তিমির-তরঙ্গ ঠেলিয়া করে,
উঠেছে ক্রমশ মস্তক পরে,
আলোকে পূরিল অখিল বিশ্ব,
প্রকাশিছে অতি বিচিত্র দৃশ্য ;
এই যে শেখর প্রকাণ্ড অতি,
রোধ করিয়াছে ভাস্কর গতি,
তুষার-মণ্ডিত শিখর যার,
কটিদেশে শোভে জলদহার,
বিবিধ প্রসূনে ভূষিত কায়,
মুগ্ধ হয় মন হেরিলে যায় ;

এই যে নীরধি ভীষণতর,
গগন নমিত যাহার পর,
ফেনপুঞ্জে শোভে সুনীল জল,
শুভ্র অভ্রে যথা গগনতল,
কেলি করে তুঙ্গ তরঙ্গদলে,
ঝক্‌মক্ ভানু-কিরণে জ্বলে ;
এই যে সুরম্য শস্যের ক্ষেত্র,
নিরীক্ষণে যাহা জুড়ায় নেত্র,
শ্যামল-বরণ বিটপিদল,
আরক্ত সুপক্ক ধান্য সকল,
একত্র দ্বিবিধ-বরণ ভাস,
মনোহর দৃশ্য করে প্রকাশ ;
এই যে ললিত লতিকাচয়,
প্রফুল্ল প্রসূনে সুশোভাময়,
আদরে দুলিছে অনিলভরে,
দর্শকের অক্ষি বিমুগ্ধ করে ;
হে নাথ ! তোমারি রচিত সব,
ধন্য ধন্য ! শিল্পচাতুরী তব,
তুমিই ময়ূর-কলাপচয়,
করেছ এমন সুচিত্রময়,
তুমিই সুরম্য কুসুম কারু,
তুমিই গড়েছ নৃমুখ চারু।

নিরখি এ সব হায়! যে জন,
তব প্রেমপাশে বাঁধে না মন,
বিফল জনম তার নিশ্চয়,
পশু বলি তারে, নর সে নয়।

প্রেম।

অয়ে প্রেম! তব দশা-ঈক্ষণে,
কত না যাতনা হতেছে মনে।
স্বেচ্ছাচারি-মূঢ়-মানব-করে,
কি বিদশা তব হয়েছে প'ড়ে।
তোমার পরম পবিত্র কায়,
মনুজ দিয়েছে কলঙ্ক তায়।
তুমি ভব-দুখ-জলধি-সেতু,
বিশুদ্ধ শাশ্বত সুখের হেতু।
ব্যবহারদোষে মানবচয়,
করিছে তোমায় কলঙ্কময়!
বিমোক্ষ-ভবন-গমন-তরে,
তুমি সার পথ ভব-ভিতরে।
কিন্তু রিপুবশ নরে তোমায়,
নরকের পথ করেছে হায়!

পূর্ব্বে সাধুগণ-হৃদয়-মাঝ,
করিতে তুমি হে সদা বিরাজ
ইন্দ্রিয়-প্রসক্ত-কুজন-মনে,
হীন বেশে বাস কর এখনে।
মহেশ প্রেমিক মহর্ষিগণ,
করিত তব যে নাম কীর্ত্তন ;
নরদোষে সেই নাম এখন,
উচ্চারিতে হয় লজ্জিত মন।
হায় কবে তব যাবে এ ভাব,
হায় কবে তুমি পাবে স্বভাব !
হায় আর কবে মনুষ্যসব,
উচিত ব্যভার করিবে তব।

ধন ও সন্তোষ।

হে ধন ! তোমায় মানবদলে,
সুখের সাধন কি গুণে বলে ?
কেন হে তোমায় উৎসুক মনে,
উপার্জ্জন করে সকল জনে ?
কেন কেন তব প্রলোভ-তরে,
স্বাধীনতা সবে বিক্রয় করে ?

কোন্ গুণে তব এত আদর ?
তব প্রেমে মত্ত কি গুণে নর ?
আদরে তোমায় যে সুখ-আশে
আছে কি সে সুখ তোমার পাশে ?
বৃথা ভ্রান্ত জীব না জেনে তত্ত্ব,
হয়েছে তোমার প্রেমেতে মত্ত।
প্রকৃত সুখেতে তুষিতে মন,
কি সাধ্য তোমার বল হে ধন !
পারিতে যদ্যপি মানব-মন,
পূর্ণ সুখ তুমি করিতে ধন !
তবে সংগোপনে সধনগণ,
ছাড়িত না দীর্ঘ শ্বাস কখন।
সমুজ্জ্বল ফুল্ল চারু বয়ান,
হ'তো না তাদের কখন ম্লান !
কুটীর-নিবাসী কৃষকচয়,
ধনী হ'তে কত সুখেতে রয়।
কত কত ধনহীন–নয়নে,
বিরাজে সুখাশ্রু সকল ক্ষণে !
কত কত ধনী-নয়নদ্বয়,
নিরখি নিয়ত দুখাশ্রুময়।
তুমি যদি সুখ-সাধন ধন !
তবে কেন বল হেরি এমন ?

সত্য সত্য আমি জেনেছি ধন!
সন্তোষ-প্রকৃত সুখ-সাধন।
সন্তোষ বিরাজে মানসে যার,
সেই সুখী, ভবে সুখী কে আর?
দারিদ্র্যে ভ্রূকুটি দেখায় তারে,
ম্লানচিত্ত কভু করিতে নারে।
বিপদ স্ববলে তার কখন,
হরিতে না পারে সুখরতন।
কোথা হে সন্তোষ! করিছ বাস,
এস এস মম হৃদয়াবাস।
তুমিই প্রকৃত সুখের মূল,
ধন কভু নয় তোমার তুল।
তুমিই অমূল্য অতুল্য ধন,
কর তুমি ধনী আমার মন।

যুবকের প্রতি।

অয়ে সুকুমার-কান্তি তরুণ-নিচয়;
কেন কেন সবে এত প্রমত্ত-হৃদয়?
যে যৌবন ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ সমান,
কেন এত কর সে যৌবন-অভিমান?

গ্রাসিবেক বার্দ্ধক্যে এ যৌবন যখন,
কোথা রবে অভিমান মত্ততা তখন ?
ভেবেছ কি এই ভাবে চিরদিন-রবে,
অবশ্যই একদিন বিবর্ত্তিত হবে।
দিবসের শেষ ভাগে তামসী যেমন,
যৌবনের পাছে পাছে বৃদ্ধতা তেমন।
বসুধার যেই মনোহর কলেবর,
ঋতুকুল সাদরে সাজায় নিরন্তর,
প্রবল প্লাবন হায় প্রবল প্লাবন,
হরে সে মোহনতনু-সৌন্দর্য্য যেমন ;
সেইরূপ তব যেই তনু এই ক্ষণে,
শোভিছে যৌবন-চারু-লাবণ্য-ভূষণে,
সত্য সত্য সত্য সেই তনু এক দিন,
করিবেক বার্দ্ধক্যেতে লাবণ্য-বিহীন।
এই যে চঞ্চলতর নয়ন তোমার,
বার্দ্ধক্যে করিবে নাশ দৃষ্টিশক্তি তার।
এই যে প্রফুল্ল মুখ কমল সমান,
বার্দ্ধক্যে করিবে তাহা অবশ্যই ম্লান।
যে কর সক্ষম এবে মাতঙ্গ-বন্ধনে,
হইবে অক্ষম তাহা মক্ষিকা তাড়নে।
এই যে শরের সম সরল সুকায়,
বার্দ্ধক্যে করিবে তাহা আয়ুধের প্রায়।

বলিত হইবে চর্ম্ম, স্খলিত দশন,
ধরিবে কালিমা কেশ তুষার বরণ,
মরণের চিন্তা ভিন্ন নিশ্চয় নিশ্চয়,
ধর্ম্মচিন্তা করিতে নারিবে সে সময়।
অতএব গর্ব্ব প্রমত্ততা পরিহরি,
করহ ধর্ম্মের চিন্তা দিবস শর্ব্বরী।
বিফলে করিলে গত যৌবন এখন,
দহিবেক পশ্চাত্তাপে আমার মতন।

ঈশ্বরের করুণা।

বটে বটে নর! তোমার অন্তর
পূর্ণ নিরন্তর করুণাধনে
পরের বেদন, করিলে ঈক্ষণ,
দহে তব মন দুখদহনে।
করুণায় তব হাহাকার রব,
হ'য়েছে আকাশ-কুসুম প্রায়।
পুষ্টকলেবর, দরিদ্রনিকর
দিন দিন ক্ষীণ, দারিদ্র্য কায়।
যেমন তপন, বিকাশি কিরণ,
করে সংহরণ, তুহিন জল;
কৃপায় তেমন, করিছ হরণ,
বিপন্ন-নয়ন-অশ্রু সকল।

কিন্তু যেই ক্ষণে বিভুদয়া-সনে
তব কৃপা মনে, করি তুলনা ;
অনুবোধ হয়, তখন নিশ্চয়
শৈল আর ক্ষুদ্র বালুকাকণা।

প্রলভিতে যশ, তুমি দয়াবশ
কিংবা পারত্রিক সুখের আশে ;
সে কৃপানিধান করিছেন দান,
নিষ্কাম করুণা এ বিশ্ববাসে !

অনুগত জন, দুখনিবারণ,
তোমার ভাণ্ডার সতত করে ;
বিভুর ভাণ্ডার, এ বিশ্ব সংসার,
কি শত্রু কি মিত্র সবার তরে।

করিলে প্রার্থনা, প্রার্থীর বাসনা,
সত্য সত্য তুমি পূরণ কর ;
দেহ মন প্রাণ, করেছেন দান,
প্রার্থনার পূর্ব্বে সে কৃপাকর।

তব কৃপাচয়, পক্ষপাতময়,
কিন্তু নিরক্ষেপ, করুণা তাঁর।
তাঁহার সমান, দয়ার আধান
এ ভবমণ্ডলে কে আছে আর।

——

আকাশ।

ভো নভোমণ্ডল! বল স্বরূপ,
কে দিল তোমায় এরূপ রূপ।
এ ভবভব.ন যে দিকে চাই,
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই।
অসংখ্য তারকাজালে মণ্ডিত,
বিবিধ বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত,
পেয়েছ এরূপ অনন্ত দেহ,
তব অন্ত নারে বলিতে কেহ।
যে দিল তোমায় এরূপ কায়,
বারেক দেখাতে পার কি তায়?
শ্বেত, নীল, পীত, লোহির রঙ্গে,
যে করিল চিত্র তোমার অঙ্গে।
বারেক হেরিতে সে চিত্রকরে,
বাসনা আমার মানস করে।
কোথা গেলে আমি পাইব তাঁয়,
বল হে আকাশ! বল আমায়।

বায়ু।

বল বল বল হে বিশ্বপ্রাণ
তোমায় করিল কে বিশ্ব-প্রাণ ?
যথা তথা সদা করি ভ্রমণ,
শীতল করিছ জীব-জীবন।
কভু ধর বল প্রবল অতি,
কভু কর অতি সুধীরে গতি।
সমভাবে সবে করিছ স্নেহ,
কৃপালাভে নহে নিরাশ কেহ।
ভূপের সন্তাপ যেরূপ হর,
দরিদ্রে নিস্তাপ যেরূপ কর।
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হয় যে জন,
তুমি তার দুঃখ কর মোচন।
এ গুণ তোমারে দিলেন যিনি,
বল বল কোথা আছেন তিনি ?
হেরিতে তাঁহারে মানস চায়,
কোথা গেলে আমি পাইব তাঁয় ?

অস্থিরতা।

এ ভব-বিভব সব অচির,
কখন কি হয় নাহিক স্থির।
যথা তরঙ্গিণী-তরঙ্গচয়,
কিছুকাল থাকি বিলীন হয়;
অথবা অচির প্রভা যেরূপ,
তিলেক প্রকাশি স্বীয় স্বরূপ,
অচিরে অমনি লুকায় কায়।
বিষয়নিচয় তেমনি প্রায়।
নিয়ত বিষয় সংশয়ময়,
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাহিক হয়।
তাই বলি ওহে বিষয়ি-নর!
চরম বিষয় সঞ্চয় কর।

ধার্ম্মিক ও পাপী।

পরম-পবিত্র ধাম ধার্ম্মিক-অন্তর,
পাপীর অন্তর ঘোর নরক-সোসর।
নির্ম্মল ধার্ম্মিক মন সমুজ্জ্বলতর,
মলিন নিষ্প্রভ যত পাপীর অন্তর।

সতেজ সদ্‌বৃত্তিচয় ধার্ম্মিকের মনে,
প্রবল পাপীর চিত্তে কুপ্রবৃত্তিগণে।
ধার্ম্মিকের সরল মানস অবিরত,
তুঙ্গ-ধর্ম্ম শৈল শৃঙ্গ–উঠিতে উদ্যত।
কিন্তু যত পাপাত্মার দুর্ব্বল অন্তর,
পরম্পর অধোগতি করে নিরন্তর।
বিভুর পবিত্রাসন ধার্ম্মিকের মন,
পাপীর মানস অসুরের নিকেতন।
বিষয়-প্রসক্তি-শূন্য ধার্ম্মিকের চিত,
পাপীর মানস সদা বিষয়-জড়িত
অসুখেও ক্ষুণ্ণ নয় ধার্ম্মিক-হৃদয়,
বিষণ্ণ পাপীর চিত্ত সুখেতেও রয়।
বিপদেও স্থিরতর ধার্ম্মিকের মন,
চঞ্চল পাপীর মন সদা সর্ব্বক্ষণ।
ধার্ম্মিকের সুখ-আশা শাশ্বতী নিশ্চয়।
সুখ-আশা পাপীর ঐহিকে বদ্ধ রয়।
মৃত্যুতেও ধার্ম্মিকের চিত্ত ভীত নয়,
পত্রপাত-শব্দে কাঁপে পাপীর হৃদয়।

——

ঈশ্বর-প্রেমিক।

প্রিয়! তব প্রেমে মগ্ন হয়েছে যে জন,
নাহি হয় আর সে কিছুতে নিবারণ।
বিষয়-সুখের বাহ্য-শোভা মনোহর,
আকৃষ্ট করিতে নারে তাহার অন্তর।
অপ্রেমিক লোকে করি ভয় প্রদর্শন,
ফিরাইতে নারে তার মানস কখন।
শর্করার রসাস্বাদ যে মক্ষিকা পায়,
পারে কি সহজে কেহ তাড়াইতে তায়?
তাড়নে না যায়, যদি যায় পুন আসে,
শঙ্কা নাহি করে কিছু জীবন-বিনাশে;
তথা তব প্রেমাস্বাদ পেয়েছে যে জন,
লোকভয়ে নিবৃত্ত সে না হয় কখন।
অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিবারে পারে,
তব প্রেম রসাস্বাদ ত্যজিতে না পারে।

জ্ঞাত বিষয় কার্য্যে পরিণত কর।

অর্জ্জিত বিদ্যায় বল কিবা ফল তার,
বিদ্যা-অনুরূপ নহে ব্যবহার যার।
বল বল সে বলীকে বলী কেবা কয়,
কার্য্যকালে যার বল কার্য্যকারী নয়!

বিবেক বিজ্ঞানে বল কিবা ফল তার,
সৎক্রিয়া-সাহস নাই মানসে যাহার।
বল তার জীবনেতে কিবা প্রয়োজন,
জীবন সাফল্য লাভে বিমুখ যে জন।

বৃথা বস্তু।

বৃথা সে সুদুরারোহ-মহীরুহ ফল,
বঞ্চিত যাহার স্বাদে মনুজসকল।
বৃথা সে অমৃতভাষ-ভাষিণী রসনা,
না হয় যাহাতে সত্যমহিমা-ঘোষণা।
বৃথা সে কৃপণ-করতলস্থিত ধন,
জগতের হিত যায় না হয় কখন।

প্রশ্নচ্ছলে উপদেশ।

আছে কি জগতীতলে বক্তা এ প্রকার?
মন মুখ অনুক্ষণ একাকার যার।
উপদেষ্টা আছে বল কোথায় এমন?
আপনার উপদেশ যে করে গ্রহণ।
বল বল কোথা সে ধার্ম্মিক সদাচার?
কাপট্যবসনে নহে কায়াবৃত যার।

ঈশ্বরের মূর্ত্তি।

হে পুণ্য! তোমার কিবা মূর্ত্তি বিমোহন,
তুলনা কোথায় পাব কে আছে এমন।
তব এ বিশুদ্ধ বেশ হেরেছে যে জন,
পারে কি তোমায় সেই ভুলিতে কখন।
পাপী যদি তব মূর্ত্তি হেরে একবার,
কতক্ষণ পাপাসক্তি রহে তার আর?

স্তোত্র।

বল নাথ! কি কারণ মূঢ় মন,
বিষয়ের সুখে হইছে মগন।
ত্যজি অমৃত-সাগর যত্নভরে,
পড়িছে জল পাবক কুণ্ড পরে।
পরিহার করে সুখ মোক্ষ পথ,
নরকের পথে চলিছে নিয়ত।
বল হে বল হে বল শেষ-গতি;
কি হবে কি হবে মম শেষ গতি।
করুণা কর হে! করুণা কর হে,
মম মোহ-তমো নিচয়ে হর হে।

নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে !
নম চিন্ময় সত্য সনাতন হে !
তুমি পালক বিশ্ব নিয়ন্তৃ বিভো !
ভব ভাবন-নাশ-নিদান তুমি।
তুমি তাপ নিবারণ পাপহর,
তুমি ভীম ভবার্ণব ভেলক হে।
তুমি সর্ব্ব শরণ্য বরেণ্য গতি,
তুমি পূর্ণ পরাৎপর বিশ্বগুরু।
করুণার নিধান বিভো ! তুমি হে।
কত না করুণা করিলে মনুজে।
সুখ সাধন এই শরীর মনঃ
করুণার নিদর্শন নাথ ! তব,
গ্রহ-তারক-মণ্ডিত নীলনভঃ,
ধন-ধান্য-ভরা রমণীয় ধরা,
সুগভীর তরঙ্গিত নীরনিধি,
হিম-রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি,
সকলে পুলকে সম তান ধরি।
করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে।

কীর্ত্তন।

করহ বর্ষণ যথাকালে কাদম্বিনি!
হও হও শস্যপূর্ণা জননি মেদিনি!
কর কর রাজ্যেশ্বর। রাজ্যের কল্যাণ,
হও হও প্রজাগণ! রাজভক্তিমান্।
অয়ি শান্তি! বসুধারে কর আলিঙ্গন,
যাও যাও বিদ্রোহিতা সহিত স্বগণ।
প্রবল পিশাচ পাপ হউক বিনাশ,
এস এস ধর্ম্মদেব নর-হৃদিবাস।
নামের সার্থক্য লাভ হউক মিথ্যার,
করুক অখিল বিশ্ব সত্য অধিকার।
হও হও জিতেন্দ্রিয় নর সমুদয়,
সতীত্ব-ভূষণ পর রমণী নিচয়।
গাও গাও সবে মিলি মহেশ-কীর্ত্তন
কর কর মুগ্ধ তার প্রেমপাশে মন।

লক্ষ্মী ও বাগ্‌দেবী।

অয়ি লক্ষ্মী! কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি তোমার,
স্মরণ করিলে হয় ঘৃণার সঞ্চার।
যে সকল মূঢ় নর সদা স্বার্থপর,
ছলনা-চাতুরীময় যাদের অন্তর;

আত্মসুখ তরে যারা দুঃখ দেয় পরে,
পদ-মদ-ভরে পদ রাখে না ভূ-পরে ;
দুঃখিনীর অশ্রুরূপ তীক্ষ্ণ-বজ্র-ধারে,
যাদের কঠিন মন বিঁধিতে না পারে।
পিতৃহীন বালকের মলিন বদন,
ব্যথিত না হয় যারা করি দরশন ;
যাদের নিকটে স্থান না পায় সুজনে,
নিয়ত বেষ্টিত যারা চাটুকারগণে ;
পরকুৎসা, আপনার প্রশংসাবচন,
শ্রবণে উন্মুখ সদা যাদের শ্রবণ ;
যাহাদের গুরুতর অভিমান করে
প্রপীড়িত পার্শ্ববর্ত্তী দরিদ্রনিকরে ;
যাদের প্রাচীরপার্শ্বে দীন-হীনগণ
ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে করিছে ক্রন্দন,
কিন্তু নর্ত্তকীর নাচ পুরীর ভিতরে,
তাল ঠুকে গায়কেরা সুখে গান করে।
যাদের লালসা-তৃষ্ণা নিবারণ তরে,
বহিছে রক্তের স্রোত সমর-সাগরে ;—
দেখিলাম ভ্রমণ করিয়া এ ভুবন,
তারাই তোমার অতি প্রণয়ভাজন।
ক্রীত কিঙ্করীর প্রায় নিকটে রহিয়া,
তুষিছ তাদের মন যতন করিয়া।

কিন্তু যারা পরার্থ তৎপর সর্ব্বক্ষণ,
কখন না জানে ছল চাতুরী কেমন ;
পরের মনের দুঃখ হরণের তরে,
আপন সুখের চিন্তা কখন না করে ;
এমন যে মাননীয় মহাকবিগণ,
না পড়ে তাদের পরে তোমার নয়ন !
কবিকুল-চূড়ামণি কবি কালিদাস
কত কাব্যে কত রস করিলা প্রকাশ,
রত্নাকর স্বভাবের করিয়া মথন
উত্তোলিলা কত কত অমূল্য রতন,
উজলিলা দিক দশ যশশ্চন্দ্র-করে ;
না করিলা দৃষ্টি লোলে ! তুমি তাঁর পরে।
মহাযশা ইংলণ্ডের কবীন্দ্র মিল্টন,
(ধন্য তাঁর কল্পনা কবিত্ব সম্মোহন !)
কি আশ্চর্য্য বীর-রসে ভুবন ভরিলা ;
লোলে ! তুমি তার প্রতি ফিরে না চাহিলা।
পারসীক মহাকবি হাফেজ প্রবর,
যাঁহার জনমে ধন্য শিরাজ নগর,
বিচিত্র বিচিত্র বাক্য-কুসুম তাঁহার,
নিরমল তত্ত্বরস অমিয়-আধার,
পূরিছে ধরণী ধীরে যাঁর যশোগানে ;
ফিরে না চাহিলা লোলে ! তুমি তাঁর পানে।

কেন তুমি কবি প্রতি কঠিনা এমন ?
কেন তব কৃপায় বঞ্চিত কবিগণ ?
বুঝেছি বুঝেছি রমে ! কারণ ইহার,
কবিগণ সপত্নীর তনয় তোমার।
ভাল ভাল কর তুমি বাসনা যেমন,
তাঁরাও না চান তব করুণা কখন।
কেন তাঁরা ? আমি যে সে সকলের দাস,
অধম, না রাখি তব কৃপার প্রয়াস :
সত্য সত্য এই সত্য বচন আমার,
ভজিব না কোন দিন চরণ তোমার।
বটে ইথে ক্রোধে তুমি ফিরালে বদন,
বিভবের দরশন পাব না কখন।
সুচারু পর্য্যঙ্ক'পরে কমল শয়নে,
শয়নে বঞ্চিত বটে রব পদ্মাসনে !
ক্ষীর সর নবনীত করিয়া ভক্ষণ,
নারিব করিতে কভু রসনা-রঞ্জন
ঘটিবে না ভাগ্যে সত্য এ সকল সুখ,
কিন্তু তায় ভাবি নাকো, মনে কিছু দুখ।
যত দিন আছে এই বিচিত্র স্বভাব,
তত দিন আমার কি সুখের অভাব ?
গভীর কাননে কিংবা বিজন প্রান্তরে,
তটিনীর তীরে কিংবা শেখরে গহ্বরে,

যখন যেখানে করি, সময় যাপন,
সুখামৃত-পানে নই বঞ্চিত কখন।
যে সুখে প্রকৃতি তুষে মানস আমার,
তব দত্ত সুখ তার নিকটে কি ছার!
কলকণ্ঠ বিপিনের বিহঙ্গনিকরে,
যেই সুখামৃত সিঞ্চে আমার অন্তরে;
নরেন্দ্রের সুগায়ক কলাবত-গণ,
পারে কি তেমন সুখে মজাইতে মন?
ময়ূর খঞ্জন সদা উল্লাসিত মনে,
যে সুখ বিতরে মোরে মোহন নর্ত্তনে;
কাশ্মীরীয় নর্ত্তকীর নাচে সেইরূপ,
পারে কি করিতে পান সুখামৃত ভূপ?
সামান্য তরুর পত্র করি দরশন,
যেমন আনন্দ-রসে রসে মোর মন;
সুচিত্র সৌধের চারু দৃশ্যে সে প্রকার,
ভূপের কি হয় মনে সুখের সঞ্চার?
তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথে করি আরোহণ,
পুলকে ভ্রমণ করে তব প্রিয়গণ।
কিন্তু আমি দ্রুতগামী কল্পনার রথে,
ভ্রমি যে সকল স্থান যে সকল পথে;
সামান্য শকটে তাহা করিতে ভ্রমণ,
তব প্রিয়জনগণ পারে কি কখন?

কখন গগনপথে প্রফুল্ল-অন্তরে,
উপনীত হই চারু চন্দ্রলোক পরে;
নানা শোভা তথাকার করি দরশন,
পরিতৃপ্ত করি স্বীয় মানস নয়ন।
কখন প্রবেশ করি নক্ষত্র-গহনে,—
কি কহিব, তখন কি ভাব হয় মনে!
এমন আশ্চর্য্য সুখে পশি সে সময়,
সাম্রাজ্য-বিক্রয়ে তাহা লভনীয় নয়!
কখন আরূঢ় হই জলধর পরে,
কখন পলকে যাই উত্তর সাগরে।
শুভ্র অভ্রে রঞ্জিত সুনীল নভ প্রায়,
নীলবর্ণ নীরে তার হিমে শোভা পায়,
হেরি সে বিচিত্র শোভা অতি কুতূহলে,
নিমিষে উত্থিত হই হিমালয়াচলে,
তদুপরি হেরি কত শোভার আলয়,
বর্ণনীয় নয় তাহা বর্ণনীয় নয়!
উচ্চতর শেখরাগ্র তুষারমণ্ডিত,
বোধ হয় চারুতর রজত-রঞ্জিত।
কটিদেশ বিভূষিত জলদমালায়,
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে হায়!
প্রস্থদেশে শ্যামল ভূরুহ অগণন,
মরকত-স্তম্ভ-সম চারু দরশন।

অলঙ্কৃত কোন স্থান কুসুমনিকরে,
সৌরভেতে চারি দিক ভর ভর করে।
স্থানে স্থানে কুঞ্জবন নয়ন-রঞ্জন,
তপন কিরণ তায় পশে না কখন।
কোন স্থানে বেগবতী স্রোতস্বতী-গণ,
সাগর-উদ্দেশে ধেয়ে করিছে গমন।
নিরখি এ সব শোভা পুলকিত মনে,
অন্য স্থানে চলি দ্রুত যেন সমীরণে।
এইরূপে পলকে ভ্রমিয়া ত্রিভুবন,
কত নব সুখরস করি আস্বাদন।
সুখের কুঞ্চিকা করে থাকিতে এমন,
ভজিব কিসের তরে তোমার চরণ?
কোথা গো মা কবীশ্বরী সন্তান-বৎসলে!
একমাত্র তুমি মোর পূজ্যা ভূমণ্ডলে।
যদি তুমি চাও সদা প্রসন্ন নয়নে,
কমলার কোপ তবে তুচ্ছ ভাবি মনে।
চমৎকার চমৎকার করুণা তোমার,
বর্ণন করিতে তাহা সাধ্য আছে কার।
কৃপা করি তুমি যারে দেহ পদাশ্রয়;
তার সম এ জগতে আর কেহ নয়।
মর হয়ে হয় সেই অমর জননি!
নীচ হয়ে সকলের হয় শিরোমণি।

ঘৃণিত ব্যাধের কুলে জনম যাহার,
হল সে ভুবনমান্য কৃপায় তোমার।
মহামুর্খ জাল্‌ম বর্ব্বর ছিল যেই,
মহাকবি তোমার কৃপায় হ'ল সেই।
কালে সে মাটীর দেহ মাটীই হয়েছে,
যশোদেহ অবিকৃত অদ্যাপি রয়েছে।
এ সব মহিমা তব করিয়া শ্রবণ,
লইলাম পদতলে কাতরে শরণ।
যেই ক্রোড়ে করিলা বাল্মীকি কালিদাস,
যদিও জননি! তার অযোগ্য এ দাস,
কিন্তু মা গো এই রীতি হেরি সর্ব্ব স্থানে,
জননীর তুল্য স্নেহ সকল সন্তানে।
হীন ভেবে যদি মোরে ক্রোড়ে না করিবে,
সন্তানবৎসলা নাম কিসে মা রহিবে?
তাই বলি করযোড়ে প্রণিপাত করি,
প্রসীদ অধম সুতে কবির ঈশ্বরী!

ঊষা।

অয়ি সুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক-সিন্দুরফোঁটা, কে তোমার ভালে দিল?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এত হাসি, কে বা সে যে হাসাইল?
জগত মোহিত করি, গাইছ বিপিন কারে;
বল সে কে পুষ্পাঞ্জলি, অর্পণ করিছ যাঁরে?
কমল নয়ন খুলে, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নিরমল?
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব পরশন মাত্র, পাইল নব জীবন!
বারেক তুমি আমারে, দেখাও দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি, যে তোমারে প্রদানিল!

রহস্য।

মনের যে গূঢ় ভাব গোপনের হয়,
মিত্রকেও বলা তাহা সমুচিত নয়।
তোমার রহস্যে স্নেহ তোমার যেমন,
স্মরণ রাখহ, নাই অন্যের তেমন।
তুমি যদি সে রহস্য বল কোন জনে,
কি বিশ্বাস সে যে তাহা রাখিবে গোপনে।

আগে কিছু না করিয়া বিচার অন্তরে,
গোপনের কথা সব বলিয়া অপরে,
"ব'ল না ব'ল না" পরে বলা শত বার,
এর চেয়ে হাসির বিষয় নাই আর।
বটে বটে মিত্রগণ বিশ্বাসভাজন,
স্থির নয় মানুষের প্রকৃতি তেমন।
বলিবে রহস্য আজি মিত্র ভেবে যারে ;
কাল তব শত্রুর সে মিত্র হ'তে পারে।
আর কি তখনও সে গোপন করিয়া,
রাখিবে রহস্য তব আপন ভাবিয়া ?

নিদ্রা।

নাই আর এখন সে মিহির-কিরণ,
তিমির করেছে গ্রাস নিখিল ভুবন।
ঘুমাইছে কুলায় কুলায় পাখিগণ,
বাজে না বিপিনে ঝিঁঝিঁ বাজনা এখন।
বিরত সংসার-কার্য্যে শ্রান্ত নরগণ,
করিছে শয্যায় সবে বিশ্রাম ভজন।
শ্রান্তি-বিনাশিনী নিদ্রা নয়নে বসিয়া,
করিছেন শ্রান্তি নাশ যতন করিয়া।

নাই তাঁর মনে কিছু ভেদাভেদ জ্ঞান,
ছোট বড় সকলেরে ভাবেন সমান।
ভূপের ভাবনা দূর করেন যেমন,
দীনের মনের দুঃখ হরেন তেমন।
হায় রে! দিবসে কত জননী দুখিনী,
প্রিয়তম-পুত্র-শোকে হ'য়ে উন্মাদিনী,
হাহাকারে ভরিয়াছে গগনমণ্ডল,
ঝর ঝর ঝরেছে নয়নে অশ্রুজল;
মনস্তাপ-নাশিনী নিদ্রার পরশনে,
নাই আর তাদের সে সন্তাপ এক্ষণে,
নাই আর তাদের সে মুখে হাহাকার,
নাই আর নয়নযুগলে জলধার।
কত কত পতিহীনা অভাগিনীগণ,
জ্বলিয়াছে মনের আগুনে অনুক্ষণ;
মলিন-বদনে দুখে বসিয়া বিরলে,
করিয়া কপোলদেশ ন্যস্ত করতলে,
সঙ্কুচিত করি দুটি কোমল নয়ন,
পতির মোহিনী মূর্ত্তি করেছে চিন্তন;
অই দেখ তাদের সে জ্বালাতন মন,
নিদ্রার শীতল ক্রোড়ে জুড়ায় এখন।
বিষয়ের দাস কত বিষয়ীনিচয়,
বিষয়-ব্যাঘাতে ছিল ব্যথিত হৃদয়;

হেঁট করে মাথা দুটি জানুর ভিতরে,
ভাসিয়াছে কতরূপ চিন্তার সাগরে;
থেকে থেকে একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি,
ছাড়িয়াছে দীর্ঘশ্বাস পরিণাম স্মরি,
দেখিয়াছে দশদিক আঁধার দিবসে;
অই দেখ সুস্থ তারা নিদ্রার পরশে।

স্নেহময়ী জননীর সজল নয়ন,
পত্নীর সহস্রগ্রন্থি মলিন বসন,
ক্ষুধাকুল প্রিয়তম তনয়ের মুখ,
দুখরূপ শেলে যার বিঁধিয়াছে বুক;
দয়াময়ী নিদ্রা, অই কর দরশন,
করেছেন যত্নে তার সে শেল মোচন।

অয়ি নিদ্রে! ভবজন-তাপ নিবারণে!
প্রণিপাত প্রণিপাত তোমার চরণে।
তোমার মতন দুঃখ-হরণ-তৎপর,
কে আছে কে আছে আর ভুবন-ভিতর
সম্পদ সক্ষম নয় যে দুঃখ হরণে,
অনায়াসে ঘুচে তাহা তব পরশনে।
সুধাংশুর সুধাময় শীতল কিরণ,
মানস-সরসী-জল, মলয়-পবন,
নিবারণ করিতে যে জ্বালা নাহি পারে,
স্পর্শমাত্র নিদ্রে! তুমি দূর কর তারে।

বল নিদ্রে! পরের এমন উপকার,
করিবারে কে করিল সৃজন তোমার?
কাহার আদেশে তুমি প্রতি রজনীতে,
কর পর-উপকার এসে অবনীতে?
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি ধন্য দয়া তাঁর,
এ জগতে তেমন দয়ালু নাই আর!
অরে মন! কৃতজ্ঞতা-কুসুমের হারে,
কর রে কর রে সদা অর্চ্চনা তাঁহারে।

অধীনতা।

কোটিকল্প নরকের বাস ইচ্ছা হয়,
পলকের অধীনতা তবু প্রিয় নয়।
অধীনতা-পাশে বাঁধা যাদের চরণ,
কে আর অসুখী বল তাদের মতন?
থাকে থাক্ গৃহ পূর্ণ বিবিধ রতনে,
অধীন যে জন তার সুখ কোথা মনে?
খায় খাক্ নানাবিধ খাদ্য পরিকর,
সে কেমনে সুখ পাবে অধীন যে নর?
স্বাধীনের ক্ষুদ্রতর কুটীর ভিতরে,
যেইরূপ নিরমল আনন্দ বিহরে,

অধীনের মনোহর সুচারু আলয়,
তেমন আনন্দময় নয় নয় নয়।
স্বাধীন শাকান্নে পায় তৃপ্তি-সুখ যত,
অধীন পলান্নে সুখ কোথা পাবে তত?
স্বাধীনের যত সুখ মাটীর শয্যায়,
অধীনের স্বর্ণ খাটে সে সুখ কোথায়?
বল্কলে আনন্দ যত স্বাধীনের মনে,
অধীনের কোথা তত বিচিত্র বসনে?
অই যে করিছে চাষা ভূমি করষণ,
সহিতেছে খরতর-তপন কিরণ,
তনু বেয়ে ঝর ঝর ঝরিতেছে জল,
শুকায়েছে পরিশ্রমে বদনমণ্ডল;
যত সুখাকর এর স্বাধীন অন্তর,
অধীনের সে সুখ স্বপ্নের অগোচর।
কর্ম্ম কাজ শেষ করি সারাদিন পরে,
ধীরে ধীরে যখন গমন করে ঘরে,
স্নেহময় পরিজন করি দরশন,
মরি কি বিমল সুখে পশে এর মন;
নিরখিয়া তনয়ের মুখ-শশধরে,
উথলে কি সুখসিন্ধু হৃদয় ভিতরে;
পতিপ্রাণা প্রেয়সীর প্রিয় সম্ভাষণ,
অহো! এর মন করে প্রফুল্ল কেমন;

দুখকর অধীনতা-পাশে বাঁধা যারা,
এমন বিশুদ্ধ সুখ কোথা পাবে তারা ?
হায় রে ! যে প্রকৃতির মূরতি মোহন,
শোকাতুর জনের প্রফুল্ল করে মন,
সে প্রকৃতি অধীনের চিন্তিত হৃদয়,
পুলকিত করিতে সক্ষম কভু নয়।
বাস করি চিরদিন সুখের মহীতে,
অধীন সুখের স্বাদ না পারে বুঝিতে।
সুধা-সিন্ধু-বাসী মীন বঞ্চিত সুধায়,
সামান্য আক্ষেপ একি হায় হায় হায় !
পরমেশ প্রয়োজন সাধনের তরে,
দিয়াছেন বিবিধ ইন্দ্রিয় সব নরে ;
কিন্তু হায় ! এ জগতে অধীন যে জন,
তাহার ইন্দ্রিয় নয় তাহার কখন।
সাধিতেছে সদা তায় প্রভু প্রয়োজন ;
হায় রে অধীন ! তোর কপাল কেমন।
কত কাল সবে আর এ ঘোর যাতনা ?
কেন এ যাতনা-নাশে যতন করনা ?
অই দেখ পিঞ্জর-নিবাসী পাখীগণ,
কাননে উড়িয়া যেতে চঞ্চল কেমন ;
ঘুরে ঘুরে করিছে পথের অন্বেষণ,
চঞ্চুপুটে কাটিতেছে খাঁচার বন্ধন।

তুমি কেন আপন শৃঙ্খল, কও কও,
মোচন করিতে কিছু সমুৎসুক নও ?
বনের পাখীর কাছে যাহা সুখময়,
তোমার কি প্রিয় সেই স্বাধীনতা নয় ?
কত দুখ অধীনতা দিতেছে তোমারে,
তবু কেন এত তুমি ভালবাস তারে ?
আছে কত স্বাধীন ব্যবসা সুখময়,
কর না কর না কেন সে সব আশ্রয় ?
অথবা বিজন বনে করহ গমন,
ফল মূলে কর পোড়া উদর পূরণ,
পিপাসা বারণ কর উনুইর জলে,
যামিনী যাপন কর বসি তরুতলে ;
তথাপি রেখনা পায় অধীনতা পাশ,
তার চেয়ে শত গুণে ভাল বনবাস।

মানুষের পরিণাম।

এক দিন এ জগতে ছিল একজন,
নশ্বর শরীরধারী তোমার মতন।
ছিল তার কলেবর সুঠাম সুন্দর,
মকর-কেতন-কল্প জন মনোহর।

কিন্তু কি হয়েছে এবে সে সুন্দর কায় ?
মিশিয়াছে জল বায়ু তেজ মৃত্তিকায়।
আছে সেই শরীরাংশ শেখর শিখরে,
অথবা বারিণী-তীরে বালুকা-ভিতরে।
হায় রে ! যে রমণীয় বদন তাহার,
ছিল অতি চমৎকার শোভার আধার।
যে বদন ঘন ঘন করিয়া চুম্বন,
হইত পুলকে পূর্ণ জননীর মন ;
যে বদন সুধাকর দেখিয়া দর্পণে,
উথলিত অহঙ্কার-সিন্ধু তার মনে ;
কোথায় এখন তাহা ? প্রান্তর ভিতরে,
অস্থিমাত্র-সার হয়ে রহিয়াছে পড়ে।
হায় ! তার যে সুচারু নয়নযুগল,
প্রাভাতিক-তারা-সম ছিল সমুজ্জ্বল,
হয়েছে বিকৃত এবে তাহার গঠন,
আর সে ঔজ্জ্বল্য তার নাই এইক্ষণ।
জনমের মত গেছে দৃষ্টিশক্তি তার,
তাহার সম্বন্ধে এবে অখিল আঁধার।
হেরিত সে তুমি যাহা কর দরশন,
কিন্তু সে হেরিতে আর না পারে এখন।
প্রভাতে নিরখি নেত্রে তরুণ তপন,
তোমার মানস-পদ্ম বিকাশে যেমন ;

অথবা নিশিতে হেরি সুধাংশু শোভন,
উথলে সুখের সিন্ধু তোমার যেমন ;
সেও এইরূপ হেরি শশাঙ্ক তপন,
পরম আনন্দ-নীরে হইত মগন।
আছে সেই রবি শশী, হতেছে উদয়,
কিন্তু তার কাছে এবে কিছু কিছু নয়।
শ্রবণ করিত সেই তোমার মতন,
কিন্তু তার শ্রুতিশক্তি নাই এইক্ষণ।
বালকের মৃদু মৃদু আধ আধ রব,
হায় রে ! সহজে যার হত অনুভব ;
অখিল বিশ্বের ঘোর নিনাদ এক্ষণে
প্রবিষ্ট না হয় তার আর সে শ্রবণে !
নানাজাতি দ্বিজগণ করি কলস্বর,
জুড়ায় যেমন তব শ্রুতি নিরন্তর ;
এইরূপ এইরূপ তারো অবিকল,
জুড়াইত জুড়াইত শ্রবণযুগল।
আছে সেই দ্বিজগণ করিতেছে রব,
কিন্তু এবে তার কাছে নিরর্থক সব।
বর্ষ মাস পক্ষ দিন তিথি আর বার,
কার সনে কিছুই সম্পর্ক নাই তার।
আহা ! কত সুখ দুখ ভুগেছে সে জন,
কিন্তু তার সে সকল নাই এই ক্ষণ !

যখন পেয়েছে সুখ, হেসেছে তখন,
আবার হয়েছে দুখে বিষণ্ণ-বদন।
কিন্তু সেই হাস্য সেই বিষণ্ণতা তার,
কিছু নাই কিছু নাই কিছু নাই আর।
ভোগিছে সে কর্ম্মফল এখন কোথায়,
কেহই না জানে তাহা এই বসুধায়।
এই মাত্র সকলেই জানে এই ক্ষণ,
"এক দিন এ জগতে ছিল সেই জন।"

রোগ প্রতিকার।

যখন যে রোগে, মন দেহ অধিকার
করে, কর যতন তখনি নাশে তার।
নতুবা সে রোগ শেষে নিশ্চয় জানিবে,
নিবারণ করা অতি কঠিন হইবে।
অঙ্কুরের উন্মুলন সহজ যেমন,
নয় নয় বদ্ধমূল বৃক্ষের তেমন।

সাধু ও নীচ।

ঘটে যদি সাধুর দীনতা অতিশয়,
আদর গৌরব তাঁর কমিবার নয়।
নীচে যদি ধনী হয় কুবের সমান,
বাড়ে না কখন তার গৌরব সম্মান।
পড়েছে যে মহামণি পঙ্কের ভিতরে,
বল তারে, কোন্ জন অনাদর করে?
বায়ুত্থিত আকাশের ভস্ম সমুদয়,
বল বল কার কাছে মাননীয় হয়?

মানাপমান।

দোষ গুণ আপনার যাহার যেমন;
অনাদর সমাদর তাহার তেমন;
অনলে জনম বলে ভস্ম মান্য নয়,
হেয় নয় শুক্তিকা-প্রভব মুক্তাচয়।

অপব্যয়ের ফল।

যে জন দিবসে, মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি;
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর,
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।

কুসঙ্গ।

মানিলাম মন তব দৃঢ় অতিশয়,
দূষিত কুসঙ্গে তাহা হইবার নয়।
কিন্তু ভ্রাতঃ! এই কথা নিশ্চয় জানিবে,
কলঙ্কের হাত কভু এড়াতে নারিবে।
উপাসনা জন্যে যদি ব'স শুঁড়ী-ঘরে।
মদ খেয়ে এলে তবু ক'বে পরে পরে।

প্রবাসীর জন্মভূমি-দর্শন।

ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন,
নয় নয় তুল্য তার নন্দন-কানন।
স্বর্গ স্বর্গ করে লোকে সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।
হয় হোক্ জন্মভূমি সৌন্দর্য্য-বিহীন,
থাক্ তার চারিপাশে বিজন বিপিন,
না থাক্ নিকটে নদ নদী সরোবর,
না রোক্ সেখানে কোন খাদ্য পরিকর;
তবু তার কাছে সুরপুর কোন্ ছার,
যেখানে জনম যার তাই ভাল তার।
তিলেক রহিতে নারে প্রবাসী যেখানে,
নিবাসী সর্ব্বদা রয় হরিষে সেখানে।

দেখ রে ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড দেখ কি কু-স্থান হায়;
এমন সুলভ রোদ দুর্ল্লভ তথায়,
ছ'মাসে তপন নাকি কখন কখন,
দেখা যায় তড়িতের রেখার মতন;
যম-সম শিশির না ছাড়ে কভু তারে,
প্রোথিত সকল স্থল নিবিড় তুষারে।
তথাপি সুধাও তার নিবাসীর কাছে;
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে?
শুনেছি আফ্রিকা দেশ মহাভয়ঙ্কর;
বড়ই প্রখর তথা তপনের কর;
স্থানে স্থানে ভয়ানক মরুভূমি কত,
ক্ষুভিত পবনে হয় সাগরের মত;
কচিৎ জলদমালা বরষিয়া জল,
উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ তার করে সুশীতল;
তথাপি সুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে?
উত্তর দক্ষিণ আর প্রশান্ত সাগরে,
ভাসিতেছে কত দ্বীপ সলিল উপরে।
থাক্ তথা বাস করা, কথা শুনে তার,
হয় মনে নানারূপ ভয়ের সঞ্চার,
তথাপি সুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে?

এই ত সে প্রিয়তম মম জন্মস্থান,
যার তরে ছিল সদা ব্যাকুলিত প্রাণ ;
যার প্রীতিময়ী মূর্ত্তি—চারুদরশন,
করিতাম এত দিন চিন্তা অনুক্ষণ ;
আজ তার সেই মূর্ত্তি নিরখি নয়নে,
মরি কি বিমল সুখ উপজিল মনে !
কাদম্বিনী বরষার সময়ে যেমন,
নিয়ত সলিলে করে ভূতল সিঞ্চন !
আজ এ জনমভূমি আমার তেমন,
করিছে অন্তরে কত সুখ-বরষণ !
অথবা তপন আভা প্রভাত সময়,
যেরূপ প্রফুল্ল করে সরোজনিচয় ;
জনম ভূমির কান্তি আজ সে প্রকার,
হৃদয়-কমল ফুল্ল করিছে আমার।
কত কত রম্য স্থান করেছি ভ্রমণ,
হেরিয়াছি কত কত নগর শোভন।
কিন্তু তাহাদের সেই সুষমানিচয় !
আজ এ রূপের কাছে ছার জ্ঞান হয়।
এই যে শ্যামল তনু পাদপনিকর,
বায়ুভরে হেলে দোলে করে সর সর,
সারি সারি শোভিতেছে স্তম্ভের মতন,
কত স্থানে এরূপ করেছি দরশন,

করিতেছে যত এরা নয়ন রঞ্জন,
করে নাই সে সকল কখন এমন!
কত বন উপবন করিয়া ভ্রমণ,
হেরিয়াছি কত পুষ্প শোভার সদন।
দেখিয়াছি ভিক্টোরিয়া-পদ্ম মনোহর,
নাই যার তুলনা এ অবনীভিতর;
কিন্তু আজ এই সব পুষ্প সাধারণ,
হরণ করিছে আহা যেইরূপ মন,
কোন দিন কোন স্থলে কোন ফুলে আর,
হরে নাই এইরূপ এ মন আমার!
এই যে বিহঙ্গগণ ডালে ডালে বসি,
গাইতেছে সুমধুর সুস্বরসে রসি;
নানাস্থানে এইরূপ বিহগকূজন,
করেছি শ্রবণ বহু করেছি শ্রবণ।
কিন্তু আজ এদের এ সুললিত স্বরে,
ঢালিছে যেমন সুধা শ্রবণবিবরে,
বিদেশীয় যেই সব পতত্রি-শিঞ্জন,
করে নাই এত সুধা কভু বরষণ!
অহো! আজ জন্মভূমি করি দরশন,
পূর্ব্বতন কত কথা হইল স্মরণ!
যখন ছিলাম শিশু—যখন এ মন,
ছিল না সংসার-চিন্তা সাগরে মগন;

খা(ও)য়া বিনা আর কিছু নাহি জানিতাম,
খা(ও)য়াবার কিছুই না ধার ধারিতাম,
ভয়ানক দরিদ্রতা দেখাইয়া ভয়,
নারিত করিতে মম শঙ্কিত হৃদয়;
কত সুখে হরিয়াছি সময় তখন,
ভাবিলে নয়ন হয় সজল এখন।

এই যে শ্যামলক্ষেত্র দূর্ব্বাদলময়,
চরিছে যাহাতে ছাগ-গো-মেষ-নিচয়;
জুটে যত প্রতিবেশী শিশুদের সনে,
আসিতাম এর মাঝে পুলকিত মনে;
করিতাম কত কেলি কত কোলাহল,
স্বেদজলে সিক্ত হত শরীর সকল।
খেলিতে খেলিতে রোদে তাপিত হইয়া,
এই সব তরুতলে ধাইয়া আসিয়া,
জুড়াতেম কলেবর শীতল সমীরে,
হায় রে! সে দিন আর আসিবে কি ফিরে?

এই যে বিরলপত্র তরু সহকার,
হইয়াছে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর যার;
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে খসিয়া বাকল,
দেখা যায় কোন স্থলে পাখীর খোড়ল;
অগ্রভাগ আচ্ছাদিত লতায় লতায়,
যোগীর মস্তক যথা জটায় জটায়।

যখন ইহার ফল উঠিত পাকিয়া,
থাকিতাম সারাদিন তলায় বসিয়া
যদি কিছু পবন বহিত বেগভরে,
প্রস্তুত হতেম আম কুড়াবার তরে ;
ধরিতাম ধেয়ে যেটি পড়িত যখন,
কোথায় কোথায় হায়! সে দি-

এই সেই বকুলের তরু প্রিয়তর,
বিকসিত হলে যার কুসুমনিকর,
দিবা-অবসানকালে আসিতাম তলে,
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরিতাম গলে ;
হইত সৌরভে তার মোহিত মানস,
হায় রে! কোথায় সেই সুখের দিবস ?

এই যে এ দিকে বহুকেলে সরোবর,
এক দিন ছিল ইহা কত মনোহর!
ছিল জল নিরমল স্ফটিকের মত,
করিতাম জলে তার কেলি কত কত!
ভিতরে কুমুদ ফুল রহিত ফুটিয়া,
লইতাম সাঁতারিয়া স-নাল তুলিয়া।
কূলে কূলে শাবক সহিত হংসগণ,
কুতূহলে করিত আহার অন্বেষণ ;
থাকিয়া থাকিয়া মাথা জলে ডুবাইত,
চপ চপ শব্দ করি উদর ভরিত ;

ক্ষণে ক্ষণে সুখিত করিত কলরবে,
তেমন সুখের দিন আর নাকি হবে ?

এই যে কানন হেরি, এই যে কানন,
এইখানে ছিল মোর আবাস ভবন।
কালের দশনে তাহা চূর্ণিত হয়েছে,
কেবল মাটির ঢিপি পড়িয়া রয়েছে।

হায় রে ! কোথায় সেই স্নেহ-স্বরূপিনী,
জননী আমার দুঃখ-নীরধি-বাসিনী ?
কতই যাতনা তিনি আমার কারণে,
পেয়েছেন, বুক ফাটে পড়িলে তা মনে।
কত স্নেহ আমার উপরে ছিল তাঁর,
না পাই সংসার খুঁজে তুলনা তাহার।
যখন পড়িনি আমি শুনেছি ছ-মাসে,
ছাড়িয়া গেলেন পিতা ত্রিদিব-নিবাসে ;
অনাথা জননী কোলে করিয়া আমারে,
দিলেন সাঁতার ঘোর দুখের পাথারে ;
ভাসিতেন দিবা নিশি নয়নের জলে,
ছিল না এমন কেহ যে "আমার" বলে ;
যে দিন জুটিত যাহা কপালের জোরে,
আপনি না খেয়ে কিছু খা(ও)য়াতেন মোরে
ক্রমে ক্রমে জড়িত হলেম ঋণজালে,—
হায় বিধি এত দুঃখ ছিল তাঁর ভালে !

নিরদয় নীচবৃত্তি উত্তমর্ণ যত,
বিঁধিয়াছে বুকে তাঁর বাক্য-শেল কত ;
নিরখি তখন তাঁর অশ্রুপূর্ণ মুখ,
পাষাণের পরিতাপে বিদরিত বুক !
করিলেন এত দুখে পালন আমার,
হায় আমি কিছুই না করিলাম তাঁর !
না দিলাম শোধ কিছু সে স্নেহের ধার,
কোথায় আমার যত নরাধম আর ?
পশুর পাখীর সম মম আচরণ,
কেন এ মানব-দেহ করিনু ধারণ !
কলঙ্কিত "নরনাম" জনমে আমার,
ধিক্ রে আত্মন্ ! তোরে ধিক্ শতবার !
দেখিতে কোথাও আমি যেতেম যখন,
হইত তখন যাঁর দেনা ভাঙ্গা মন ;
আসিতাম যে সময়ে খেলাইয়া ঘরে,
হত যাঁর সুখোদয় অতুল অন্তরে ;
দেখিলে সুন্দর কোন কুসুম কোথায়,
যতনে আনিয়া যিনি দিতেন আমায় ;
মায়ের প্রদত্ত খাদ্য অংশ আপনার,
দিতেন বাঁটিয়া মোরে অর্দ্ধ যিনি তার ;
পীড়িত হতেন যদি জননী কখন,
করিতেন যিনি মোর পালন তখন ;

কোথা সেই নির্ম্মল-সোদর-স্নেহ-পরা,
মায়ের সমান মোর জ্যেষ্ঠ সহোদরা ?
আর সেই স্নেহমাখা 'ভাই' সম্বোধন,
করিবে কি এই কর্ণে অমৃত সিঞ্চন ?
আর সেই নিষ্কপট ভ্রাতৃস্নেহ তাঁর,
দেখিব দেখিব কভু দেখিব কি আর ?
এতকাল পরে ফিরে আসিলাম বাসে,
কেহই ত ভাই বলে এসে না সম্ভাষে !

হায় রে ! কোথায় সেই প্রতিবেশিগণ,
এ যে সব অভিনব করি দরশন !
কোথা সেই সরলতা অমূল্য রতন,
ছিল যাতে তাহাদের বিভূষিত মন !
কোথা সেই শান্তিময় কুটীর সকল,
পরিবার প্রণয়ের আদরশ-স্থল।
কোথা সে ঈশ্বর-প্রীতি ধরমের ভয়,
হায় হায় কিছুই ত দৃশ্য নাহি হয় !
সম্পদের আবির্ভাবে লুকায়েছে তাহা,
বিপরীত সকল নিরখি আহা আহা !

সুখময় তটিনীর রেণুময় চরে,
সরল বিহঙ্গ কত সুখে কেলি করে ;
যদি তথা নাবিকেরা লাগায় তরণি,
যায় তারা স্থানান্তরে উড়িয়া তখনি।

সেইরূপ অভিমানী কুটিল-অন্তর,
ধনিগণ আগমনে মনে পেয়ে ডর,
পূর্ব্বকার সে সকল প্রতিবেশিগণ,
হায় বুঝি অন্য স্থানে করেছে গমন।
সরলতা আদি গেছে তাহাদের সনে,
আধার বিহনে রহে আধেয় কেমনে?
কৌটিল্য প্রভৃতি যত ধন-সহচর,
চরিতেছে ইতস্তত: এবে নিরন্তর।
এই ত আইল সন্ধ্যা, মূর্ত্তি মনোহর,
অস্তগিরি-গুহাগত হলেন ভাস্কর।
আকর্ণিয়া এ সময় রাখালিয়া গীত,
হায় হায় হত কত মানস মোহিত!
চারিদিকে বিবাদ কলহ এইক্ষণ,
শুনিয়া হয়েছে অতি ব্যথিত শ্রবণ।
চটকাদি ছোট ছোট পাখী শত শত,
কুড়াইয়া আনিয়া যতনে তৃণ কত,
আপন আপন বাসা মনের মতন,
সাজায় কেমন আহা সাজায় কেমন!
এইরূপ পূর্ব্বের যে অধিবাসিগণ,
(যদিও তাদের কিছু নাহি ছিল ধন,)
সদাকাল কায়িক চেষ্টায় ধীরে ধীরে,
মরি কিবা সাজাইত জনমভূমিরে!

আধুনিক এই নব ধনবানগণ,
সাজায় কি কায়া এর মায়ায় তেমন ?
চমৎকার ধনবৃক্ষ সংসার ভিতরে,
বিষফল সুধাফল দুই ফল ধরে।
ভোগিছেন জন্মভূমি আদিফল সদা,
ঘটে কি কপালে অই শেষ ফল কদা ?
অহে রম্য হর্ম্যবাসী ধনাঢ্য নিকর,
যাতে মল-মূত্র-ক্ষেপ কর নিরন্তর,
বল বল বল শুনে জুড়াই শ্রবণ,
করিছ কি কিছু তার মঙ্গল সাধন ?
নিরমল বিদ্যারূপ আলোক মালায়,
বল শুনি কতদূর উজলিলে তায়
অজ্ঞান-তিমির পুঞ্জ কত বিনাশিলে,
কতদূর মুখ তার প্রসন্ন করিলে ?
অথবা বিস্মৃত বল হয়ে এ সকল,
ভোগের বাসনা পূর্ণ করিছ কেবল।
মিছে কেন নর দেহ ধরে ছিলে তবে,
ধিক্ ধিক্ শতবার ধিক্ তোমা সবে।
স্বদেশের উপকারে নাই যার মন,
কে বলে মানব তারে, পশু সেইজন।
দেশের মঙ্গলে যার ব্যভার না হয়,
লোষ্ট্রের সমান, তারে ধন কেবা কয়।

বাগ্মিতা ও রসনা-শাসন।

বলার সময়, কিছু নাহি কয়,
অথচ অকালে নিনাদে যে,
মূর্খ সে নিশ্চয়, সুধী যেই হয়,
যথাকালে বলে, নীরবে সে।

চিন্তা করিয়া কথা বলা উচিত।

যে কথা বলিবে, ভাবিয়া দেখিবে,
আগে ভাগে দোষগুণাদি তার ;
কহিনু কি সব, না ভেবে 'কি কব ?'
এ ভাবনা ভাব সহস্রবার।

নূতন সংসার-প্রবিষ্টের প্রতি।

প্রবেশিলে নূতন সংসারে প্রিয়তম,
কার্য্যপথে এই তুমি পথিক প্রথম।
ধারে ধারে রহিয়াছে পথে কত খানা,
অভিনব তুমি, তব কিছু নাই জানা।
অতএব অগ্রে স্থিরি পদক্ষেপ-স্থান,
অগ্রসর হও শেষে অন্ধের সমান।

নতুবা নিশ্চয় এই জানিয়া রাখিবে,
পদে পদে পুনঃ পুনঃ পতিত হইবে।

নির্দ্দোষীর নির্ভয়তা।

না থাকে যদ্যপি দোষ, কারে তব ভয়?
আছাড়ে রজক ম্লান বসন নিচয়।

বৈকালিক ঝড়।

সাজিয়াছে বায়ু-কোণে মেঘ ভয়ঙ্কর,
ক্রোধভরে রাহু যেন গ্রাসিছে অম্বর;
ধীরে ধীরে দক্ষিণেতে আসিছে বাড়িয়া,
পাকাম ধরিয়া শিখী নাচিছে দেখিয়া।
দেখিতে দেখিতে দেখ ঢাকিল গগন,
মরি কি বিচিত্র ভাব নিরখি এখন।
প্রগাঢ় সবুজ নীল বরণে ভূষিয়া,
রাশি রাশি তুলা যেন বেড়ায় উড়িয়া।
কতগুলা দক্ষিণে যাইছে বেগভরে,
ঊর্দ্ধে তার কতগুলা ধাইছে উত্তরে।
কিছু দূর যেয়ে পুন অন্য দিকে যায়,
ভেদিয়া নামার মেঘ নীচপানে ধায়।

নীলাম্বরী পরা গায় সবুজ মক্‌মল,
নাচে রে প্রকৃতি যেন উড়ায়ে অঞ্চল।
ধীরে ধীরে দক্ষিণের বায়ু এতক্ষণ,
বহিয়াছে কিন্তু আর বহে না এখন।
নড়ে না গাছের পাতা নড়ে না পুকুর,
বোধ হয় বায়ুশূন্য হল বিশ্বপুর।
দেখ রে ভাবুক দেখ দেখ রে কেমন,
হয়েছে গভীর স্থির প্রকৃতি এখন।
শকুন শকুনী চিল এই ত গগনে,
পুলকে উড়িতেছিল মণ্ডলগমনে ;
দেখিয়া জলদঘটা বিপদ ভাবিয়া,
দ্রুতগতি ধরাতলে আসিছে ধাইয়া।
দু পাশের ডানা দুটি উঁচু করি কেহ,
সোজাসুজি ছাড়িয়া দিয়াছে দেখ দেহ।
কেহ বা বাঁকিয়ে ডানা বাকা পথ ধরি,
ছুটেছে নক্ষত্রবেগে উপহাস করি।
রাখাল গরুর পাল লইয়া সত্বরে,
ধাইল গোয়াল-পানে সভয় অন্তরে।
উচ্চ-পুচ্ছ ধেনুগণ হাম্বা রবে ধায়,
সম্মুখের তৃণ প্রতি ফিরিয়া না চায়।
লাঙ্গলের ফাল কাঁধে, তাড়াইয়া এঁড়ে,
দৌড়িয়াছে গৃহমুখে যত চাষা নেড়ে।

ব্যাকুল পথিকগণ আশ্রয় লাগিয়া,
ঝটপট লোকালয়ে চলিছে ধাইয়া।
কেহ বা বৃক্ষের মূল আশ্রয় করিছে,
অকূল প্রান্তরে কেউ প্রমাদ গণিছে।
পড়িল তটিনী তীরে সার সার শোর,
নেয়ে মাঝি তাড়াতাড়ি ফেলায় নঙ্গোর।
যাদের নঙ্গোর নাই খুঁটো গাড়ে তারা,
এঁটে বাঁধে দড়ি তাতে, কেহ পুতে পাঁড়া।
আসিতেছে পাড়ী দিয়া যে সকল নেয়ে,
উড়িল তাদের প্রাণ মেঘপানে চেয়ে।
কসে কসে টানে দাঁড় ঘনাইতে পারে,
থেকে থেকে "বদর বদর" ডাক ছাড়ে।
লোকালয়ে ঘন ঘন শঙ্খনাদ হয়,
কি হয় কি হয় আজি ভাবে গৃহীচয়।
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে কপাট পড়িল,
আঁধার দেখিয়া কেহ প্রদীপ জ্বালিল।
ও কি ও কি বায়ু-কোণে হুঁ হুঁ শব্দ হয়,
বুঝি আজ উপস্থিত হইল প্রলয়!
ভয়ানক ঝড় এ যে ভয়ানক ঝড়,
মর্ম্মরিছে গাছ-গুলি মড় মড় মড়!
দুলিছে দু-পাশে ঘন বাঁকাইয়া কায়,
খেয়ে মাতাল হয়েছে বুঝি হায়!

লুইছে বাঁশের আগা মাটির উপরে,
থামাইতে বায়ুদেবে যেন নতি করে।
নারিকেল তাল পূগ আদি তরু কত,
মাঝামাঝি ভাঙ্গিয়া পড়িছে শত শত,
যুঝিয়া বীরেন্দ্রগণ সম্মুখ সমরে,
শুইছে সমর-ক্ষেত্রে যেন শক্র-শরে।
উন্মূলিত সহকার মাধবী দেখিয়া,
অমনি ধরণী-পরে পরে আছাড়িয়া ;
সুচারু কুসুমরূপ অলঙ্কার যত,
খুলিয়া ফেলিল ধনী শোকে ইতস্ততঃ।
অই দেখ মহাবৃক্ষ পড়িছে পিপ্পল,
চড় চড় ছিঁড়িতেছে শিকড় সকল।
আশ্রিত বিহঙ্গগণ প্রমাদ গণিয়া,
দ্রুতগতি স্থানে স্থানে যাইছে উড়িয়া ;
যে দিকে বহিছে ঝড় সেই দিকে ধায়,
আশ্রয় করিছে তাই সম্মুখে যা পায়।
ও পাখীটী কেন কেন না যায় উড়িয়া ?
যতনে রেখেছে ঢেকে কিও পাখা দিয়া ?
—ছানা দুটি ! বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি তাই,
পরাণ বাঁচাতে এর অভিলাষ নাই ;
প্রাণ দিবে ছানা ফেলে না যাবে কোথায়,
ধন্য রে মায়ের স্নেহ ! বাখানি তোমায়।

অই দেখ কত ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িছে,
গৃহিগণ অন্য ঘরে সভয়ে ঢুকিছে।
কোন খান বাঁকা হয়ে হেলিয়া রহিল,
বোধ হয় কোন খান পড়িল পড়িল।
উড়ে গেল চাল কার, উড়ে গেল খড়,
দেখিয়া গৃহীর দশা ব্যাকুল অন্তর।
পড়িল সকল ঘরে রোদনের ঝাঁক,
প্রাণভয়ে ছাড়ে সবে ত্রাহি ত্রাহি ডাক।
দেখ দেখ এ সময় তটিনী কেমন,
ধরিয়াছে উগ্রতর মূরতি ভীষণ;
শাঁ-শাঁ-শাঁ-শাঁ শ্বাসিতেছে শুনে লাগে ভয়।
ভ্রূকুটি দেখিয়া ধড়ে পরাণ না রয়।
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-মালা তোলপাড় করে,
বহিছে জলের স্রোত মহাবেগ ভরে।
ধুনিত-কার্পাস ময় নীর সমুদায়,
কে ধুনিছে এ কার্পাস বুঝা নাহি যায়।
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে ভয়ানক পাক,
ছাড়িতেছে মুহুর্মুহু হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ ডাক।
বিস্তারিতে অধিকার সীমা আপনার,
করিছে পুলিনে নদী সজোরে প্রহার।
সহে সে প্রহার তীর পারে যতক্ষণ,
যখন না পারে করে আত্ম-সমর্পণ।

হায় রে! তরণিগুলি নঙ্গোর ছিঁড়িয়া,
যাইছে নদীর মাঝে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
হাল ধরে কর্ণধার কসে ঝিঁকে মারে,
তবু সে ঘূর্ণিত তরি স্থিরিতে না পারে।
আরোহীরা কেঁদে বলে মলেম মলেম,
পড়িয়া বিপাকে আজ প্রাণ হারালেম!
অরে রে অবোধগণ! কি ফল রোদনে,
নির্ভর কর রে সেই অভয় চরণে।

ক্রমেই প্রবল বেগে বহিছে পবন,
উলটিতে ধরা বুঝি হয়েছে মনন।
শপাশপ্ শপাশপ্ ঝাপটা চলিছে,
দিগঙ্গনা গুম্ গুম্ নিনাদ করিছে।
জলধর ঝমাঝম বরষিছে নীর,
গরজিছে ঘন ঘন কেমন গভীর।
তড় তড় তড় তড় শিলাপাত হয়,
উজলে চপলা মুহুর্মুহু ভূ-বলয়।
সংহার করিতে সৃষ্টি এই লয় মনে,
কোটিশঃ কামান কেহ জুড়িছে গগনে,
মেঘনাদ—নাদ তার, চপলা—অনল,
অন্ধকার—ধুঁয়া, গুলি—করকা সকল।
ধন্য ধন্য জগদীশ! শকতি তোমার!
অন্ত নাই অন্ত নাই অন্ত নাই তার।

এই ঝড় এই বৃষ্টি এই জলধর,
এই ক্ষণপ্রভা, এই করকা-নিকর,
এই স-তরঙ্গ নদী, এই চরাচর,
প্রকাশিছে তোমার শকতি মহেশ্বর!

ভিক্ষা।

এই তুচ্ছ অন্ন-বস্ত্রে তুষ্ট রও মন,
কার কাছে কোন কিছু মেগ না কখন।
আপন যতনে লাভ যখন যা হয়,
যাচিত রতন তার তুল্যমূল্য নয়।
যদ্যপি বল্কল পর রহ উপবাসী,
হও না হও না তবু পরের প্রত্যাশী।
চা(ও)য়া কিছু অপরের মুখপানে চেয়ে,
না খেয়ে পরাণে মরা ভাল তার চেয়ে।

উপদেশকের কদাচার দেখিতে নাই।

যদ্যপি তোমারে গুরু বলেন যেমন,
না করেন কভু তিনি আপনি তেমন;
তবু তাঁর উপদেশ হেলা না করিয়া,
শুন মন দিয়া সদা শুন মন দিয়া।

"নিদ্রিতে নিদ্রিতে নারে জাগাতে কখন"
যে বলে এ কথা অতি ভ্রান্ত সেই জন।
থাকে যদি উপদেশ দেয়ালে অঙ্কিত,
করহ গ্রহণ হবে মঙ্গল নিশ্চিত।

চির সুখী নাই।

কোন্ জন এ জগতে, চিরসুখী সর্ব্বমতে
অসুখের টের কিছু কখনই পায় নি;
কে কোথায় চিরদিন, শান্তিসুধা-সিন্ধু লীন:
অশান্তির উষ্ণ নীরে, এক দিন নায় নি।
দেখ খুঁজে ত্রিসংসার, নিষ্কাম হৃদয় কার,
কার মন কোনরূপ আশা পথে ধায় নি:
কার আশা অবিরত, পূর্ণ হয় ইচ্ছামত,
কোন আশা কোন দিন, ব্যর্থ হয়ে যায় নি।
এমন সৌভাগ্য কার, নিয়ত সুখ্যাতি যার,
অলীক নিন্দার বোঝা, এক বার বয় নি;
কোথা সে রসনা যার, সত্যপূত অনিবার,
মিথ্যার পরশে কভু, অপবিত্র হয় নি।
ভাবিয়া ব্যাকুল হই, এমন নিষ্পাপী কই,
কলুষ-কণ্টকী-বনে, যে কখন চরে নি;
করিলাম অন্বেষণ, না পেলেম হেন জন,
যে জন জীবন কিছু, বৃথা ব্যয় করে নি।

আত্মশ্লাঘা।

যশের বাসনা যদি কর প্রিয়গণ !
কর না কর না আত্ম-প্রশংসা কখন।
সত্য সত্য তবে এই জেন জেন সবে,
এক দিন সে বাসনা পূর্ণ হবে হবে।
কিন্তু যদি নিজ গুণ নিজে গান কর,
অপরের প্রশংসার আশা পরিহর।
আত্মগুণ-গাথকের যশ হয় কবে ?
থাকুক যশের কথা, ঘৃণে তায় সবে ;
গাইত যদ্যপি শশী গুণ আপনার,
হত কি সে তবে এত প্রিয় সবাকার ?

বাগাড়ম্বর।

যেরূপ করিবে কাজ কার্য্যেতে দেখাও,
বৃথা গর্ব্বে কেন তাহা কহিয়া বেড়াও ?
না পার করিতে যদি কর যাহা গান,
কোথায় পাইবে লজ্জা রাখিবার স্থান ?

বাহ্যবেশ।

ইচ্ছা হয় রাজবস্ত্র পরিধান কর,
কিম্বা শার্দ্দূলের চর্ম্মে ঢাক কলেবর,
ইচ্ছা হয় কর ভস্ম বিভূতি ভূষণ,
কিংবা কর সর্ব্বদেহে চন্দন লেপন।
কিন্তু ভ্রাতঃ! এই কথা মনে যেন রয়,
ভিতরে সাধুতা, বাহ্য বেশে কিছু নয়।
দমনিতে যে পারে দুর্জ্জয় রিপুদল,
সেই সাধু, তুচ্ছ কথা বেশের বদল।

আত্মদর্শ।

বলুক বলুক লোকে ইচ্ছা হয় যাহা,
কেমন স্বভাব মোর আমি জানি তাহা।
বটে বটে বটে বাহ্য স্বভাব আমার,
প্রিয় সবাকার অতিপ্রিয় সবাকার;
কিন্তু আমি মনের কুমতি নিরখিয়া,
লজ্জাভরে থাকি সদা মাথা নোয়াইয়া।
বাহিরে কুকাজ কিছু না করি কখন,
মনে মনে সকলই করি সর্ব্বক্ষণ।
অন্তর্য্যামী বিভু হতে ভয় মোর লোকে,
কে আর আমার মত ভ্রান্ত ভব-লোকে?

অবশী বিদ্বান।

অবশী যদ্যপি হয় বিদ্যা আছে যার,
বর্ত্তিকা ধারীর সঙ্গে তুলনা তাহার ;
পরে সেই সম্মুখের সুপথ দেখায়,
আপনি আপন পথ দেখিতে না পায়।

—

নিরর্থক জীবন নাশ।

হায় হায় বৃথা-কাজে হায় রে যে জন,
শেষ করে আপনার জীবন যৌবন ;
অমূল্য রতন তার হাত ছাড়া হয়,
অথচ কিছুই তাতে হয় নাকো ক্রয়।

—

সময়-বিহঙ্গ।

কত দ্রুত স্রোতস্বতী করয় গমন ?
কত দ্রুত বহয় প্রান্তর-সমীরণ ?
কত দ্রুত ধরাতলে নক্ষত্র পড়য় ?
কত দ্রুত দ্রোণশর, চঞ্চলা চলয় ?
যত দ্রুত সময়-বিহঙ্গ গতি করে,
নাই নাই তাহার তুলনা চরাচরে।

নদী শর তারকা চঞ্চলা সমীরণ,
করা যায় এ সবার গতি-নিবারণ :
কিন্তু অহে সময় বিহঙ্গ! চমৎকার,
কিছুতে নিবার্য্য নয় গমন তোমার!

ইষ্ট চিন্তার ব্যাঘাত।

"প্রতিদিন এইরূপ করি আকিঞ্চন,
নিশিতে করিব ধ্যান বিভুর চরণ ;
কিন্তু বসি নিশিযোগে ধ্যানেতে যখন,
ধ্যান করি প্রভাতে কি খাবে পরিজন।

যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।

দেখি এই চরাচরে, যে যেমন কর্ম্ম করে,
তেমন সে ফল তার পায়।
যে চাষা আলস্যভরে, বীজ না বপন করে,
পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়?
যদ্যপি শকতি থাকে, পড়িতে দেখহ যাকে
হাত ধরে তুল তুল তারে ;
নতুবা তুমি যে কালে, পতিত হবে সে হালে
কে তখন তুলিবে তোমারে?

যদি তুমি অহে ধীর, দুঃখিতের অশ্রু-নীর,
নিজ করে না কর মোচন;
তব অশ্রু নিরখিয়া, দুঃখী হয়ে কার হিয়া,
কে তাহা করিবে নিবারণ?

নিন্দুক।

পর দোষ তোমার নিকটে যেই কয়,
বলে সে তোমার দোষ অপরে নিশ্চয়।

নির্জ্জন বাসী মুনি।

মন যদি যথা তথা সদা করে গতি,
বৃথা তবে মুনি নাম নির্জ্জন-বসতি।
যে গৃহীর বিভু পদে মন সদা রয়,
প্রকৃত নির্জ্জন বাসী মুনি সে নিশ্চয়!

আত্মক্ষমতা-চিন্তা।

কমল তুলিতে যদি করহ বাসনা,
ভাব সহ্য হবে কি না কণ্টক-যাতনা।
ইচ্ছা যদি কর কর মধু আহরণ,
ভাব সহ্য হবে কিনা মক্ষিকা-দংশন।

নির্জ্জন।

মরি মরি মরি কি সুরম্য এই স্থান,
আগমনমাত্র মোর জুড়াইল প্রাণ!
নয়ন জুড়ালো এর শোভা দরশনে,
শ্রবণ জুড়ালো এর পতত্রি-শিঞ্জনে,
নাসিকা জুড়ালো এর কুসুমের বাসে,
শরীর জুড়ালো এর বিশুদ্ধ বাতাসে;
অহ! সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের সন্তোষ জনন,
জগতে দ্বিতীয় স্থান আছে কি এমন?
বিষয়ীর ঘোরতর প্রলাপ-নিস্বন,
করে না করে না হেতা ব্যথিত শ্রবণ;
ধনীর সগর্ব্বভাব নয়নে হেরিয়া,
না হয় না হয় হেতা সন্তাপিত হিয়া।
হিংস্রক অহির তীব্র বিষাক্ত দশন,
জর্জ্জরিত তনু হেথা না করে কখন;
কুলটার কটাক্ষ-ঈক্ষণ তীক্ষ্ণতর,
বিঁধে না বিঁধে না হেথা বিঁধে না অন্তর;
কুহকিনী মায়ার কুহক সম্মোহন,
করে না করে না হেথা আকর্ষণ মন,
নাই হেথা নিন্দুকের রসনার ভয়,
নাই হেথা কু-লোকের কপট প্রণয়,

নাই হেথা সাংসারিক [illegible]-ঘটনা,
নাই হে[illegible]রিবার বিবাদ-গঞ্জনা,
নাই নাই [illegible] প্রলোভন,
নাই হেথা শান্তির অভাব একক্ষণ।
সংসার-বাসনা-মৃগতৃষ্ণিকা সুরঙ্গ।
প্রতারিতে নারে হেথা মানস-কুরঙ্গ।
শুন হে সংসারশ্রান্ত সাংসারিকগণ,
এস এস হেথা যদি জুড়াইবে মন।
থাকিতে সংসারে হেন জুড়াবার ঠাঁই,
কেন দহ ভবতাপে ভাবিয়া না পাই।
আয়ু-নাটকের প্রায় অঙ্ক সমুদয়,
অঙ্গভঙ্গ করিয়া করিলে অভিনয়;
কথা শুন কথা শুন এস এই স্থানে,
শেষাঙ্কের অভিনয় কর সাবধানে!
কিছুতে না হবে হেথা চিত্ত বিচলিত,
বলি তাই কর কর প্রবেশ ত্বরিত।

——

সঙ্গীত

ঈশ্বরের [illegible] প্রার্থনা।
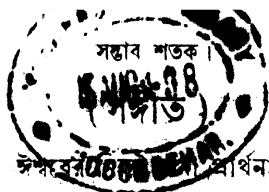
বেহাগ, আড়া।

পিতঃ! ক্ষম অপরাধ!
অবোধ সন্তান আমি!
না শুনে তোমার কথা, করেছি কুকাজ কত,
হেলায় সু-পথ ছেড়ে, হয়েছি কুপথ গামী।
স্বাধীনতা— মহারত্ন, স্নেহে মোরে দিয়া তুমি,
পাঠালে ভবের হাটে সুখ কিনিতে;
হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়া,
কিনিলাম সেই রত্নে পাপ তাপ দুখরাশি!

শান্তি।

ঝিঁঝিট, আড়া।

শান্তি কোথা আছে আর?
অমৃত সাগর বিনা।
ভুলে সে অমৃতে যেই, বিষয় বিষের কুণ্ডে,
করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তার!
অরে সন্তাপিত জীব, কেন বৃথা ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে হারায়ে শান্তি,
অমৃত সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি,
সকলের প্রতি আছে, মুক্ত তার দ্বার।

ঈশ্বর ভুলিবার [illegible] নহেন।

ঝিঁঝিট, আড়া।
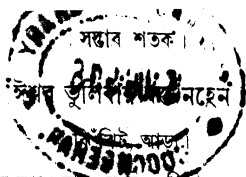
কেন তারে ভুল, সে কি ভুলিবার ধন,
জাননা যে সে তোমার জীবনের জীবন ;
যে তোমারে এক ক্ষণ, ভুলে না ভুলে না মন,
তারে কি তোমার ভোলা উচিত কখন ?
ভুলিছ তুমি ত তাঁরে, ভুল্‌ত যদি সে তোমারে,
ছিলে যখন মাতৃগর্ভে, কি হ'ত তখন ?

ঈশ্বরের মাতৃ স্নেহ।

বাগেশ্রী, আড়া।

সীমা কে জানে ? জননী !
স্নেহ জলধির তব।
আমাদের [illegible] হেতু, কত না করেছ তুমি,
প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য তার, দিতেছে বিনোদ ভব।
শিখি পুচ্ছে কে চিত্রিল ? পুষ্প দামে কে রঞ্জিল ?
বিহঙ্গের কণ্ঠে এত, মধুরতা কেবা দিল ?
কে করিল শ্রান্তিহরা, নিদ্রা আর রজনীরে ?
কে আর করিবে ? তোমার স্নেহের কার্য্য এসব।

ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা।

খম্বাজ, মধ্যমান।

প্রবল সংসার স্রোত, [illegible] দুর্ব্বল অতি।
কেমনে করিব নাথ! প্রতিকূল মুখে গতি?

যে দিকে বহিছে স্রোত, যেতেছি সে দিকে ভেসে
নিকটে নরকাবর্ত্ত, কি হবে কি হবে গতি!

দুর্ব্বলের বল তুমি, দেহ নাথ! দেহ বল,
সংসার জলধি-স্রোতে, নিস্তার সংসার-গতি!

দিবাকর।

কে করিল দিবাকর! রচনা তোমার,
স্থাপিল কে তোমায় সৌর জগত কেন্দ্রে?

কি আশ্চর্য্য তব জ্যোতি! নাশিছে ভব তিমিরে,
অহ! এই জ্যোতি কোন্ জ্যোতির জ্যোতি?

এই উপগ্রহ কত, নিয়ত দুর্লক্ষ্য বেগে,
তোমার প্রকাণ্ড মূর্ত্তি করিতেছে প্রদক্ষিণ।

কে করিল এ বিধান? বল কোথা [illegible] বিধাতা?
অচিন্ত তার শকতি, সীমা কে জানে?

প্রতি দিন উষা কালে, উদয়-অচলে দেখি,
সায়াহ্নে প্রবেশ কর, পশ্চিম জলধি জলে।

কার সৃষ্টি এ কৌশল? ধন্য সে কৌশলকারী,
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ!

সমাপ্ত।